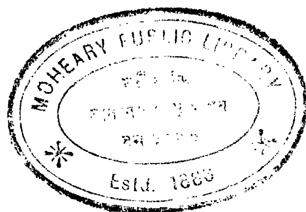
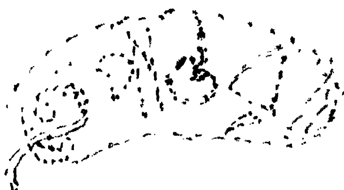
তেপান্তর



শ্রীচরণদাস ঘোষ



আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৯৪৬

প্রথম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৫২ সাল

দাম : দুই টাকা

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু

শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্ন বসু, এম-বি,

এফ্-আর-সি-পি-আই, এফ্-এস্-এম্-এফ

করকমলেষু

সেদিন যাহারা মেলেনি নয়ন, আঁখিজলে ছিল ভুল
আমার রচিত এ-নব কুঞ্জে তারাই ফোটালো ফুল !

১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসের 'মাসিক বসুমতীতে' "স্ত্রী" শীর্ষক আমার একটি ছোটো-গল্প প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ একদা ওই গল্পটিকে আমি পড়ি; পড়ে দেখ্‌লাম—'প্লটটি'র সবটা গল্পের মধ্যে ধরেনি—আরও অনেক-কিছু বল্‌বার কথা যেন বাকী রয়ে গেছে। তাই সেই গল্পটি আজ আমূল সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত রূপ নিয়ে পূর্ণ আকারে আত্মপ্রকাশ করলো। এবার তার নাম দিয়েছি—'তেপান্তর'।

শ্রীচরণদাস ঘোষ

১৩, কৈলাস ব্যানার্জী লেন,
হাওড়া, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৬



তেপান্তর

এক

স্বরূপ শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, এই প্রথম।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বাহিরকার একটি কক্ষে সে বিশ্রাম করিতে ঢুকিয়াছে, বাহির হইতে কে বলিয়া উঠিল, "পান নিয়ে এলেন না ?"

একটি কিশোরী প্রবেশ করিল, তাহার হাতে এক রেকাবী পান, মুখে একমুখ হাসি। মেয়েটিকে দেখিলেই মনে হয়, সে যেন বিশ্বশিল্পীর মানস-প্রতিমা, যেন বা ভূলোকে এক নিখুঁত রূপসী গড়িবার তাঁর প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি এই মেয়েটিকেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন—এম্‌নিই তার মুখশ্রী, দেহের গঠন, সারা অঙ্গে এম্‌নিই রূপ! জবাব না পাইয়া মেয়েটি চোখ বাঁকাইয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "বউমানুষ নাকি ?"

মেয়েটি স্বরূপের খুড়তুতো শ্যালিকা—অনূঢ়া।

স্বরূপ আই-এ পড়ে; যেন হীরার টুক্‌রা—ম্যাট্রিকে বৃত্তি পাইয়াছে। দেখিতেও স্বরূপ—সুশ্রী, সবল, ফুট্‌ফুটে। এই গ্রামের সকলেরই সে প্রিয়পাত্র। মেয়েপুরুষ সকলেই একবাক্যে রায় দিয়াছে যে, এমন জামাই এই গ্রামে এই প্রথম। একদিকে কিন্তু তার একটা দুর্নাম ছিল—'ভারি মুখচোরা, লাজুক—আনাড়ী!' বিশেষ করিয়া মেয়েদের দিকে সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিত না। কিন্তু সে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্তই ছিল নিঃসঙ্কোচ এই মেয়েটির কাছে। সকুণ্ঠ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "খেতে বস্‌লে না ?"

"তোমার পাত্‌টি আর-একজন ত দখল করে বস্‌লো—কোথায় বসি বলো ?" বলিয়াই মেয়েটি একমুখ দুষ্টামির হাসি হাসিয়া উঠিল।

স্বরূপ এবার লজ্জায় মুখখানা রাঙা করিয়া ফেলিয়াছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়াই বলিয়া উঠিল, "পান ? কষ্ট করে তুমি এখন নাইবা আন্‌তে, নন্দা ?"

মেয়েটির নাম নন্দা। সে চোখ-মুখ ঘুরাইয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "পানটি খেয়ে মুখটি 'আঙা' করবেন—তাই !" বলিয়াই পান কয়েকটি স্বরূপের হাতে গুঁজিয়া দিয়াই একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল।

স্বরূপও খাটের উপর উঠিয়া বসিল।

উভয়েই নীরব। উভয়েই মাথা নীচু করিয়া—উভয়েরই দৃষ্টি মেঝের উপর। মিনিটখানেক পরে নন্দা স্বরূপের দিকে একবার চাহিয়াই আবার চোখ নামাইল এবং তেম্‌নি নতচোখ হইয়াই কহিল, "আচ্ছা, জামাইবাবু, একটা কথা সত্যি করে আমাকে বল্‌বেন ?" মুখ তুলিল।

স্বরূপ সপ্রশ্ন নেত্রে তাকাইল।

মুহূর্ত্তও অতিবাহিত হইল না। নন্দা প্রশ্ন করিল, "আমাকে দেখে আপনি লজ্জা করেন, নয় ? সবাইকার মতন ?"

"লজ্জা ?"—স্বরূপের বিস্ময়ের মাত্রা যেন বাড়িয়া উঠিল ! সত্য করিয়াই যদি কথাটা বলিতে হয়, তাহা হইলে সে বলিবেই বলিবে—না ! কয়েক মুহূর্ত্ত নন্দার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আর দুইটি অক্ষর তাহার মুখ দিয়া অস্ফুটভাবে নির্গত হইল, "না ত !"

"না বৈকি ?"

"হ্যাঁ, সত্যি—বলো, কোন্‌দিন ?"

"কোন্‌দিন ?—আপ্‌নিই ত বল্‌বেন !"

"আমি ?"

"নইলে কে—আমি ?"

স্বরূপ বোধ করি কোনো বিস্মৃত দিনক্ষণ স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "আমা । ত মনে পড়ে না—তোমার ?"

জবাবটা যেন নন্দার ওষ্ঠাগ্রেই ছিল, কহিল, "মজা ত ! কলেজে যান আপ্‌নি আর লেক্‌চার মনে রাখ্‌বো আমি ?" হাসিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, "একটা কথা রাখবেন ?"

"বলো—"

"আমার গা ছুঁয়ে বলুন—রাখ্‌বো !" নন্দা স্বরূপের কাছে উঠিয়া আসিল।

এক সুস্পষ্ট সঙ্কোচ ও সরমে স্বরূপের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল ! নন্দা ছোট মেয়ে নয়—তার অঙ্গ স্পর্শ করিবে সে কেমন করিয়া ?—ছিঃ ! * * * নন্দার দিকে একবার তাকাইয়া আবার চোখ নামাইয়া পুনশ্চ চোখ তুলিয়াই বলিয়া উঠিল, "দিব্যি-টিব্যি করবার দরকার নেই ! তোমার কথা রাখ্‌বো না—তা কি হয় ? রাখ্‌বো, নিশ্চয়ই—"

স্বরূপের মুখ ও মনের ভাবটা নন্দার লক্ষ্য এড়াইল না। সেও একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল—কথাটা না বলিলেই হইত ! কিন্তু সে ঠকিবার পাত্রী নয়, তাড়াতাড়ি নিজেকে সপ্রতিভ করিয়া কহিল, "আপ্‌নার একখানি ফটো—"

"ফটো ?"

"হ্যাঁ ! বেশ চন্‌মনে চেহারা, মাথায় ঢেউ-খেলানো চুল—বাঁ দিকে টেরি—"

"আমার ত ফটো নেই !"

"নেই ? তবে, একখানা গান করুন—"

স্বরূপ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তানসেনের আমি ওস্তাদ—তাও তুমি জান!"

"তা হোক্, যা পারেন!" বলিয়া নন্দা আর একটু সরিয়া আসিল। তারপর স্বরূপের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একমিনিট কাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "একখানি—মাথার চুল টেনে দিচ্ছি—" বলিয়াই স্বরূপের পাশে বসিয়া পড়িল। অতঃপর স্বরূপের মুখের উপর হইতে দুই-একগাছি চুল সরাইয়া দিয়াই শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ও মা! ঘেমেছেন যে!" বলিয়াই আঁচল দিয়া স্বরূপের কপাল, গাল, মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। স্বরূপ যেন মন্ত্রমুগ্ধ।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দেই কাটিল। অতঃপর নন্দা স্বরূপকে মৃদু ধাক্কা দিয়া যেন বিষম রাগিয়া উঠিয়া কহিল, "বা রে! বেশ ত!—গা-ন—"

স্বরূপ বিব্রত হইয়া কহিল, "বল্‌লাম ত—গান গাইবার গলা নেই!"

"দেখুন অত ইয়ে করবেন না!"—নন্দা মুখখানা ভারি করিয়া একটু সরিয়া বসিল। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, একটু পরেই পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "একখানা বেশ ভালো গান, তবে, আপ্‌নি লিখেই দিন—আমিই না-হয় আপ্‌নার হয়ে মনে-মনে গাইবো!" বলিয়াই আপনমনে হাসিয়া উঠিল।

স্বরূপেরও মুখে যেন ওই হাসির আভা পড়িয়াছে। সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "সেই ভালো—" বলিয়াই একখানা গান লিখিয়া নন্দার হাতে দিল—

"ঠাণ্ডা—"

"এই মরেছে!"—নন্দা চম্‌কিয়া উঠিল। তারপর পা টিপিয়া-টিপিয়া ঘরের দুয়ারটা ও স্বরূপের মাথার গোড়ার একটা জানালা আস্তে-আস্তে বন্ধ করিয়া দিল।

ডাক দিল হেমলতা, পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে—নন্দার 'ঠাণ্ডাজল'। সেদিন সে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল, বহুক্ষণ দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই, তাই বাড়ীতে পা দিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছে: সাড়া না পাইয়া পুনশ্চ ডাকিল, "ঠাণ্ডাজল, ঠাণ্ডা—"

"এই রে! এইদিকেই আস্‌ছে—" কথা কয়টি গলা চাপিয়া বলিয়াই সন্তর্পণে নন্দা কক্ষের অবশিষ্ট জানালাগুলাও বন্ধ করিয়া দিল—

"নন্দা—"

নন্দা শিহরিয়া উঠিল। দেখা গেল, তার মুখখানা শাকমূর্তি হইয়া গিয়াছে।

দ্বারদেশে জোর ধাক্কা পড়িল। নন্দা কপাট খুলিয়া দিয়া মুখটি নীচু করিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গে-সঙ্গে এক অগ্নিমূর্তি প্রবেশ করিলেন, তিনি সুরূপের শাশুড়ী—চন্দ্রাদেবী। ইনি যে কখন আসিয়া বাইরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা ওই দুটি প্রাণীর কেহই টের পায় নাই। চন্দ্রাদেবী এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া নন্দাকে দেখিয়াই বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বেরিয়ে যা! বেল্লিক, বেহায়া মেয়ে কোথাকার! যা বেরিয়ে—" বলিয়াই বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

নন্দা মাটির সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছিল, ঘাড়মুখ গুঁজিয়া কোনওরূপে মাটির উপর পায়ের ভর দিয়া টলিতে-টলিতে বাহির হইয়া গেল, যেন তাহার নিজ-হাতে রচা একটি ফুলের বাগান ছিল, তাহাতে হু-হু করিয়া আগুন লাগিয়াছে, যে-সংবাদ সে পাইয়াছে—এই মাত্র!

চন্দ্রাদেবীও আর দাঁড়াইলেন না, বন্ধ-জানালাগুলা সশব্দে খুলিয়া দিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। সুরূপ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, তেম্‌নিভাবেই বসিয়া রহিল। হেমলতা তখন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

দুই

অধিকারের যতটুকু গণ্ডী, মানুষ ঠিক ততটুকুর ভিতরই নিজেকে আবদ্ধ রাখিবে—ইহাই বুঝিবা প্রকৃতির প্রচলিত নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই অনর্থ উপস্থিত হয়। সম্পর্কের ছাড়পত্র, যাহার বলে স্বরূপের উপর নন্দার যে অধিকারটা ছিল প্রকৃতির আইনে তাহা বুঝিবা কোনোও যায়গায় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, সেইজন্যই পড়িল চন্দ্রাদেবীর অমন নির্ম্মম শাসন নন্দার উপর।

একই বাড়ীতে দুইটি পৃথক সংসার। জ্যেষ্ঠের সংসারে তাঁহার বিধবা ওই চন্দ্রাদেবী আর একটি মাত্র কন্যা—মন্দা। গ্রামের ভিতর এই সংসারটিই সমধিক সম্পন্ন। গ্রামবাসী সময়ে-অসময়ে চন্দ্রাদেবীর কাছে হাত পাতে। এইজন্য, সকলেই তাঁহার বাধ্য, উপরন্তু সকলে তাঁহাকে ভয়ও করে খুব। ভয় করিবার আর একটি কারণ আছে। মেজাজটা তাঁর অতিরিক্তই উগ্র, আর তেম্‌নি তিনি দুর্ম্মুখ। প্রকৃতির নিরিখে—এককথায় তিনি রণচণ্ডী। মেয়েটিকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গর্ব্বের আর অন্ত ছিল না। কিন্তু, গ্রামের লোক বলাবলি করিত—'মন্দার বরাতের জোর খুব!' তার কারণ—তার মুখশ্রী মন্দ না হইলেও, গায়ের রঙটা একেবারেই অচল—কুচ্‌কুচে কালো। এতদ্ব্যতীত, তার বর্ণবোধ পর্য্যন্ত হয় নাই—বিষম নিরক্ষরা। স্বরূপের পাশে দাঁড়াইবার সে যে যোগ্যা নয়, একথা স্বয়ং চন্দ্রাদেবীরও মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।

কনিষ্ঠ বর্ত্তমান—বিজনবাবু। তাঁর সংসারে তাঁর স্ত্রী পারুলবালা, আর এই মেয়েটি—নন্দা। বিজনবাবু পশ্চিমাঞ্চলে ডাকবিভাগে চাকরী করিতেন। বছরখানেক হইল অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। ইনি নির্ব্বিরোধ,

শান্তিপ্রিয়—নিরীহ বেচারা। পারুলবালা সহরের মেয়ে—অত্যন্ত চাপা, সবদিক সাম্‌লাইয়া চলে। অবস্থা কিন্তু এদের আদৌ ভালো নয়। বিজনবাবু পেন্সন পান সামান্য কয়েকটি টাকা, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে তাঁহাদের দিন চলে।

জামাই আসিবামাত্র চন্দ্রাদেবী বাড়ী-বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন—'এসো, জামাই দেখ্‌বে,—এসো!' চন্দ্রাদেবীর নূতন জামাই, কাহারো 'না' বলিবার যো নাই। সকালে-সন্ধ্যা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া দুলেবাগ্দী পর্য্যন্ত সকলেই একবার, দুইবার—বারবার করিয়া আসিয়া দালানে দাঁড়ায় এবং প্রতিবারই স্বরূপকে ঘর হইতে বাহির হইয়া মূর্ত্তি দেখাইতে হয়। বিরক্ত হইবার আইন নাই—শ্বশুরবাড়ীর শাস্ত্রে তাহা নাকি এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই ব্যাপারটায় যে পীড়া ছিল, তাহা স্বরূপ একরূপ আত্মস্থ করিয়াই ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইয়াছিল আর একটি ব্যাপারে, তাহা—পাড়ার ফাজিল মেয়েগুলার অকথ্য অত্যাচার! এরা না মানে আইন, না মানে নিয়ম, না মানে ভদ্রয়ানা! কলেজের 'ডিবেটিং' ক্লাবের সে সেক্রেটারী, কিন্তু এই মেয়েগুলার নিকট হইতে যে সব প্রশ্ন পড়িত তাহার একটি উত্তরও তাহার মস্তিষ্কে আসিত না, আসিলেও মুখ দিয়া বাহির করিতে তার প্রবৃত্তি হইত না। ফলে, তাহার অবস্থা দাঁড়াইত সঙ্গীন। এদিক-ওদিক সে চাহিত যদিইবা কেহ তাহার রক্ষায় আসে, কিন্তু—কী সর্ব্বনাশ! শাশুড়ীঠাকরুণ পর্য্যন্ত আড়ালে দাঁড়াইয়া, মুখে কাপড় দিয়া সরিয়া যান!

এই উপদ্রব, এই অত্যাচার, মেয়েদের যতকিছু কদর্য্য আচরণ—এ-সমস্তর আর নিবৃত্তি নাই! চলিতেই লাগিল—ঘরে ও বাহিরে। চন্দ্রাদেবীর নূতন জামাই—এবাড়ী-ওবাড়ী প্রায় প্রত্যহই তাহার নিমন্ত্রণ হয় এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই এই নারী-বাহিনীর অভিযান হয়!

একদিন সন্ধ্যার পর ও-পাড়ায় এক বাড়ীতে স্বরূপের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। দালানে 'থালা' সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহার চতুষ্পার্শ্বে ওই সব 'পঙ্গপাল'! স্বরূপের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। কিন্তু ভয়ে ভাঙিয়া পড়িলে চলিবে না—স্বরূপ নির্ভীক সেনানায়কের ন্যায় অগ্রসর হইল। সুচিত্রিত আসন—স্বরূপ তাহার উপর বসিয়াই ছিলকাটা ধনুকের ন্যায় উঠিয়া পড়িল এবং সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েগুলা হাসিয়া হাততালি দিয়া উঠিল! আর স্বরূপ—সে অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া! ব্যাপারটা ইহাই যে, আসন মনে করিয়া স্বরূপ যাহার উপর বসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা প্রকৃত আসন নয়—রঙ্করা চালের গুঁড়ায় চিত্রিত আসনের প্রতিকৃতি! সঙ্গে-সঙ্গে আর এক কাণ্ড—কাছার কাপড় কুঁড়িয়া পাছায় ঠাণ্ডা লাগে কেন? স্বরূপ হাত দিয়া দেখে—আল্তা!—এঃ * * * পুনশ্চ এক অট্টহাসি পড়িল এবং এক নির্লজ্জ মন্তব্য ও সিদ্ধান্তে স্বরূপকে 'সকণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বাড়ীর কর্ত্রী, সে স্বরূপের শ্বশ্রূস্থানীয়া—সে তাড়াতাড়ি একখানা কার্পেটের আসন হাতে করিয়া দেখা দিল এবং মেয়েগুলাকে এম্নিই ভর্ৎসনা করিল যেন সে রাগিয়া খুন হইয়াছে। অতঃপর স্বরূপকে সস্নেহে পুনরায় ওই কার্পেটের আসনের উপর বসাইয়া খাবারের পাত্রটা কোলের গোড়ায় ঠেলিয়া দিল। স্বরূপও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল—তাহার রক্ষায় স্বয়ং গৃহকর্ত্রীর আবির্ভাব হইয়াছে! অতঃপর স্বরূপ পাতে হাত দিল, দিতেই বুঝিতে পারিল—সরুচুক্লি। কিন্তু—ছেঁড়ে না কেন? স্বরূপ টানাটানি করে, কিন্তু তাহার বিক্রম ব্যর্থ হইয়া যায়! তাহার মুখখানা কাঁদ-কাঁদ হইয়া পড়িল, এবং সেই মুখ অতর্কিতে একবার মেয়েগুলার দিকে উঠিতেই, তাহাদের মুখগুলা একসঙ্গে যেন বোমার মত ফাটিয়া গেল। স্বরূপের দিকে আর চাওয়া যায় না, তাহার মুখখানা সঙ্গে-সঙ্গে মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তারপর সে সরুচুক্লিখানা যেমন

মুখে তুলিয়া দাঁতে চাপিয়া টান দিবে, গৃহকর্ত্রীরও মুখখানা হাসিতে হঠাৎ ফাটিয়া গেল এবং তার দন্তহীন মুখ হইতে তুবড়ির ন্যায় রাজ্যের থুথু আর পান-সুপারীর গুঁড়া বাহির হইয়া পড়িল একেবারে স্বরূপের মুখের উপর! মেয়েগুলার হাসি এবার আর থামে না। স্বরূপ সরুচুকলিখানাকে আয়ত্ত করিবার বারকতক বৃথা চেষ্টা করিয়া ফেলিয়া দিল। বুঝিল—উহা ন্যাকড়ার! নীচেকার গুলায় কোন বিপত্তি ছিল না—স্বরূপ সেগুলির দুই-এক টুকরা মুখে ফেলিয়াই উঠিয়া পড়িল। এইবার আঁচাইতে হইবে! বাহিরকার র'কে রক্ষিত গারু—তথায় স্বল্প আলোক—স্বরূপ বাহির হইয়া আসিয়া তাহাতে হাত দিতেই বিদ্যুতের ন্যায় একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া নিষেধ-কঠিন কণ্ঠে কহিল—"থামুন!"

স্বরূপ চাহিয়া দেখিল—নন্দা। নন্দা অদূরস্থিত হ্যারিকেনটা তাড়াতাড়ি আনিয়া আলোয় জোর দিয়া গারুর জলটা ঢালিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"এ গোবর-জল!"

স্বরূপ যুগপৎ আতঙ্কে ও হর্ষে নন্দার দিকে তাকাইতেই, নন্দা বলিয়া উঠিল, "বাড়ী চলুন—" বলিয়াই স্বরূপের হাতে একটা টান দিয়া তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন

মানুষের বাহিরকার আকৃতির সঙ্গে তাহার ভিতরকার প্রকৃতির সাদৃশ্য অতি নিকট। নন্দার চেহারায় যেরূপ এক বৈচিত্র্য ছিল, তাহার স্বভাবেও ছিল তদ্রূপ এক বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ, তাহার মুখের পানে চাহিলে মনে হইত—কী গম্ভীর! কিন্তু, কথাবার্ত্তা কহিলেই বোঝা যাইত—না, ও-ধারণা ভুল। বাস্তবিকই, তাহার ভিতরকার বস্তু নিঃশেষে বাহির হইয়া ছড়াইয়া ছিল তাহার উপরকার অঙ্গে—দুর্দ্দান্ত এক স্বচ্ছ সৌন্দর্য্য। কিন্তু এম্‌নিই গুছাইয়া সে নিজেকে গোপনে রাখিত যে, তাহার ভিতরকার মানুষটি সহসা কাহারো চোখে পড়িত না। তাই বলিয়াই, গ্রামের মেয়েগুলার সঙ্গে তার আদৌ মিশ্ খাইত না—যেন সে গোত্রছাড়া। এই দূর ব্যবধান, এর সৃষ্টি হইয়াছে আজ নয়—এই গ্রামে যেদিন তার প্রথম আবির্ভাব হয়, সেইদিন হইতেই। হেতু আরও একটি ছিল। গ্রামের মেয়েগুলা ছিল যেম্‌নি অসভ্য তেম্‌নি অশিক্ষিতা—পাতালপুরীর পাথুরে কয়লার স্তূপের মত, যাহার অঙ্গে কোনওদিন চন্দ্রসূর্য্যের আলোক পড়ে নাই।—এই অনুপাতে তাহাদের চেহারাগুলিও বিধাতাপুরুষ যেন নিরালায় বসিয়া তৈরী করিয়াছেন। কিন্তু, নন্দা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল—ত্রিভুবনের রূপ, ম্যাট্রিক পাশ-করা-মেয়ের পল্লী-দুর্লভ এক সহুরে খ্যাতি, মার্জ্জিত সংস্কৃতি, সবচেয়ে বড় আর এক সম্পদ—সঙ্গীতে ও বাদ্যে অ-গোপন এক প্রচণ্ড নাম।

ও-পাড়া হইতে ফিরিয়াই, নন্দা চন্দ্রাদেবীকে কহিল, "জামাইবাবুর খাবার কর্‌রো, বড়মা—"

চন্দ্রাদেবী বিস্ময়ে নন্দার দিকে চাহিতেই, নন্দা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত

টনাই বিবৃত করিল, করিয়া কহিল, "শ্বশুরবাড়ীতে জামাইমানুষ সস্তা লেও, যাঁর আশ্রয়ে আসে তাঁকে একটু দুর্লভ বোলেই মনে করতে হয়, ড়মা! এইবার থেকে তুমি একটু শক্ত হয়ো।"

অতি পুরাতন প্রথা ও সংস্কারের মোহে চন্দ্রাদেবীও 'জামাই-ঠকানো' াভিনয়ে একাধিকবার মুগ্ধ দর্শক হইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু, ামাইটির আহার্য্য লইয়া এমন ইত্রুমি কাণ্ড আর কোনও দিন হয় নাই। াজ, তাঁহার অন্তরাত্মা অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—সুরূপের পেট যে ালি! তাঁর চোখমুখ দিয়া অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। নন্দাকে কহিলেন, আচ্ছা, তুই এক কাজ কর্—আঁচ্ দে উনুনে—" বলিয়াই তিনি াড়াতাড়ি একটা হ্যারিকেন লইয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইলেন।

নন্দার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি—"

"পেছু ডাক্‌লি?"

"যাচ্ছ কোথা?"

"শ্রাদ্ধ করতে—ওদের শ্রাদ্ধ! অ্যাঁ—বাছার আমার খাওয়া হয়নি!"

নন্দা বড়মাকে চেনে, কি বলিলে কি হইবে—তাহা জানিলেও, সে ড়মাকে কথাটা না বলিয়া থাকিতে পারে নাই, পারে নাই এই জন্য বাড়ীর লাক সাক্ষী থাকিতেও, বাড়ীর জামাই রাত-উপবাসী থাকে যে! মুহূর্ত্তে স কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল—ওই রণচণ্ডী আজ এক অনর্থ ঘটাইবে! মতঃপর তাড়াতাড়ি তাঁহার সাম্‌নে গিয়া পড়িয়া কহিল, "না। বস্‌বে এসো—"

"কেন?—আমি কি কারুর পেটে পচে আছি নাকি? নেমন্তন্ন করে নয়ে গেচিস্, খেতে দিয়েচিস্ ত সরুচুক্‌লি—তাতে আবার ন্যাকড়া! া মর্, মর্, মর্! আবার ঢঙ্ করে এক গারু গোবর-জল—বলি, এক গারু গালাপ-জল ত রাখ্‌তে পারিস্‌নি—"

রক্তমুখী হইয়া চন্দ্রাদেবী পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবে, নন্দা খপ করিয়া হ্যারিকেনটা ধরিয়া ফেলিয়া অনুনয়-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "পায়ে পড়ি, বড়মা—"

"তুই থাম্‌তো! পিণ্ডি ওদের চট্‌কাবো, তবে আমার জলগ্রহণ—"

"আমার মাথা খাও—"

"করলি কি, নন্দা! দূর্ তোর ভালো হোক!"—চন্দ্রাদেবী হ্যারিকেনটা নন্দার হাতে ছাড়িয়া দিয়া একখানা চৌকীর ওপর বসিয়া পড়িলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে নন্দারও মুখের রঙ্‌টা যেন কালো হইয়া গেল, যেন হঠাৎ সে এক অতি-গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। কহিল, "দিব্যি গাল্‌তে নেই, তা জানি, বড়মা! কিন্তু, তুমি ত শুন্‌তে না!"

এতক্ষণ ধরিয়া আর একখানি নারীমুখ ঘরের ভিতর স্তব্ধ হইয়া এইদিকে ফিরিয়া ছিল, সে মন্দার। নন্দা মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইতেই, দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "উনুনে আঁচ্?"

নন্দা ফিরিল এবং রান্নাঘরে গিয়া 'আঁচ্' দিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

এই ঘটনার পর হইতেই পাড়ার মেয়েদের উপদ্রব অনেকটা কমিয়া গেল। স্বরূপও মনে-প্রাণে বুঝিল, সে যে এই নিস্তার পাইল তাহা একমাত্র নন্দার কৃপায়। নন্দা এখন প্রায়ই আসে, স্বরূপের কাছে বসে, গল্প করে—চলিয়া যায়। আর, আসে হেমলতা। তাস পড়ে একজোড়া—স্বরূপ ও নন্দা একপক্ষ, আর মন্দা ও হেমলতা অপরপক্ষ। মন্দা উহাদের অপেক্ষা অপটু, বিপক্ষ হইয়াও নন্দা তাহাকে নিজের হাতের তাস বলিয়া দেয়। এই গর্হিত আচরণে, স্বরূপ চটিয়া উঠে—কিন্তু নন্দা তাহা গ্রাহ্য করে না। মন্দা লজ্জায় আনত মুখ হইয়া হাতের তাস ফেলে। যদিইবা

কোনদিন নন্দার আসিতে দেরী হয়, মন্দা গিয়া ডাকিয়া আনে। খেলার ময় চন্দ্রাদেবীও মাঝে-মাঝে আসেন এবং মন্দাকে নির্দ্দেশ দিয়া চলিয়া যান।

এইভাবে দিন কাটে।

নারী-প্রকৃতির ভিতর এক রহস্য আছে। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ম্লান, তাহাকে লইয়া কোন গোলযোগই ঘটে না—সহজ-স্বাভাবিক আত্মতৃপ্তির গর্ব্বেই সে মাতিয়া থাকে। কিন্তু, মুস্কিল হয় তাহাকে লইয়া যাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর—পৃথিবীর পথে পা বাড়াইবার নিত্য-নূতন পথ তাহার চোখে পড়ে এবং সব কিছুকেই ঠেলিয়া একপাশ করিয়া সেই পথে অনুসন্ধান করে জগতের—চরম প্রীতি। কে তার জগৎ, কী তার জগৎ, কোথায় তার জগৎ—তার প্রকৃত সন্ধান ও পরিচয় যে পায় সেই জিতে, যে পায় না স ঠকে। জিত্ যার হয়—সে এক বৈচিত্র্যহীন, নির্ব্বিবাদ, সহজ-স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সহসা এক মহা-মহিমাময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, করিয়াই আবার নিমেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়; যে ঠকে—সে এক বিপ্লব-ব্যাকুল জীবনযাত্রায় এক দুর্দ্দান্ত ও দুর্লভ মূর্ত্তি ধরিয়া অনন্তকাল মৃত্যুহীন হইয়া থাকে—তাহাকে লইয়া রচিত হয় নূতন বিধান, গঠিত হয় নূতন সমাজ, প্রবর্ত্তিত হয় স্ব-কল্পিত নবযুগ! তার রণমুখ আত্মার কাছে পরাস্ত হয় দেশের বিদ্রোহ, তার অলৌকিক আত্মব্যাখ্যার কাছে হার মানে দেশের প্রচলিত নিষ্ঠা, তার নির্ম্মম নিয়মের কাছে নিষ্প্রভ হয় ত্রিকালদর্শী ঋষির বিধি। পরন্তু, তাহাকে রাজ-সিংহাসন ছাড়িয়া দেয় সেই ধর্ম্ম, যে-ধর্ম্মের উপাদানে হয় তার সৃষ্টি—যার শিল্পী স্বয়ং বিধাতাপুরুষ। এইরূপ, পৃথিবীর পথে পা বাড়াইতে গিয়া নন্দাও বুঝিবা তার চরম প্রীতির সন্ধান পাইয়াছিল, যার কাছে তাহা পাইয়াছিল, সে—স্বরূপ! তাই কয়েকদিনের ভিতরই সে স্বরূপের অনুরক্ত হইয়া পড়িল, এম্নিই যে, সে যেন স্বরূপের ছায়াটি। লাভ-লোকসান সে খতাইল না, ভবিষ্যৎ রহিল তার কল্পনার বাহিরে। স্বরূপ—

তারও চেতনা যে নন্দার দিকে উন্মুখ হয় নাই, তাহা নহে! বস্তুতঃ, নন্দা তাহার কাছে আসিলে, তাহার মনে হইত যেন শীতকালের দিনে তাহার গায়ে রোদ পড়িয়াছে! নন্দার অত্যাচার নাই, উপদ্রব নাই—মুখে তার হাসি আর হাসি, চোখে কি অভিমান! সবচেয়ে পরিষ্কার—তার যত্ন!

এই দুইটি কিশোর-কিশোরীর এইভাবে যখন দিন যায়, তখন আর-একপক্ষের দিনক্ষণ যেন আর কাটে না। সেদিন নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে স্বরূপকে লইয়া নন্দা বাহির হইয়া আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে উপস্থিত সকলকারই অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছিল—ব্যাপারটা যদি চন্দ্রাদেবীর কানে উঠে! বাড়ীর গিন্নিঠাকুরুণ একজন বর্ষিয়সী বিধবাকে কহিলেন, "আমি একবার যাই, দারোগা-পিসি, নন্দার মায়ের কাছে, গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে আসি—"

'দারোগা-পিসির' স্বামী নাকি হেড্-কনষ্টেবল ছিলেন, তাই গ্রামের সকলেই তাঁকে 'দারোগা-পিসি' বলিয়া ডাকে—ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত। তিনি এই গ্রামেরই মেয়ে—স্বামী ছিলেন গৃহ-জামাতা। এক্ষণে সংসারে ইনি একা আর একটি বিড়াল। 'দারোগা'র সহধর্ম্মিণী বলিয়া এঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি নাকি খুব তীক্ষ্ণ—গিন্নিবান্নি সকলেই বিপদে-আপদে এঁর পরামর্শ গ্রহণ করে। তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "না, পাঁচীর-মা। খাম্কা গিয়ে অপমান কিনো না!"

"তবে, না-হয় পাঁচীই যাক্!"

"ও একই কথা।"

পাঁচীর-মা অসহায়ার স্থায় তাকাইতেই, দারোগা-পিসি বলিয়া উঠিলেন, "যা-হয় হোক্! কেউ যেয়ো না! দেখই না—কি হয়!"

পাঁচীর-মা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিল, "কিন্তু, নন্দাকে আমি বলি—তোর কি এটা ভালো হলো? জামাই-ঠাট্টা সব ঘরেই আছে, তা বোলে এইরকম অপমান!"

দারোগা-পিসি গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "ওর কি কিছু বস্তু আছে—ইংরিজি-পড়া মেয়ের আর থাকে কি ?" একটু থামিয়াই আবার আপন-মনে বলিয়া উঠিলেন, "সোমত্ত মেয়ে তুই, এই রাত্রিকাল—তুই কিনা ওই সোমত্ত ছোঁড়াটাকে নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে গেলি ? কেন, এ-গাঁয়ে কি মানুষ নেই—যা-ইচ্ছে তাই করবি ? পাঁচ-পাঁচটা শিব-মন্দির এ-গাঁয়ে—কলকেতার 'হাড়কাটা গলি' নয় !" হঠাৎ উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন।

পাঁচী কি বলিবার জন্য উস্‌খুস্‌ করিতেছিল। কহিল, "জামাইটি আমাদের খুব ভালবাসে কিনা—তাই নন্দার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল ! ওর ইচ্ছে, বুঝলে দারোগা-পিসি, ও একাই—"

"বেশ্‌তো ! থাকুক্ নিয়ে—একাই ও দখল করুক্। তোরা কেউ আর ওদের বাড়ী যাস্‌নে।"

মেয়েগুলার মুখের ভাব দেখিয়া বোঝা গেল, বিধানটায় কেহই প্রসন্ন হয় নাই। একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, "জামাইটি কিন্তু খুব ভালো—"

সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি মেয়ে সমর্থন করিল—"বেচাল মোটেই নেই !"

আর একটি মেয়ে কি বলি-বলি করিতেছিল, বলিয়া উঠিল, "একেবারে মাটির ঢিপি !"

এক চরম অনুভূতির আবেশে পাঁচীর যেন চোখ দুটা বুজিয়া আসিল, কহিল, "কি সুন্দর !"

আর একটি মেয়ে খুব কমই কথা কয়, কারণ সে একটু খোনা। তারও মুখ খুলিল ; নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন সে বলিয়া উঠিল, "যেঁম্‌নি উঁপ্, তেঁম্‌নি গুঁণ !"

দারোগা-পিসি চটিয়া উঠিতেছিলেন। কহিলেন, "তোদের কি তা ? তোদের ত আর ও 'বর' নয়—আর তোরা 'হাড়াকাটা-গলির' টপ্পাউলিও নস্। বারণ করলাম—'যাস্‌নে,' ব্যস্—যাবিনে !"

লজ্জায় মেয়েগুলার মুখচোখ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। এক তীব্র অনাসক্তির ভাণ করিয়া একবাক্যে সকলেই বলিয়া উঠিল, "মরছি আমরা যাবার জন্যে—" বলিয়াই একে-একে সকলে গা ঢাকা দিল।

দাঁড়াইয়া রহিলেন কেবল দারোগা-পিসি আর পাঁচীর-মা। তত্রাপি, দারোগা-পিসি একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া পাঁচীর মায়ের কাছে সরিয়া গিয়া চুপি-চুপি কি বলিলেন, তারপর এক ক্রূর হাসি হাসিয়া গলায় একটু জোর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তারপর যা করণ-কারণ, সে-সব আমি করবো। দারোগা-পিসি এখনো মরেনি!"

যে-হাসি দারোগা-পিসির মুখে বাহির হইয়াছিল, তারই যেন এক কৃষ্ণাভা ঠিক্‌রিয়া আসিয়া পড়িল পাঁচীর মায়ের মুখে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "কিন্তু, আমি মেয়ের মা হয়ে—"

দারোগা-পিসির মুখের ভাবটা হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পাঁচীর মায়ের দিকে ক্ষণকাল রোষ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তা হলে, পাঁচীর-মা, আমাকে হক্ কথাই বল্‌তে হয়—নন্দা কিছু অন্যায় কাজ করেনি, হাজার হোক্—স্বরূপ ওদেরই ত বাড়ীর জামাই!—ও তোমাদের বেল্লিকপণা সইবে কেন?" দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করিয়া আবার সুরু করিলেন, "বিশ টাকা দামের কচ্‌কচে শান্তিপুরের ধুতি, তাই পরে জামাই এলো নেমন্তন্ন খেতে—কার জামাই, না মন্দার-মায়ের জামাই—কত আরাধনা করে যাকে আন্‌তে হয়! তার কাপড়খানা কিনা তোমরা দিলে নষ্ট করে—বলি, তরল-আল্‌তার পাকা রঙ্, ও কি কস্মিনকালে আর উঠ্‌বে! কার বুকে এ-সব সয়?" বলিয়াই এক নির্ম্মম কটাক্ষ করিলেন।

পাঁচীর মায়ের মুখখানা শাকমূর্ত্তি হইয়া আসিল। সে কি বলিতে যাইবার উপক্রম করিতেই দারোগা-পিসি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"থামো, থামো!—তারপর, তোমার মেয়ের কি আক্কেল? ওর বয়েস হলো

বাইশ বচ্ছর—এখনো বর জুট্‌লো না! বলি, ও কি জানেনা—কিসে কি হয়? তাই, পাছার কাপড়ে রঙ্? বেহায়া-বেল্লিক নন্দা, না, তোমার পাঁচী?” হঠাৎ উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই আবার সুরু করিলেন, “তারপর,—জামাই-আদর করলে তো বড্‌ডো! বলি, জামাই-ঠকিয়ে ত চতুষ্পদ হলে, কিন্তু ওর পেটের দিকে কি একবার তাকিয়েছিলে? সঙ্গে-সঙ্গে সরুচাক্‌লির থালা সরিয়ে নিয়ে একখানা লুচির থালা ধরে তো দিতে পারলে না! এই তো তোমাদের জামাই-নেমন্তন্ন—তার ওপর, আবার টস্ করে একগাড়ু গোবর-জল! বলি, মন্দার-মায়ের জামাই বাগ্দী, না, দুলে?” একটু থামিলেন। তারপর মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিলেন, “আমি এখানে আগাগোড়া বর্ত্তমান—মন্দার-মা আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করবেই করবে, করলে—আমি ত আর একবর্ণ মিথ্যে বল্‌তে পারবো না! আমি তোমারও পেটে পচে নেই, ওরও পেটে পচে নেই!”

পাঁচীর-মায়ের দিকে তখন আর চাওয়া যায় না—আতঙ্কে তার মুখের চেহারা বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। খপ্ করিয়া দারোগা-পিসির হাত দু'টা ধরিয়া ফেলিয়া ভীতি-বিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “তোমার পায়ে পড়ি দারোগা-পিসি—তুমি যা বল্‌বে, তাই করবো! আচ্ছা, তাই, তাই—”

“এই তো মানুষের মতন কথা!”—দারোগা-পিসির মুখখানা এক পৈশাচিক উল্লাসে চক্‌চক করিয়া উঠিল। গলার স্বর একান্ত স্নিগ্ধ ও অতিরিক্ত নরম করিয়া সুরু করিলেন, “ও যে কতবড় নটী, তাই এইবার দেখবো! আমি হেন লোকটা এখানে বর্ত্তমান, আমাকে গেল ডিঙিয়ে! এইবার দেখুক্—বনে কি বাঘ্!” বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবার নিমিত্ত পা বাড়াইয়াই আবার ফিরিলেন, যেন হঠাৎ কি মনে পড়িয়াছে। কহিলেন, “বড্‌ডো রাত হয়ে গেল, আর খাবার করবো কি না, তাই ভাবছি—আচ্ছা, সরুচাক্‌লি, দু'খানা তোমাদের কি বাড়বে?”

পাঁচীর-মা খানিক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "চালের গুঁড়ি—তোমাকে কি করে দিই, দারোগা-পিসি ?"

"বেড়ালটা—"

পাঁচীর-মা আর কথান্তর করিল না, তাড়াতাড়ি থালা সাজাইয়া খান পনের সরুচাক্‌লি, এক বাটি ছোলার-ডাল ও এক বাটি আলুর-দম আনিয়া ধরিয়া দিল, দারোগা-পিসিও সহর্ষে সে-সমস্ত হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়াই কাপড় ঢাকা দিলেন এবং এদিক-ওদিক একবার তাকাইয়াই সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেলেন—তাঁর বিড়ালটির আজ সুপ্রভাত !

* * * *

চন্দ্রাদেবীর মুখের গতি প্রতিহত হইলেও, মনের গতি নিষ্ক্রিয় হয় নাই। তিনি ভিতরে-ভিতরে আগুন হইয়াছিলেন। গ্রামের উপকণ্ঠে পানীয় জলের একটি পুষ্করিণী আছে, গ্রামের বউ-ঝি সেই পুষ্করিণীতে প্রতি বৈকালে জল আনিতে যায়। চন্দ্রাদেবীও যান এবং প্রত্যহ পুকুর-ঘাট মুখরিত করিয়া রাখেন, কিন্তু ওই ঘটনার পরের দিন হইতে তিনি জল লইয়া মুখ গোঁজ করিয়া হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া আসেন—কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। অন্যান্য গিন্নি-বান্নি বা বউ-ঝিরা সভয়ে রাস্তা ছাড়িয়া দেয়—সেদিনকার রাত্রিকার ঘটনা কাহারো অবিদিত ছিল না। একদিন তেম্‌নি করিয়া চন্দ্রাদেবী জল লইয়া আসিতেছেন, পিছন হইতে তাঁহার পায়ের উপর কাহার পা পড়িল। চন্দ্রাদেবী পিছন ফিরিয়া দেখেন—পাঁচীর-মা তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া তাঁর পদস্পর্শ করিতেছে। চন্দ্রাদেবী চম্‌কিয়া একটু সরিয়া যাইতেই পাঁচীর-মা হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিল, "কিছু মনে করো না, দিদি—" যেন তার অপরাধের আর সীমা নাই।

কথা কহিবার রুচি ছিল না, তত্রাপি তিনি থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন, "তাতে আর কি ! তুমি তো আর ইচ্ছে কোরে করোনি !"

বলিয়া আবার রাস্তা ধরিতেই, পাঁচীর-মা বলিয়া উঠিল, "তাড়াতাড়ি কোরেই জীবনটা পাত্ হলো, দিদি—"

চন্দ্রাদেবী চলিতে-চলিতেই অনাসক্তকণ্ঠে সায় দিলেন, "তাই ত—"

পাঁচীর-মা সঙ্গ ছাড়িল না। কিয়দ্দূর গিয়াই আবার একটি কথা কহিল। বলিল, "তুমি আমাকে যতই ছুড়ে ফেল না দিদি, আমার মন্দা —পাকাচুলে সে সিঁদুর পরুক্—তার অমঙ্গল—বাপ্রে বাপ্—"

চন্দ্রাদেবী বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে পাঁচীর-মায়ের দিকে ফিরিতেই, পাঁচীর-মা কথাটা শেষ করিল, "মন্দার অমঙ্গল, সে কি কোরে আমরা সইবো দিদি ?"

"মন্দার অমঙ্গল ?"

"কথাটা শোনোই তবে !"—পাঁচীর-মা চন্দ্রাদেবীর কাছে আর-একটু সরিয়া আসিয়া গলা চাপিয়া কহিল, "পাঁচী আমার—কারুর জামাই এলে ঠাট্টা-তামাসা করে বটে—অমন বয়সে তুমি-আমিও কত করেছি! কিন্তু —না থাক্—"

"থাক্‌বে কেন—বলোই না, শুনি !"—চন্দ্রাদেবীর বিস্ময়ের সঙ্গে তখন উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে।

পাঁচীর-মা তেম্‌নি করিয়াই বলিয়া উঠিল, "আলবৎ বল্‌বো ! তুমি রাগ করবে—তা' কোরো, দুটো গালাগাল দেবে—তা' দিয়ো, দায়ে-অদায়ে হাত পাত্‌লে ফিরিয়ে দেবে—তা' দিয়ো, কিন্তু মন্দা যেন আমার পেটেরই নয়— আমার পাঁচীও যে বস্তু, মন্দাও সেই বস্তু !—সে ভাস্‌বে চোখের জলে, তা' পাঁচীর-মার বুকে সহ্য হবে না !" তার গলাটা যেন ধরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আবার গলা ঝাড়িয়া সুরু করিল, "দিদি, আমার মেয়ে বোকা-সোকা বটে, কিন্তু ব্যাটা-ছেলে কি বস্তু, তা' সে এখনো জানে না ! তোমার জামাই কত আহ্লা- দের সামিগ্রী, তাই তাকে নিয়ে একটু আহ্লাদ করে—কিবা সে সরুচাক্- লিতে ন্যাকড়া, কিবা সে কাপড়ে রঙ্, আর কিবা সে গাড়ুতে গোবর-জল—"

চন্দ্রাদেবীর মনটা যেন এতক্ষণ উৎকণ্ঠা ও সংশয়ের দোলায় দোল খাইতেছিল, এবার এক আকস্মিক ক্রোধে বিকৃত হইয়া উঠিল। হঠাৎ তাঁর আড়ষ্ট মুখ দিয়া নির্গত হইল, "পাঁচীর-মা—"

"ঘরে তোমার কালসাপ্!" পাঁচীর-মা অর্থপূর্ণ এক কটাক্ষ করিয়াই আবার সুরু করিল, "তোমার চোখ নেই, দিদি, তোমার চোখ নেই—একটিবার চোখ চেয়ে দেখো—ঘরে তোমার কি কাণ্ড চল্‌চে!"

চন্দ্রাদেবী চম্‌কিয়া উঠিলেন এবং এক অধীর সংশয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই, পাঁচীর-মা বলিয়া উঠিল, "ইংরিজি-পড়া বিবি, টক্‌টকে মেম—"

"ন-ন্দা?"

কথাটা যেন পাঁচীর-মায়ের কানেই যায় নাই, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া আপনমনেই বলিয়া উঠিল, "আর, আজ-কালকার ছেলে—"

"বলি, নন্দা?"

পাঁচীর-মা যেন নিজের কথাই বলিতে তন্ময়! তেম্‌নি করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "নাই বা থাক্‌লো রূপ, তা' বলে কি তুই—তোর রূপ দিয়ে আর-একজনের ঘর-বর 'নয়' করবি?"

"নন্দা—নন্দা?"—চন্দ্রাদেবী উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন।

পাঁচীর-মা এইবার চকিত হইয়া উঠিল। অতঃপর চন্দ্রাদেবীর চোখে চোখ ফেলিয়া কহিল, "সাত-সাহেবের কান কাটো দিদি, তুমি—তুমি আবার জিজ্ঞেস্ করচো আমাকে? দোহাই দিদি, আমার মুখ থেকে আর ও-নামটা তুমি নিয়ো না—বিষ নেই, কিন্তু ওর মায়ের কুলোভরা চক্কর আছে!"

চক্র তুলিলেন চন্দ্রাদেবীই। অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ-কথা যে বলে তার মুখে আমি হাড়ির ঝাঁটা মারি—হাড়ির ঝাঁটা! নন্দার মত মেয়ে, তার নামে এই অপবাদ? এ-গাঁয়ের কোন্ মেয়েটা তার কড়ে আঙলের যুগ্যি—তাই শুনি?"

পাঁচীর-মা এম্‌নিই ভাব দেখাইল যেন সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া পড়িয়াছে। জলের ঘড়াটা নামাইয়া নাকে-কানে হাত দিয়া কহিল, "এই নাক-কান মল্‌লাম, আর যদি এ-কথা কোনোদিন তুলি।" বলিয়া ঘড়াটা তুলিয়া লইল, লইয়াই আবার সুরু করিল, "এসব কাণ্ড 'ছাপি' থাকে না—কানে সবই আসে! আপ্‌নার ভাবি, তাই সাবধান কোরে দিতে এলাম—কিন্তু, ওমা! উল্‌টে আমারই শতেক খোয়ার!" বলিয়াই চোখে কাপড় উঠাইল।

চন্দ্রাদেবী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, আর একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

চার

গৃহে ফিরিয়াই চন্দ্রাদেবী দেখিলেন—দালানে বসিয়া নন্দা মন্দার চুল বাঁধিয়া দিতেছে! একের পিঠে একখানি—দুইখানি মুখ! একখানি কালো কুচ্‌কুচে, একখানি রাঙা টক্‌টকে! এই প্রভেদ, এই পার্থক্য—এ-যেন হঠাৎ আজ নূতন করিয়া তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি দালানের একপাশে জলের ঘড়াটা নামাইয়াই যেমন বাহির হইয়া যাইবেন, স্বরূপ বাড়ী ঢুকিল;—এতক্ষণ সে প্রতিদিনকার মত মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল। স্বামীকে দেখিয়াই মন্দা মাথার উপর আঁচল তুলিয়া দিল, আর নন্দার মুখ রহিল অনাবৃত—তেম্‌নি। চন্দ্রাদেবী রোয়াকে বাহির হইয়া যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটিবার স্বরূপের মুখের দিকে তাকাইয়াই ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, দেখিলেন—স্বরূপের সমগ্র চাহনির মাথায় মাত্র একখানিই মুখ—সে নন্দার!

স্বরূপ দালানে ঢুকিতেই নন্দা এক দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আর-একটু তর্ সইলো না—শক্র! অম্‌নি 'হালুম' করে এসে হাজির!—যান্, লক্ষ্মীছেলের মত চোখ বুজে ঘরে গিয়ে বসুন, এদিকে যেন চাইবেন না—খবরদার!"

স্বরূপের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা নন্দার আজ নূতন নয়,—চন্দ্রাদেবী তাহাতে খুশীই হইতেন। কিন্তু আজ যেন তাঁহার মনের উপর এক কালো পর্দ্দা পড়িল, তাঁর মনে হইল—

কিন্তু—তিনি ঠিকই করিতে পারিলেন না, কি তাঁর মনে হইল।

স্বরূপ ঘরে প্রবেশ করিতেই চন্দ্রাদেবী আর অপেক্ষা করিলেন না।

পরদিন পুকুর-ঘাটে গিয়া ফিরিবার পথে তিনি নিজেই পাঁচীর-মায়ের

সঙ্গ লইলেন। পাঁচীর-মা আড়চোখে চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে চায় ও দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া গোপনে হাসে! আর চন্দ্রাদেবী, তিনি মাটির দিকে চাহিয়া পা ফেলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া চন্দ্রাদেবী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আইবুড়ো মেয়ের নামে অমন নিদারুণ কথা বল্‌তে নেই—হলোই বা ওর মা-বাপ গরীব!"

পাঁচীর-মা যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া কহিল, "কি কথা দিদি? পরের কথায় আমার আবার বুক কাঁপে!"

"আজ্‌লামি করো না!"—চন্দ্রাদেবী পাঁচীর-মায়ের দিকে এক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, করিয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "মহাভারতে কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার নন্দার অঙ্গে কলঙ্ক নেই—"

পাঁচীর-মা চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ—সেই কথা! আমি ত কাল নাক-কান মলেছি দিদি—ও-সব কথায় আমি আর নেই!"

চন্দ্রাদেবী আর কোন কথা কহিলেন না। নীরবে উভয়েই চলিতে লাগিল। সম্মুখের একটি মোড়ে উভয়ে ছাড়াছাড়ি হইবে, সেই মোড়ের কাছে আসিয়াই, চন্দ্রাদেবী কথা কহিলেন। বলিলেন, "আমি অবিশ্যি ওর মা-বাপকে কিছু বল্‌তে যাচ্চিনে—কিন্তু তোমরা আমাকে তো বল্‌বে—কে কি দেখেচ?" এবার আর তাঁর গলায় ঝাঁঝ নাই।

পাঁচীর-মার নাকে বুঝিবা হাঁচি আট্‌কিয়া গিয়াছিল; তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁট পাকাইয়া নাকে দিয়া দুই একবার হাঁচিয়াই কহিল, "যদি কথাটা ফের তুল্‌লে, তবে বলি দিদি! সব জিনিষ সবাই কিছু দেখ্‌তেই যায় না, আর চোখে না দেখ্‌লেই যে তা' মিথ্যে, তা-ও নয়! মেয়েমানুষ চাল-চলনেই ধরা পড়ে!" এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়াই আবার সুরু করিল, "শাস্তরে বলে—সোমত্ত মেয়ের কাছে সোমত্ত ছেলেকে রাখ্‌তে নেই! বুকে হাত দিয়ে তুমিই বলো দিকিনি দিদি! কতক্ষণ তুমি ওদের

চোখে-চোখে রাখো? মন্দার কথা বাদ দাও—সে মানুষও নয়, মানুষের মধ্যে গণ্যও নয়! বলি, তার তো আর কুলে-কালি-দেওয়া রূপ নেই, আর ব্যাটাছেলেকে নষ্ট করবার স্কুল-কলেজে-পড়া বিদ্যেও নেই!" বলিয়াই মুখ মুচ্‌কিয়া একটু হাসিয়া পৃথক রাস্তাটা ধরিয়া যেন ঢেউ তুলিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চন্দ্রাদেবীরও মনের ভিতর এক অস্পষ্ট আতঙ্ক যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াই পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া অন্যমনস্কভাবে বাড়ী গিয়া ঢুকিলেন।

স্বরূপ তখনও বেড়াইয়া বাড়ী ফিরে নাই। নন্দা এক বিশেষ কাজে বিব্রত—দালানে বসিয়া স্বরূপের একখানি কাপড় লইয়া মন্দাকে কাপড় কোঁচাইতে শিখাইতেছে। মন্দার কিন্তু মনও বসে না, হাতও আসে না—কিন্তু নন্দা নাছোড়বান্দা! চন্দ্রাদেবীকে দেখিয়াই নন্দা একমুখ রাগ করিয়া নালিশ করিল, "দেখ বড়মা, মন্দা যেন কী—যদি ঘটে একটুও বুদ্ধি থাকে! দশবার কোরে দেখিয়ে দিলাম—ঠিক এম্‌নি কোরে ভাঁজ করবি, তা' একবার করলে দেখনা—" চোখে রাগ, মুখে বিরক্তি—সেইভাবেই হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়াই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিল। তারপর মুখ তুলিয়া কহিল, "কাপড়খানা একেবারেই মাটি!" বলিয়া রাখি—মেয়ে দুইটি একবয়সী।

পাঁচীর-মায়ের প্রতি কথাই যেন ছবি হইয়া তাঁহার সাম্‌নে দেখা দিয়া গেল, কিন্তু এ-দৃশ্য মনকে ত পঙ্কিল করে না! তাঁর বুকের ভিতর যেন এক মৃদু-সমীরণ বহিয়া গেল। কহিলেন, "এ গাঁয়ে কি আর ও-সবের চর্চ্চা আছে—কেবল পরের কেচ্ছা, আর পরের মন্দ!" বলিয়াই হন্‌হন করিয়া ভিতরে গিয়া জলের ঘড়াটা নামাইয়া রাখিলেন।

নন্দাও আবার মাষ্টারী সুরু করিল। নিজে পরিপাটি করিয়া কাপড়-খানাকে একবার ভাঁজ করিয়াই খুলিয়া ফেলিয়া মন্দাকে কহিল, "এই ভাঁজে-ভাঁজে তুমি এইবার করো দিকিনি ভাঁজ?"

চন্দ্রাদেবী দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, মন্দাকে বলিয়া উঠিলেন, "কর্‌না ?"

"আমার যে হচ্ছে না—" বলিয়া মন্দা সলজ্জভাবে কাপড়খানায় হাত দিল।

নন্দা মৃদু ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষ এরোপ্লেন চালাতে পারে—তা' তাদের হয়, আর এই ছোট্ট কাজটি তোর হবে না ?"

"সত্যিই ত !" চন্দ্রাদেবী তৎক্ষণাৎ কথাটা সমর্থন করিলেন, করিয়াই পুনশ্চ কহিলেন, "শেখ্! নন্দা কত কি শিখেচে—দেখ্‌চিস্? তোরই ত বোন, না আর কেউ ?"

নন্দার মুখখানা সরমে ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে স্বাভাবিক মাত্রায় নিজেকে দাঁড় করাইয়া মন্দাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সত্যি বড়মা ! যা বল্‌চি, ভেবে তুমিই দেখো না একবার ! আজ বাদে কাল জামাইবাবু হয় ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন, নয় 'প্রফেসর' হবেন,—তখন তোকে ত আর এখানে থাক্‌লে চল্‌বে না, জামাইবাবুর কাছে-কাছে থাক্‌তে হবে ! ধর্—চাকর-বাকরের একদিন অসুখই হলো। তুই-ই চট্ করে একখানা কাপড় কুঁচিয়ে জামাইবাবুকে দিলি—আ-কোঁচানো কাপড় পরে' উনি ত আর বেরুতে পারবেন না !"

"ঠিক—ঠিক বল্‌চে, নন্দা !"—নন্দার কথাটা বুঝিয়া চন্দ্রাদেবীর খুবই মনের মত হইয়াছিল। তাঁর মুখখানা গর্ব্বে ও আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। মন্দার দিকেই তাঁহার মুখ ছিল, পরক্ষণেই আবার বলিয়া উঠিলেন, "বলি, তখন ত নন্দা আর স্বরূপের কাছে থাক্‌বে না।"

এমন সময়ে পারুলবালা একখানা রেকাবীর উপর সরা ঢাকা দিয়া কি আনিয়া দালানে উঠিল। তাহাকে দেখিয়াই, চন্দ্রাদেবী সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "পারু ! আমার নন্দার কি বুদ্ধি জানিস্? বলে কিনা—ওর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—বল্‌চে—স্বরূপ আমার হাকিম হবে, নয়ত কলেজের

মাষ্টার হবে—তখন মন্দাকেই তো কাছে-কাছে ওর থাক্‌তে হবে!" একটু থামিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই আবার সুরু করিলেন, "তখন তো ওদের সেপাই-সামন্ত, চাকর-বাকর এলাহি-কাণ্ড! ধর্—একদিন যদি ওদের সকলের জ্বর হয়—আঁ্যা, পেট-খারাপই হয়—হতেও তো পারে!" পারুলবালার প্রতি এক উৎকট তৃপ্তির কটাক্ষ করিয়াই সুরু করিলেন, "তাই মন্দাকে ও বল্‌চে—'মন্দা, কাপড় কোঁচানোটা আমার কাছে শিখে রাখ্, নইলে সেদিন জামাইবাবু পরবে কি!'—কথাটা ঠিক্, কি বলিস্ পারু—"

পারুলবালা একমুখ হাসিয়া কহিল, "এই কথা! দিদি, ভগবান সেইদিনই আগে দিন! তখন মন্দাকে ও-ভাব্‌না ভাব্‌তে হবে না—"

"ওই তোর কেমন কথা! মন্দাকে কিছুই তুই করতে দিবিনে—মোমের পুতুলের মত আল্‌মারিতে সাজিয়ে রাখ্‌তেই চাস্!"—চন্দ্রাদেবী মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বসিলেন।

পারুলবালা হাসিয়া কহিল, "সে-বরাত কোরে আসে ক'টি মেয়েমানুষ দিদি! রাজার রাণীর যদি সিংহাসনে বসেই দিন চলে, আল্‌মারির পুতুল হয়ে ওর দিনই বা চল্‌বে না কেন?" বলিয়াই নন্দাকে কহিল, "নন্দা, এগুলো রাখ্ দিকিনি, স্বরূপ এলে খেতে দিবি—" বলিয়া হাতের পাত্রটা নন্দার হাতে দিল।

চন্দ্রাদেবীর এতক্ষণে হুঁস্ হইল—পারুলবালা কি-যেন আনিয়াছে। প্রশ্ন করিলেন, "ও-সব কি?"

"ও?—কিছুই নয়! উনি হাতে করে একটু ছানা এনেছিলেন, তাই স্বরূপের জন্যে দু'খানা গজা করেচি।"

"কেন, ও-সব? তোদের এই কষ্ট!"

অন্য কেহ হইলে হয়ত বা রাগ করিত, কিন্তু পারুলবালার মুখখানি হাসির এক স্নিগ্ধ আভায় আলোকিত হইয়া উঠিল, যেন শ্বেতপদ্মের উপর

চন্দ্রের প্রথম কিরণ পড়িয়াছে। কহিল, "তাই তো বড়মানুষি কর্লাম !"

কথাটা বলিয়াই পারুলবালা পিছন ফিরিয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইবে, চন্দ্রাদেবী গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, "পারু—"

পারুলবালা ফিরিতেই চন্দ্রাদেবী কহিলেন, "সরে আয় দিকিনি—"

ডাকের মাথায় প্রশ্ন করিলেই তিনি চটিয়া উঠিবেন তাহা পারুলবালা ভালো করিয়াই জানিত। কাজেই সে লক্ষ্মীমেয়ের মত চন্দ্রাদেবীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই চন্দ্রাদেবী তাহার পিঠের কাপড়টা খুলিয়া ফেলিয়া ক্রোধ-গম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, "দুধ তুই খাস্‌নে তা' হলে ?"

জবাবটা দিবার লোকের অভাব হইল না। সঙ্গে-সঙ্গে মন্দা বলিয়া উঠিল, "না মা ! কাকীমা দুধ ফিরিয়ে দেয় !"

"ফিরিয়ে দিস্ ?"—চন্দ্রাদেবী পারুলবালার দিকে ফিরিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। অতঃপর রোষতীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "কেন পয়সা কি তোর, যে বুকখানা চড়চড়িয়ে উঠেচে ! জামাই এসেচে, ক'দিন গোলমাল, তাই আমি বসে থেকে দু'দিন খাওয়াতে পারিনি, আর অম্‌নি বেয়াল্লিশ লাফ্ ! বলি, বারো বছরের মেয়েকে ঘরে এনেচি—আমার গলায় শেষকালে ছুরি দিবি বোলে বুঝি ?"

বিজনবাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন সংসার ছিল এক, আর সেই সংসারের গৃহিণী ছিলেন একা চন্দ্রাদেবী। ক্ষুদ্র বধূটিকে লইয়াই তাঁহাকে একদা অহরহঃ বিব্রত থাকিতে হইত—তার খাওয়া-পরার ভার সমস্তই রহিত তাঁহারই হাতে। অতঃপর দুর্লঙ্ঘ্য এক দুর্ঘটনার বশে সংসারটি হইল পৃথক, এবং বিজনবাবুও চাকরী পাইয়া চলিয়া গেলেন পশ্চিমে। পারুলবালা নিজের দেহের যত্ন লইতে শিখে নাই, কেননা, শিখিবার সুযোগ কোনদিন সে পায় নাই—চন্দ্রাদেবীই ছিলেন তার স্বাস্থ্যের অভিভাবিকা।

পৃথক হইয়াই পারুলবালার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিল, তারপর বিদেশে গিয়া উহা একেবারেই ভাঙিয়া গেল।

অতঃপর যেদিন সে একখানা কঙ্কালসার দেহ লইয়া গৃহে ফিরিল, সেদিন আর চন্দ্রাদেবী তাহার দিকে চোখ মেলিয়া চাহিতে পারেন নাই। বিজনবাবুকে বলিয়াছিলেন—"বউটাকে আর ফিরিয়ে আন্লি কেন, ফেলে এলেই পারতিস্!" বিজনবাবুকে তিনি 'তুমি-আমি' বলিয়া ডাকিতে পারিতেন না, কারণ যখন তিনি এ-বাড়ীতে আসেন তখন তাঁর এই দেবরটি ছিল তাঁর কোলের-পিঠের। যাহা হোক্, সেইদিনটার পরদিন হইতেই তিনি পারুর জন্য দুধের রোজ করিয়া দিয়াছেন এবং এই দুধ তিনি নিজে হাতে করিয়াই খাওয়াইয়া আসিতেছেন। পারেন নাই কেবল এই কয়টা দিন যে-কয়টা দিন জামাই আসিয়াছে—রোজের দুধ গোয়ালাকে পারুর কাছেই দিবার আদেশ দিয়াছেন।

চন্দ্রাদেবীর কথায় বোধ করি জবাব ছিল না, তাই পারুলবালা চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু একটা জবাব দিল মন্দা। সে বলিয়া উঠিল, "গোলমাল তোমার তো কত! কাকীমাকে তুমি তো জানো মা! একবারটি গিয়ে দুধটা মুখে ধরে দিয়েই আস্তে পারো!"

"ঠিক বলেচিস্ তুই, কাল থেকে ওঁর শ্রাদ্ধ হচ্চে—বটেই ত! জামায়ের ঝক্কি আমি তো ভারি বই, যা করে মন্দা!"—বলিয়াই চন্দ্রাদেবী মন্দাকে নির্দ্দেশ দিলেন, "একবাটি দুধ—নিয়ে আয় ত!"

পারুলবালার চোখ-মুখ কপালে উঠিল। যেন মাথামুড় খুঁড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ক্ষেপলে নাকি দিদি? এই ভর সন্ধ্যে, দুটো মেয়ে বোসে সুমুখে—আমি গিল্‌বো ঢক্-ঢক্ করে এখন দুধ?"

মন্দা ইতিমধ্যে উঠিয়া গিয়াছে, অবিলম্বেই সে একবাটি দুধ আনিয়া মায়ের হাতে দিল।

চন্দ্রাদেবী শাসন-কঠিনকণ্ঠে পারুলবালাকে ডাকিলেন, "আয়—"

পারুলবালা কিন্তু নড়িল না, নতমুখে গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দা এতক্ষণ হাসি চাপিয়া ছিল, আর পারিল না। বড়মাকে কহিল, "তুমি ঝিনুক-বাটি বার করো বড়মা!"

মন্দা কিন্তু অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। বলিয়া উঠিল, "কাকীমা তবুও যদি নড়্‌বে!"

পারুলবালার এইবার যত রাগ হইল ওই মেয়ে দুইটার উপর। কহিল, "তোরাই আমার কাল-শত্রু!'

"পারু—"

চন্দ্রাদেবীর বজ্রকণ্ঠে পারুলবালার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, আর তিলবিলম্ব না করিয়াই আস্তে-আস্তে অগ্রসর হইয়া দুধের বাটিতে গিয়া মুখ দিল। কিন্তু গোলোযোগ তখনো মিটে নাই, দুই-এক চুমুক দিয়াই পারুলবালা মুখ তুলিয়া লইল। চন্দ্রাদেবী কহিলেন, "মুখ তুল্‌লি যে?"

হেতু কি, তাহা মন্দা বুঝি টের পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি বাটির ভিতর উঁকি মারিয়াই কহিল, "ও মা! সরের কুচি—"

চন্দ্রাদেবী একবার ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া তৎক্ষণাৎ সরের কুচিগুলা ফেলিয়া দিয়া পুনশ্চ পারুলবালার মুখে বাটিটা ধরিলেন, পারুলবালাও আর বিদ্রোহ তুলিল না।

সন্ধ্যার আর দেরি নাই। নন্দা কাপড়খানা গুছাইয়া তুলিয়া রাখিয়া দালান হইতে বাহির হইয়া যাইবে, চন্দ্রাদেবী কহিলেন, "চল্‌লি?"

"কাপড় কাচ্‌বো না?"

"আচ্ছা আয়! শীগ্‌গীর আসিস্—স্বরূপ এলো বলে, জলখাবার সাজিয়ে দিতে হবে তো!"

নন্দা আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল এবং কাজ সারিয়া অনতিবিলম্বেই

আবার ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রাদেবী দালানে 'মালা' লইয়া বসিয়াছেন, নন্দাকে দেখিয়াই কহিলেন, "আমি 'মালা' নিয়ে বসিচি, সন্ধ্যেটা তুই দে তো মা।"

সন্ধ্যা!

দীর্ঘ দিবসের অবিশ্রাম আলোকপাত, তারপর প্রকৃতির এই প্রথম অমা-রূপ! মুক্তশ্রী এই তরল-তরুণ তমিস্রার পদ্মমুখই বুঝিবা বরণ করিতে 'গিয়া নন্দা প্রদীপটি হাতে করিয়া যেমন দালানের দুয়ারে দাঁড়াইয়াছে, স্বরূপ বাড়ী ঢুকিল এবং উঠিয়া আসিয়া নন্দার সুমুখে পড়িতেই, নন্দা মুখ টিপিয়া হাসিয়া তাহার মুখের গোড়ায় প্রদীপ ধরিয়া দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, "সাঁঝের প্রদীপ নড়ে-চড়ে—"

পশ্চাতেই বসিয়া চন্দ্রাদেবী দালানের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া, হঠাৎ তাঁর হাত হইতে মালাগাছটা পড়িয়া গেল, তাড়াতাড়ি উহা তুলিয়া লইয়া একবার মাথায় ঠেকাইয়াই উঠিয়া পড়িলেন—যেন তিনি অন্যমনস্ক, তাঁর সুস্থ আত্মা সহসা যেনবা অচেতন হইয়া পড়িয়াছে! ভিতরে আর টিকিতে পারিলেন না—বাহির হইতে এক প্রেতমূর্ত্তি যেন তাঁহাকে ঘন-ঘন হাতছানি দিতে লাগিল। নন্দা কাছেই বসিয়াছিল, দ্রুতপদে তিনি বাহিরে আসিতেই, সে বলিয়া উঠিল, "কোথায় যাচ্চ, মা?"

"আমি?"

ইত্যবসারে নন্দা তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, একমুখ হাসিয়া কহিল, "না, 'আর-একটা বড়মা'—"

চন্দ্রাদেবীর মুখের নীচেই নন্দা! তিনি তাহার মুখটি একবার নিরীক্ষণ করিলেন, করিয়াই মুখ নামাইলেন, দেখিলেন—মাটি ফুঁড়িয়া ক্রম-ঘন অন্ধকারে একখানা প্রেতমুখ উঠিয়াছে, অনুমানে নয়, স্পষ্টই বুঝিলেন,— সে-মুখ পাঁচীর-মায়ের! শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া রহিলেন

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই দেখিলেন—এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে ধরিত্রীর উপর অন্ধকার বলিয়া প্রকৃতির যে কালোছায়া পড়িয়াছিল, তাহা কখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে—অন্তহীন, সীমাহীন, দূর-প্রসারী চরাচরে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে রাশি-রাশি দুরন্ত জ্যোৎস্না, যাহার চন্দ্রমূর্ত্তি তাঁহারই মুখের নীচে—নন্দা !

নন্দা পুনশ্চ কহিল, "এইবার তো ডিস্-সাজানো ?"

চন্দ্রাদেবীর চমক ভাঙিল। অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "ওঃ মা ! আমি যেন কী—না, না, জলখাবার তুই তো সাজাবি ! নন্দা কি মেয়ে তুই—স্বরূপ বেড়িয়ে এলো আর তুই ঘুরে বেড়াচ্চিস্ ? যা—"

নন্দা মৃদু হাসিয়া হাওয়ার ন্যায় দালানে ঢুকিয়া পড়িল। একদিকে একখানা তক্তাপোষ ছিল—স্বরূপ ছিল বসিয়া তাহার উপর, এবং মন্দা একগলা ঘোম্টা দিয়া দাঁড়াইয়া অদূরে। নন্দা মন্দার হাতে একটা টান দিয়া কহিল, "এসো দিকিনি, কলাবউ ! এসো—কেমন করে নিজের মানুষকে খাবার সাজিয়ে দিতে হয়, শিখ্‌বে এসো—" বলিয়া স্বরূপের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই মন্দাকে টানিয়া লইয়া গেল।

ও-ঘরে গিয়া নন্দা আম, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি ছাড়াইয়া এবং মায়ের-তৈরী ছানার গজাগুলার ঢাকা খুলিয়া মন্দাকে কহিল, "সাজা দিকিনি এইবার—ঠিক পরের পর, যেটি যেখানে বসে—"

চন্দ্রাদেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ও পার্‌বে না—"

নন্দা প্রবীণার ন্যায় বলিয়া উঠিল, "তুমি আস্কারা দিয়ো না বড়মা ! শিখ্‌তে হবে ত ! ওর হয়ে জামাইবাবুর ঘর আর তো কেউ করতে যাবে না !"

"সেইটই তো !" যেন এক অফুরন্ত আনন্দ চন্দ্রাদেবীর মুখ-চোখ ফুঁড়িয়া

নির্গত হইল। মন্দাকে অম্‌নি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, "শেখ্! নন্দা আর ক'দিন—ওকেও তো আবার পরের-ঘর কর্‌তে যেতে হবে!"

মন্দা মিষ্টির পাত্রে হাত দিতেই নন্দা ধমক্ দিয়া উঠিল। কহিল, "আগেই মিষ্টি?"

মন্দা থতমত খাইয়া ফলের থালাখানায় হাত নামাইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া শুষ্কমুখে নন্দাকে কহিল, "আমাকে বোলে দিবি তো!"

চন্দ্রাদেবীও তাড়াতাড়ি নন্দাকে অনুরোধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—একটি দিন তুমি ওকে একবার দেখিয়ে দাও মা আমার!"

নন্দা হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বড় একখানি রেকাবীতে যেটির পর যেটি—ফল, মিষ্টি সাজাইয়া মন্দার হাতে দিয়া কহিল, "চল্, নিয়ে চল্— বড়মা তুমি আসনটা পেতে দাও গিয়ে—"

চন্দ্রাদেবী বাহির হইয়া গেলেন। মন্দাও মন্ত্রচালিতার ন্যায় খাবারের পাত্রটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার হুঁস্ ছিল না যে, তাহার মাথায় কাপড় নাই, স্বরূপকে দেখিয়াই যেন নিজেকে ঝট্‌কা মারিয়া পিছনে ছিট্‌কিয়া আসিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে হাতের পাত্রটাও হাত-কাঁপিয়া মেঝের উপর ঝণাৎ করিয়া পড়িয়া গেল। চন্দ্রাদেবী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন, নন্দা শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আ, ঢেঁকি-অবতার!"

চন্দ্রাদেবীর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল!—তাঁহার কন্যা অপদার্থ! কিন্তু, নন্দা? যাহা হোক্, ভিতরকার সে-ভাবটা তাড়াতাড়ি চাপিয়া রাখিয়া অসহায়ার ন্যায় নন্দাকে কহিলেন, "এখন উপায়?"

"গুড় আর মুড়ি—"

চন্দ্রাদেবী চুপ করিয়া রহিলেন, মনে করিলেন—নন্দা তামাসা করিল।

নন্দা পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "আর দাঁড়িয়ে থেকো না! গুড়, মুড়ি আর

দুধ—বাঃ, বেশ 'ফলার' হবে!" বলিয়াই হাসিয়া স্বরূপের দিকে মুখ ফিরাইল।

চন্দ্রাদেবী কহিলেন, "জামাইকে গুড়-মুড়ি দেব কি নন্দা?"

নন্দা তৎক্ষণাৎ কহিল, "জামাই হলে দেওয়া চল্‌তো না, কিন্তু—" স্বরূপের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া কথাটা শেষ করিল, "উনি তোমার গোপাল!"

চন্দ্রাদেবীর বুকটা হাল্কা হইয়া গেল। এক তৃপ্তির আনন্দ চাপিতে-চাপিতে গলা খাটো করিয়া কহিলেন, "আমি হাতে কোরে পারবো না দিতে! তা' হলে—"

"মন্দা?"

"না, না—তুই!"

মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। নন্দা মুখ টিপিয়া নিঃশব্দে গুড়-মুড়ি, আম-দুধ ইত্যাদি বাহির করিয়া স্বরূপের কোলে ধরিয়া দিয়া মন্দাকে সঙ্কেত করিয়া বলিল—"পাখাটা—"

মন্দা লজ্জায় পড়িয়া অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, মাথার কাপড়টা আরও খানিক টানিয়া দিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা তালপাতার পাখা আনিয়া নন্দার গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।

নন্দা তাহার দিকে এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল "ওকি! তুই—"

মন্দা দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দা এম্‌নি ভাব দেখাইল যেন ভয়ঙ্কর রাগিয়া উঠিয়াছে, বড়মার নিকট নালিশ করিল, "দেখো, বড়মা—"

বড়মা, তাঁহারও বুঝি রাগের আর সীমা নাই। মুখখানা হাঁড়ি করিয়া মন্দাকে কহিলেন, "রকম-সকম তোর কি, বল্‌তো? তোর মানুষ, আঁচলের

সামিগ্রী—কোলে খাবার দিয়ে হাওয়া-বাতাস তুই করবিনে তো, করবে কি নন্দা ?"

নন্দার মুখখানা ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল। বিপরীত দিকে একটিবার মুখ ফিরাইয়াই মন্দাকে জোর করিয়া ধরিয়া বসাইল, তারপর তার হাতে পাখাটা গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "নাও, বাতাস করো—কপালে ঘাম জমেচে !"

চন্দ্রাদেবী মন্দার দিকে চোখ ফেলিয়া যেন এক চরম তৃপ্তিতে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কর্, কর্—মনিষ্যি-জন্ম একবার সার্থক কর্—"

নিস্তার নাই ! পাখাটা মন্দার হাতে গোঁজাই ছিল, এইবার আঙুলে জোর দিল। তারপর সে যেমন হাত ছড়াইয়া পাখাটা দোলাইবে, নন্দার ঘাড়ে এক দুষ্টা সরস্বতী চাপিল,—মুখে হাসির যেন তুবড়ি ছুটাইয়া হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "হো, হো, হো ! কি লজ্জা, কি লজ্জা—" বলিতে-বলিতে ছুট দিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং নাচ্-দুয়ারে চোখ পড়িতেই কি-এক দৃশ্যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তারপর এক ছুটে দালানে ফিরিয়া আসিয়া বিবর্ণমুখে আড়ষ্টগলায় চন্দ্রাদেবীকে কহিল, "বড়মা ! নিবারণকাকার সঙ্গে কে-একজন বাড়ী ঢুক্‌চে—কি চেহারা গো, ঠিক যেন রাক্ষস !"

নন্দার এই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেকার কাণ্ডে দালানের প্রাণী-তিনটির মন যে ভেস্তা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নিমেষে স্থির হইয়া গেল। মন্দা তাড়াতাড়ি আতঙ্কে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল—স্বরূপ উঠিয়া দাঁড়াইল—আর চন্দ্রাদেবী কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সম্মুখেই বসানো হ্যারিকেনটা লইয়া আলোয় জোর দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—সুমুখেই নিবারণ-ঘটক আর তাহার পশ্চাতে কদাকার একটা লোক। লোকটার গায়ের রঙ্‌টা খস্‌খসে কালো, মাথার চুল শূয়ার-কুঁচির মত কর্কশ, চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল ! বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ।

চন্দ্রাদেবী চমকিয়া উঠিলেন, যেন তিনি প্রেত দেখিয়াছেন ! লোকটার

মুখের উপর আলো তুলিয়া দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "তুমি শান্‌পুরের অন্নদা চক্কোতি, না ?"

নিবারণেরও চেহারায় একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। দেহ অপেক্ষা তাহার মুখটা এত ছোট যে তাহা হঠাৎ চোখে পড়েনা, বিশেষ করিয়া ভুঁড়িটাই আসে আগাইয়া, যেন উহাই লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিবে ! তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় যে, যেন সে জন্মিয়া অবধি হাসে নাই। আপাততঃ উঁচু দাঁতগুলা বাহির করিয়া ভিতর হইতে রাজ্যের হাসি যেন ঝাঁট্‌ দিয়া বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—ও আমাদের অন্নদা ! সেই যে বউঠাকৃরুণ, ও তোমার কাছে একবার ট্যাকা ধার নিয়েছিল !"

চন্দ্রাদেবী নিবারণের প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই অন্নদাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি হাজতে ছিলে, না—বউ খুন করেচ ?" আলোটা দালানের ভিতর রাখিয়া দিলেন।

নিবারণ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "সব মিথ্যে—ও-সব মিথ্যে বউঠাকৃরুণ ! ওর সেই বউ-ছুঁড়িটা মিথ্যেমিথ্যি সব রটিয়ে গেছে—"

"চুপ্‌ করো, নিবারণ !"—চন্দ্রাদেবী এক অগ্নিকটাক্ষ করিয়াই গম্ভীর হইয়া অন্নদার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এখন খালাস পেয়েচ, বুঝি ?"

অন্নদা একটু সরিয়া আসিয়া নির্লজ্জের মত হাতে একটা তালি মারিয়া এদিক-ওদিক একবার তাকাইয়া গলা চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "আল্‌বৎ ! উপস্থিত জামিনে। তারপর—বে-কসুর !"

চন্দ্রাদেবী তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় তুলিয়া পিছাইয়া আসিলেন—লোকটার মুখে মদের গন্ধ !

অন্নদা পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "সেই জন্যেই তো আপ্‌নার পায়ের তলায় এলাম—একটি হাজার টাকার দরকার !" বলিয়াই কোটের ভিতর হইতে গহণার একটা পুঁটুলি বাহির করিল।

চন্দ্রাদেবী মৃদু-মৃদু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "এসব গয়না কোন্ বউটির ?—হালে যেটিকে খতম্ করেচ, তার ? না, ওর আগে যেটিকে—" চন্দ্রাদেবীর মুখের কথাটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, লোকটার দুই শার্দ্দুল-চক্ষু দিয়া যেন দুইটা বিষাক্ত তীর বাহির হইয়া দালানের ভিতর নন্দার অঙ্গে গিয়া বিঁধিয়াছে !

ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া অন্নদা তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতে-করিতে অকারণে প্রয়োজনের অতিরিক্তই সপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, "এই টাকা বউটার ভাইকে দিতে হবে—তাকে হাত করেচি ! একটি হাজার টাকা—বাস্, তা হলেই কেল্লা ফতে !" অট্ট হাসিয়া উঠিল।

চন্দ্রাদেবী পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া নন্দাকে ডাকিলেন, "নন্দা—"

নন্দা গায়ে কাপড়-চোপড় টানিয়া কুঁক্‌ড়িয়া-কুঁচ্‌কিয়া কাছে আসিয় দাঁড়াইতেই চন্দ্রাদেবী একগাছা ঝাঁটা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন "মার্ তো ওর মুখে—গুনে-গুনে সাত ঘা !—বউ খুন করে ও যদি এব হাজার টাকায় খালাস পায়, আমি পাঁচ হাজার টাকায় তোকে খালাস কোরে আন্‌বো—মার্ ঝ্যাঁটা—"

অন্নদা ভয়ে পিছন দিকে ছিট্‌কিয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে চন্দ্রাদেবী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "বেরোও আমার বাড়ী থেকে, বেরোও—"

অন্নদা বেগতিক দেখিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। নিবারণও যেমন তাহার অনুসরণ করিবে, চন্দ্রাদেবী বজ্রকণ্ঠে তাহাকে ডাকিলেন। নিবারণের বুক উড়িয়া গেল। চোরের ন্যায় কাছে আসিতেই চন্দ্রাদেবী ক্রোধ-গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "আমার এক পাঁচিলে তোমার বাড়ী নয় ?"

নিবারণ সভয়ে একবার তাকাইয়াই মাথা হেঁট করিল।

চন্দ্রাদেবী ধমক দিয়া কহিলেন, "বলো—"

"হ্যাঁ ! তা' বটে—বটেই তো !"

"আর, এ গেরস্থ-বাড়ী, দু' দুটো সোমত্ত মেয়ে নিয়ে আমি ঘর করি—এও তুমি জানো না?"

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হুঁ! তা' আবার জানিনে!"

চন্দ্রাদেবী এবার রুখিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তবে, ওকে অন্দরমহলে ঢোকালে কেন? হুঁস্ নেই তোমার—ও মদখোর, বেশ্যাখোর—লম্পট! হুঁস্ নেই তোমার—মা-বোন্ কাকে বলে তা' পর্য্যন্ত ওর জ্ঞান নেই! হুঁস্ নেই তোমার—জেলের ও আসামী, ও বউ-খুনে—পিশাচ, পাষণ্ড?"

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ও বলেচে—এইবার যাকে বিয়ে করবে, তাকে খুব যত্ন করবে—"

"বিয়ে?—আবার! ওঃ, তাই বুঝি তুমি ঘটকালির লোভে ওর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরচো?"—বলিয়াই চন্দ্রাদেবী নিবারণ-ঘটকের প্রতি এক সপ্রশ্ন অগ্নি-কটাক্ষ করিলেন।

নিবারণ থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, "না, তা' নয়—হ্যাঁ! ও তো এখানে থাক্‌বে না!" এই খালাসটা পেতে যা দেরি—খালাস পেয়েই এখানকার সব বেচে-কিনে নিয়ে ও পাটনা যাবে, গিয়ে সেখানে একটা কারবার খুল্‌বে—এই সেগুনকাঠ, শালকাঠ, আমকাঠ, জামকাঠ—"

"পেঁপেকাঠ, ডুমুরকাঠ, আকন্দকাঠ—" নন্দা হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই বাধা দিয়া কহিল, "আচ্ছা, নিবারণ-কাকা! কি বোলে বল্‌লে তুমি—বউটা মিথ্যে কোরে সব রটিয়ে গেছে! ভূত হয়ে এসে সে রটিয়ে গিয়েছিল, বুঝি?" এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই পুনশ্চ মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "এ-কথা যেন হেমলতার কাছে বলো না, তা' হলে তোমার ভাত সেদ্ধ বন্ধ থাক্‌বে!"

হেমলতা নিবারণের কন্যা। নিবারণের স্ত্রী নাই, তার সংসারে পরিজন বলিতে—পিতা আর পুত্রী।

চন্দ্রাদেবীর ক্রোধ তখনো কমে নাই, তেম্‌নি করিয়াই নিবারণকে আবার বলিয়া উঠিলেন, "নিবারণ, তোমার ঘরেও আইবুড়ো মেয়ে—ওর হাতে মেয়ে তুমি দিতে পার ?"

"ও, বাব্বা !"

"কেন, ঘটকালি মারা যাবে, বুঝি ?"

আ দুগ্‌গা বলো ! আমার হেমকে দেব—"কণ্ঠস্বর নামাইয়া নিবারণ বলিয়া উঠিল, "আমার হেম, তাকে দেব ওই বউ-খুনের হাতে ? দুগ্‌গা বলো !"

"তোমার মত অম্‌নি হেম—সকলকার ! নিবারণ, ওই বউ-খুনের ঘট্‌কালি কোরে আর-একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ কোরো না !" একটু থামিয়াই চন্দ্রাদেবী আবার সুরু করিলেন, "নিবারণ, গাঁয়ের কোণে গাঁ—গোপন কিছুই নেই ! শুনিচি, ওর প্রথম-পক্ষের বউটি ছিলেন যেন সাক্ষাৎ মা-দুর্গা—তাকেও পেটে-পোয়ে ও খুন করেচে, তারপর এই দ্বিতীয় পক্ষ—" হঠাৎ উত্তেজিতা হইয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "আক্কেল নেই তোমার ? ওই-সব লোককে ঢোকাও তুমি আমার বাড়ী—"

"আবার ঢোকাই !" নিবারণ মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে কহিল, "এই দায়ে-অদায়ে তুমি ট্যাকা দাও কিনা—"

"দিই—যে সত্যি-সত্যি দায়ে পড়ে তাকে, কিন্তু ওর মতন পাষণ্ডকে নয় ! সখ্‌ করে ও বউ খুন করেচে, সখ্‌ করে না-হয় গলায় ও ফাঁসী নেবে—টাকা দিয়ে ওকে উদ্ধার কর্‌বার মহাপাতকে পড়বো আমি ?"

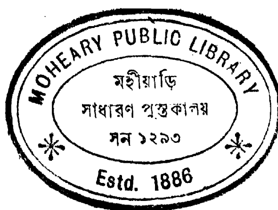
চন্দ্রাদেবীর উত্তেজিত কণ্ঠে নিবারণ চম্‌কিয়া উঠিয়া থতমত খাইয়া গেল, এবং কি জবাব দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল, যেন পিঠটান দিতে পারিলেই বাঁচে। কি বলি-বলি করিয়া একটু পরেই ব্যস্ততার ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও হয়তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বউঠাক্‌রুণ, ওকে

বোলে দিই—খবরদার আর এ-রাস্তায় হেঁটো না!—খবরদার!” বলিয়াই হাতে-পায়ে ঝড় তুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রাদেবীর পশ্চাতে এতক্ষণ মন্দা, নন্দা ও স্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল। মন্দা মাথার কাপড়টা একটু তুলিয়া নন্দাকে বলিয়া উঠিল, “যেম্‌নি কুকুর তেম্‌নি মুগুর—দিলিনে কেন ধরিয়ে এক ঘা? জব্দ হতো!”

কথাটায় টিপ্পনি কাটিল স্বরূপ। নন্দার দিকে আড়চোখে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, “অমন হাতের ঝাঁটা খাওয়া—বরাতে আবার থাকা চাই!”

চন্দ্রাদেবী চমকিয়া পিছনদিকে মুখ ফিরাইলেন, দেখিলেন—নন্দা স্বরূপের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতেছে, স্বরূপেরও মুখে হাসি মিলায় নাই। পুনশ্চ তাঁহার মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরাইয়া লইলেন। অতঃপর উঠানের দিকে চোখ পাতিতেই দেখিলেন—দারোগাপিসি, আর তাঁহার পশ্চাতে আলো ধরিয়া আর একটি স্ত্রীলোক।



পাঁচ

চন্দ্রাদেবী নিঃশব্দে সরিয়া গিয়া রোয়াকের একপ্রান্তে বসিলেন—কাহারা আসিল, কেন আসিল—কোনোও প্রশ্ন করিলেন না।

দারোগাপিসি সঙ্গিনীকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া আসিয়া কহিলেন, "বিষ্টুর-মা এসেচে, একপ্রাণ—"

চন্দ্রাদেবী যখন এই বাড়ীতে বধূ হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন দারোগাপিসির সঙ্গে তাঁহার নাকি 'একপ্রাণ' পাতানো হইয়াছিল।

চন্দ্রাদেবী বিষ্টুর-মায়ের দিকে তাকাইয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "এইবার আমার টাকা ক'টা দিচ্ছ তো, বিষ্টুর-মা ?"

বিষ্টুর কাল বিবাহ—ইহারা আসিয়াছেন নিমন্ত্রণ করিতে। বিষ্টুর-মায়ের মুখখানা শুকাইয়া গেল। কহিলেন, "দোবো বৈকি, দিদি! যে বিপদে তুমি আমাকে উদ্ধার করেচ!"

"এনেচ ?"

বিষ্টুর-মা কি জবাব দিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না—ছেলের বিবাহে টাকা পাইয়াই পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতিতে তিনি এই ঋণ করিয়াছিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "পণ পেয়েছি একশ-এক টাকা, আর তোমার দেনা আট-কুড়ি—কি কোরে—"

চন্দ্রাদেবী চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি কোরে—বল্‌লে হবে না তো, বিষ্টুর-মা! টাকা আর আমি রাখ্‌বো না—রাখ্‌তে পার্‌বো না!"

সঙ্গে-সঙ্গে দারোগাপিসিও 'একপ্রাণের' মুখের কথাটা যেন কাড়িয়া লইয়াই বলিয়া উঠিলেন, "সত্যিই ত! এখন যদি না দাও, আর কবে দেবে ?"

চন্দ্রাদেবী অধিকতর চটিয়া উঠিলেন। দারোগাপিসির মুখে যেন একটা চড় মারিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "তোমার মত হাকিম ম'লে বিচার করবে কে? বলি, কোথা থেকে ও দেবে? কানের কি মাথা খেয়েচ—শুন্‌লে না? ওরা পেয়েচে তো মোটে—একশ-এক! বিয়ের একটা খরচ নেই? কথায় বলে—"ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি—"

"স্বরূপ, স্বরূপ—"

একদল ছেলে বাড়ী ঢুকিল—খোলা গা, কোমর বাঁধিয়া কাপড়-পরা,—কাহারো হাতে আলো, কাহারো হাতে লম্বা-লম্বা লাঠি। এরা স্বরূপের সাথী-সঙ্গী। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। এই মুখচোরা লাজুক ছেলেটি মেয়েদের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে না পারিলেও গ্রামের এই-সব ছেলেদের কাছে ছিল নিঃসঙ্কোচ। শুধু তাহাই নহে, এই অতি অল্পদিনের ভিতর এমনই সে তাহার এই-সব সম-বয়সী ছেলেদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জয় করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে যেন প্রত্যেকেরই চোখের পুতুল।

ডাক শুনিয়াই স্বরূপ বাহির হইয়া আসিল। চন্দ্রাদেবী ছেলেদের কহিলেন, "রাত্রে আর নয়, বাবা!"

একটি ছেলে ত্বরিৎগতিতে চন্দ্রাদেবীর কাছে সরিয়া আসিয়া অনুরোধ-কণ্ঠে কহিল, "আমরা আবার আলো ধরে রেখে যাবো, জ্যাঠাইমা! বিষ্টুদের বাড়ী একটু গান-বাজনা হবে কিনা!"

বিষ্টুও ছিল এই দলের ভিতর। সেও দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কহিল, "জ্যাঠাইমা, স্বরূপদা' না গেলে—"

"আর স্বরূপদা'!"—দারোগাপিসি এক অর্থপূর্ণ টিপ্পনি কাটিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিলেন, হাসিয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "স্বরূপদা'র কি যাবার যোটি আছে! সাধ্যি কি!"

চন্দ্রাদেবীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, বোধ করি, কথাটায় একটা হুল

ছিল। ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নেই-ই ত! এ হচ্ছে ইতরের গাঁ—আমার জামাই তো আর ইতরের জামাই নয়!"

এইবার উঠিয়া আসিল অতুল। তাহার চেহারাও যেমন অসুরের মত, হাতের লাঠিগাছটাও তেমন হৃষ্টপুষ্ট লম্বা—জাতিতে সে চাষা। দারোগা-পিসির দিকে চোখমুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বলি, স্বরূপ যাক্-না-যাক্—তোমাকে দালালি করতে আমরা তো ডাকিনি! সে আমরা বুঝ্‌বো, আর জ্যাঠাইমা বুঝ্‌বে!"

প্রথম ছেলেটির নাম অমূল্য। সেও রাগিয়া উঠিয়াছিল। দারোগা-পিসির দিকে রোষকটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "জ্যাঠাইমা যা বলেচে, ঠিক কথা বলেচে! এ-গাঁয়ে ভদ্দরলোক কে আছে, বলতো শুনি? স্বরূপের মতন ছেলে যে জামাই হয়ে এসেছে—তা' এ-গাঁয়ের ভাগ্যি!"

চন্দ্রাদেবীর সারা মুখ এক চরম গর্ব্বে ও আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বিষ্টুর-মা বিষ্টুর কাছে সরিয়া আসিয়া চুপি-চুপি কহিলেন, "তুই কোনো কথা কোস্‌নে—তোর হাতে সুতো বাঁধা!"

বিষ্টু ছেলেটি ধীর প্রকৃতির। হাসিয়া জবাব দিল, "বলতো—ছিঁড়ে ফেলি!"

কথাটা চন্দ্রাদেবীর কানে গেল। তিনি ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বল্‌তে নেই, হতভাগা! অলক্ষণে কথা কি মুখ দিয়ে বার করে—ছিঃ!"

স্বরূপ কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। মৃদুকণ্ঠে সঙ্গীদের কহিল, "আমি কাল সকালেই যাবো। বিষ্টুদা'—কেমন?" বলিয়াই বিষ্টুর কাঁধে হাত রাখিল।

হতাশের বেদনায় বিষ্টুর চোখ দুইটি ছোট হইয়া গেল, অমূল্য মুখখানা ভারি করিল, অতুল ফুলিয়া উঠিয়া লাঠি ঠুকিয়া দারোগাপিসিকে বলিয়া উঠিল, "তোমার বেড়াল কাল আমাদের বাড়ী গিয়ে যেন হাঁড়ি ভাঙে—"

"আরে, রেখে দে তোর বেড়াল! না—তা' হবে না!—" দূরে দণ্ডায়মান

অন্যান্য ছেলেগুলা উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং রুখিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "দারোগাপিসি জ্যাঠাইমার হাতে-পায়ে ধরুক্—"

বিষ্টুর-মা ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন, ভীতি-বিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি হবে, মা! একটা খুনোখুনি হবে নাকি!"

মুহূর্ত্তে এক ভোজবাজি হইয়া গেল। বিদ্যুচ্চমকের মত নন্দা দাব হইতে একটা আলো আনিয়া স্বরূপের মুঠার ভিতর ধরাইয়া দিয়া কহিল "যাও—"

সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল। বিষ্টু, অমূল্য, অতুল, বিষ্টুর-মা—সকলেরই বিস্ময়-মুগ্ধ চক্ষু নন্দার স্নিগ্ধ-কঠিন মুখের উপর পড়িয়া স্থির হইয়া গেল। স্বরূপ ক্ষণকাল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া শাশুড়ীর দিকে চোখ ফিরাইতেই, তিনি একবার আকাশের দিকে তাকাইয়াই অনুমতি দিলেন, "তবে এসো গিয়ে! বড্ডো মেঘ করেছে—শীগ্‌গীর এসো!"

ছেলেদের আর পায় কে! তাহারা সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "এথ্‌খুনি—"

অতুল পুনশ্চ তাহার লাঠিগাছটা মাটির উপর একবার সজোরে ঠুকিয়া দারোগাপিসিকে বলিয়া উঠিল, "ওই দেখো—" নন্দার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ভদ্রলোক-মেয়ে কাকে বলে! চোখ থাকে তো নয়ন সার্থক করো!"

দারোগাপিসি হাতমুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "একপ্রাণের জামায়ের যে নতুন গার্জ্জেন হয়েচে, তা' তো আমি জানিনে!"

চন্দ্রাদেবীর সারামুখ পুনশ্চ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর হইয়া গেলেন। নন্দাও মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। ওদিকে এইসব দলবল—উহারাও বাহির হইয়া যাইতেছিল, কথাটা কানে যাইতেই তাহারা থামিল। অতুল গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"কি বল্‌লে?"

বিষ্টুর-মা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, দারোগাপিসির পায়ে যেন মাথামুড়

খুঁড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "আবার কেন ঠাকুরঝি ?" পরক্ষণেই ছেলেদের দিকে মুখ ফিরাইয়া অনুনয়কণ্ঠে কহিলেন, "না, বাবা ! এদিকে আর তোমরা কান দিয়ো না !"

ছেলেরা বাহির হইয়া গেল।

এইটুকু তো রাত, কিন্তু কাজ ক-ত ! বিষ্টুর-মা ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিলেন। চন্দ্রাদেবীর দিকে ফিরিয়া মিনতি-চঞ্চলকণ্ঠে কহিলেন, "তা'হলে কাল তোমাকে গিয়ে, দিদি, একবার দাঁড়াতে হবে, কিন্তু ! আমার তো এই প্রথম কাজ !"

চন্দ্রাদেবী কথা কহিলেন না।

বিষ্টুর-মা পুনশ্চ কহিলেন, "আর—"

চন্দ্রাদেবী চকিত-নেত্রে বিষ্টুর-মায়ের দিকে তাকাইলেন।

বিষ্টুর-মা কথাটা তৎক্ষণাৎ শেষ করিলেন, "স্বরূপ আর মন্দা—ওইখানেই দুটো মাছভাত—"

বিষ্টুর-মায়ের মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া দারোগাপিসি চট্‌ করিয়া কহিলেন, "সকলকে তো আর বল্‌তে পার্‌বে না ও—দু'এক ঘর বেছে-বেছে ! এই ধরো, এই বাড়ীতে দু'ঘর—আর-এক ঘরকে কি ও বল্‌তে পার্‌বে ?"

চন্দ্রাদেবী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "স্বরূপ যাবে না।"

বিষ্টুর-মা চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও-কথা তোমার শুন্‌বো না দিদি ! পাঁচজনের মাঝে স্বরূপের কোলে দু'টি ভাত দেবো—এ আমার কত আহ্লাদ ! না দিদি, ও-কথা তুমি বোলো না !"

চন্দ্রাদেবী তেম্‌নি করিয়াই জবাব দিলেন, "না—বিষ্টুর-মা !"

দারোগাপিসি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁকে অবসর না দিয়াই বিষ্টুর-মা বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, বিষ্টু তো ছাড়বে না দিদি—"

"কথার প্যাঁক তুলো না, বিষ্টুর-মা !" মুখখানা গম্ভীর করিয়া চন্দ্রাদেবী

উঠিয়া পড়িয়া দালানের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন মন্দা ও নন্দা রান্নাঘরে চলিয়া গিয়াছে।

উঁহারাও তদনুসরণ করিলেন। চন্দ্রাদেবী পিছন ফিরিয়া একবার চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "ওই তো বল্‌লাম, বিষ্টুর-মা! মাছভাত মন্দাকে ঠেল্‌তে নেই—মন্দা যাবে। কিন্তু, স্বরূপকে আমি পাঠাবো না! এ গাঁ—ইতরের গাঁ—"

দারোগাপিসির মুখে এক ক্রুর উল্লাসের দীপ্তি খেলিয়া গেল। বিষ্টুর-মায়ের মুখ হইতে কোনো কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি যেন শপথ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "গাঁয়ের নিন্দে করো না একপ্রাণ! পাঁচীর-মায়ের বাড়ী আমি সেদিন দাঁড়িয়ে—স্বচক্ষে আমি সব দেখিচি! ম্যা, গো—কি ঘেন্না!—একপ্রাণ, কে ইতর ওকে জিজ্ঞাসা করো, যে তোমার জামায়ের গার্জ্জেন—"

"একপ্রাণ—" চন্দ্রাদেবীর চোখ দিয়া যেন আগুন ছিট্‌কিয়া পড়িল।

দারোগাপিসিও কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিলেন। ততোধিক দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বল্‌তাম না, একপ্রাণ!—কিন্তু, মন্দা আমারও মেয়ে—ওর সর্ব্বনাশ আমার সইবে না, মাথার ওপর ধর্ম্ম আছে!"

"আঃ! কি ও-সব বোল্‌চ ঠাকুরঝি—" বিষ্টুর-মা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

দারোগাপিসি কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "পাতা-পাতির সম্বন্ধ—ওর মুখে ছাই! এ যেন নাড়ীর জ্বালা!" একটা ঢোক গিলিয়াই আবার সুরু করিলেন, "একপ্রাণ! সোমত্ত ভাই-বোন—এরাও কেউ রাত্রিকালে হাত-ধরাধরি করে না!"

"চুপ করো না, ঠাকুরঝি—" বিষ্টুর-মা ছট্‌ফট করিয়া উঠিলেন।

দারোগাপিসি রুক্ষ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ্ করবো কি, মাগি! আমার মন্দার ঘর-বর—"

অদূরে রন্ধনশালা, সেখানে রন্ধননিরতা নন্দা—চন্দ্রাদেবী একবার চম্‌কিয়া উঠিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন। দারোগাপিসিও স্রোতের টানের ন্যায় তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া গলা চাপিয়া কহিলেন, "মন্দা ত হাবা-গোবা 'গৌরীঠাকৃরুণ'—তুমি একটু চোখ রেখো, একপ্রাণ! অন্ধ হয়ে থেকো না!" বলিয়াই বিষ্টুর-মা-কে ডাক দিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।

বিষ্টুর-মা এখনো চন্দ্রাদেবীর কথা পান নাই, বলিয়া উঠিলেন, "তা' হলে, স্বরূপ—"

"বাবাজীর আমার গার্জ্জেন তো আর শাশুড়ী নয়—" ঠোকা দিয়া কথাটা বলিয়াই দারোগাপিসি বিষ্টুর-মাকে টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দ্রাদেবী দাঁড়াইয়াছিলেন, আস্তে-আস্তে বসিয়া পড়িলেন—তাঁর মাথার উপর অনন্তবিস্তারী আকাশ, আকাশে বর্ষার ঘন মেঘ, মেঘ ঠেলিয়া শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ উঠিবার কথা—উঠিয়াছে কিনা, কে জানে!

ছয়

রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াই স্বরূপ মন্দাকে টানিয়া কাছে বসাইয়া কহিল, "ওগো, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—করবে তো?" যেন তার চোখে-মুখে মিনতির ঝড় উঠিয়াছে।

মন্দার চক্ষে বিস্ময়ের ঈষৎ ছোঁয়াচ পড়িল। হাসিয়া কহিল, "তোমার কাজ—করবো না? হ্যাঁ, করবো!"

"কাল বিষ্টুদা'র বিয়ে, জানো তো?—সবাই 'বরযাত্রী' যাবে!"

মন্দা চুপ করিয়া শুনিল।

স্বরূপ সুরু করিল. "বিষ্টুদা' আমাকেও ছাড়বে না—যেতেই হবে!"

মন্দা একমুখ হাসিয়া কহিল, "আমাকেও যেতে হবে নাকি, তোমার সঙ্গে?"

স্বরূপ মন্দার হাতটা নিজের হাতের উপর রাখিয়া সলজ্জভাবে কহিল, "তা' কেন!"

"তবে?"

"মাকে বলবে!"

নিমেষে মন্দার মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল। কহিল, "মা? মা যেতে দেবে না—এই বর্ষাকাল, জল-বাদল—মাঠে জল থৈ-থৈ, গাড়ী চলবে না—"

"আঃ! শোনো কথাটা—"

"আঃ! আমার কথাটাও শোনো—ওই শোনো মেঘ ডাকচে, চিক্কির হানছে—বাঁকা পার, শুনিচি ডোঙায় পার হতে হয় বাঁকা-নদী—উঁহুঁ!"

এ প্রতিবন্ধক স্বরূপও জানে। ব্যস্ত-ব্যাকুল হইয়া সে বলিয়া উঠিল,

"সবাই ত যাবে!—তুমি কাল মাকে বোলো,—বলো, তুমি বোল্‌বে ?" বলিয়া মন্দার হাতটা মুঠায় চাপিয়া ধরিল।

পাড়াগাঁয়ের সেকেলে নিরক্ষরা মেয়ে হইলেও স্বামী কি বস্তু তাহা মন্দা জানে। স্বামীর অন্তরের আকুলি তাহারও বুকের ভিতরটা ভেস্তা করিয়া দিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "হবে, হবে—ঠিক্ ঠিক্! দেখো—নন্দাকে বোলো তুমি! নন্দা যদি একবারটি মাকে বলে, তা' হলেই—বাস্!"

স্বরূপের মুখেও সংকল্প সিদ্ধির আলোকের এক ছটা পড়িল। কহিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—নন্দার কথায় মা 'না' করবেন না—"

এমন সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টি নামিল। খোলা জানালা দিয়া জলের 'ছাট্' আসিতেই, মন্দা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল ও জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া চিন্তিতভাবে কহিল, "কিন্তু, কি করে যাবে তোমরা—মাঠ তো সুমুদ্দুর হয়েচেই, আজ রাতে আবার নদী-গঙ্গা বইবে! ও বাব্বা—" হঠাৎ মেঘের এক প্রচণ্ড ডাক ডাকিতেই, মন্দা আঁতকিয়া উঠিয়া স্বামীর বুকের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। স্বরূপও আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে বৃষ্টির বেগ কিছু কম পড়িলেও, দুর্য্যোগ কাটিল না—আকাশে আসন্নবর্ষী মেঘ, মেঘের গুরু-গুরু ডাক, বিদ্যুৎচমক! কিন্তু, প্রকৃতির এই বিদ্রোহ তুচ্ছ করিয়াই গ্রামের ছেলেরা সাজ-সাজ রব তুলিয়াছে। কয়েকখানা গরুরগাড়ী ঠিক করা হইয়াছিল, কিন্তু আজ কেহই যাইতে স্বীকৃত হইল না—মাঠ জলে ভাসিয়া গিয়াছে! ছয়ক্রোশ রাস্তা—বৃদ্ধেরা বাতিল পড়িলেন, কোমর বাঁধিল বাছাই-করা কয়েকজন শক্ত-সমর্থ পৌঢ়, আর গ্রামের ডাংপিঠে ছেলেরা। স্বরূপ ছট্‌ফট করিতে লাগিল। এই দুর্য্যোগ, নন্দাকেই বা কি করিয়া ছাই বলে!

নন্দার সঙ্গে অনেকবারই দেখা হয়, কিন্তু বলি-বলি করিয়াও ক... তাহার বলা হয় না। কিন্তু, সুযোগ আনিয়া দিল মন্দা। অস্থির-চ... মনে দালানের তক্তপোষে স্বরূপ বসিয়া আছে, মন্দা ও নন্দা উভয়ে দালানে ঢুকিল। মন্দা দ্রুতপদে স্বামীর কাছে আসিয়া নন্দাকে শুনাইয়া কহিল, "বলো—নন্দাকে ?"

নন্দা বিস্ময়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকাইতেই, স্বরূপ তাহার আবেদনটা পেশ করিয়া ফেলিল।

নন্দা ঈষৎ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "বেশ ত! আচ্ছা, আমি বল্‌চি—ও বড়মা—"

বড়মা উঠানে কি করিতেছিলেন, এদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

নন্দা হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করিল—"এসতো একবার, এসতো—"

চন্দ্রাদেবী উঠিয়া আসিলেন, যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। তাঁহাকে দেখিয়াই নন্দা কহিল, "বড়মা, জামাইবাবু 'বরযাত্রী' যাবেন—তা' গেলেই বা! কি বলো, বড়মা ?"

চন্দ্রাদেবীর মুখের চেহারা সহজ ছিল না, অধিকতর কঠিন হইয়াই উঠিল। কহিলেন "জল, বাদল—না।"

নন্দা যেন বড়মার কথাটা ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াই বলিয়া উঠিল, "কি যে বলো বড়মা—জামাইবাবু যে পুরুষমানুষ!"

"না—" কথাটা একটু উচ্চকণ্ঠে বলিয়াই চন্দ্রাদেবী নামিয়া গেলেন।

স্বরূপের মুখখানা শুকাইয়া গেল। নন্দার চোখ তাহা এড়াইল না। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া ইসারা করিয়া স্বরূপকে ডাকিয়া কহিল, "বড়মার অনুমতি, এ আপনি পাবেন না জামাইবাবু! বেড়িয়ে বাড়ী ফিরতে এক মিনিট দেরী হলে যে-মানুষ ঘরবার করে, সেই মানুষ করবে আজ আপনাকে বাঁকা-পার—কথ্‌খনো না!"

"তবে ?"

"তবে—আবার কি ? যাবার ইচ্ছে হয়েছে—যাবেন ! জল-বাদল বজ্রাঘাত হলেও আপনার যাওয়া দরকার ! এ-সবকে ভয় করে কে ?—যে মেয়েমানুষ ! জানি—শাশুড়ীর অপমান হবে, কিন্তু আপনার ভেতরকার মানুষ—তার সম্মান ? তার সম্মান—আগে !" রুক্ষ-কঠোর আশ্রম-বাসের শিক্ষয়িত্রীর ন্যায় নন্দা কথাগুলা বলিয়াই ঈষৎ হাসিল। তারপর গলা চাপিয়া কহিল, "কিন্তু, ওই কাপড় আর ওই সার্টটি পরে', নইলে—ধরা পড়বেন !"

অবিলুপ্ত আশায় সহসা জোর ধরিয়াছে ! স্বরূপ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "তার মানে—লুকিয়ে ! এই তো ?"

"হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ !—বাঙালীর ছেলে, এ-কাজ খুব পারবেন—'নো ডাউট' !"—নন্দা আড়চোখে একবার চাহিয়াই হাসিয়া উঠিল।

মন্দাও ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সভয়ে কহিল, "কিন্তু, ফিরে এলে পর মা তো আর রক্ষে রাখ্‌বে না !"

নন্দা হাসিয়া কহিল, "তখন আবার আর-এক বুদ্ধি বার করা যাবে !" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

তাহাই হইল। যথাসময়ে স্বরূপ পাশ কাটাইল, এবং 'বর' বাহির হইবার শঙ্খধ্বনির পরই গ্রামের লোক সকলেই জানিতে পারিল—চন্দ্রাদেবীর জামাই গোপনে 'বরযাত্রী' গিয়াছে, না আছে তার পরণে একখানা ভালো কাপড়, না আছে তার গায়ে একটা ফর্সা জামা। ব্যাপার-টাকে বিশেষ করিয়া তৎক্ষণাৎ খুঁটিয়া তুলিয়া লইলেন দারোগাপিসি। তিনি তাড়াতাড়ি পাঁচীর-মাকে টানিয়া লইয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহে যাত্রা করিলেন।

চন্দ্রাদেবীরও কানে সংবাদটা যথাসময়েই পৌঁছিয়াছে। তিনি গুম্

হইয়া রহিলেন। একবার মনে করিলেন, মন্দাকে জিজ্ঞাসা করি—তাহাকে স্বরূপ কিছু বলিয়া গিয়াছে কিনা! কিন্তু, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে পড়িল, 'একপ্রাণের' সেই কথাটা—'মন্দা—হাবা-গোবা গৌরী-ঠাক্‌রণ', কাজেই তিনি নিরস্ত হইলেন। আর একজন—নন্দা! নন্দার কাছে নিশ্চয়ই সঠিক কথা আছে! কিন্তু, না জানি কেন—আজ আর তাঁর সে উৎসাহ হইল না। শুধুই তাঁর অন্তরে উঠিল—এক দুর্জ্জয় অভিমান, অস্বাভাবিক ক্রোধ! কিন্তু, এ-সব যে কাহার উপর—তাহাও তিনি ঠিক করিতে পারিলেন না! তাঁহার এই অন্তর্বিপ্লবের অশুভক্ষণে অকস্মাৎ দেখা দিলেন—দারোগা।পসি, তাঁহার পশ্চাতে পাঁচীর-মা।

যে মূর্ত্তিটা মাত্র গত রাত্রে চন্দ্রাদেবীর চক্ষে অশুভ বলিয়া ঠেকিয়াছিল, আজ তাঁহার অন্তর চাহিল তাহাকেই বরণ করিতে। কহিলেন, "এসো, একপ্রাণ—"

দারোগাপিসির চোখে আজ যেন এই কোটি-কোটি বৎসরের পৃথিবীটা নূতন হইয়া ঠেকিয়াছে। অতিরিক্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিলেন, "একটা কথা শুন্‌লাম, একপ্রাণ—জামাই নাকি পালিয়ে 'বর-যাত্তর' গেছে?"

চন্দ্রাদেবী একটি 'হুঁ' দিলেন—ছোট্ট।

পাঁচীর-মা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ঘেন্নার কথা! জামাইমানুষ—যার-তার জামাই নয়, দিদির জামাই—শুন্‌লাম নাকি পরণে সেই কাপড়, গায়ে সেই জামা—"

"শোনাশুনি কি—পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সবাই তো দেখেচে!"—দারোগা-পিসিই কথার জবাবটা দিলেন।

পাঁচীর-মা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তপিস্তে কোরে কেউ এমন শাশুড়ী পায়না—তার কিনা অবাধ্য! দিদির যেমন বরাত! কথায়

বলে—'তুমি যাও বঙ্গে, তোমার কপাল যায় সঙ্গে!" দারোগাপিসির দিকে চট্ করিয়া ফিরিয়া কহিল, "মেয়েই যেন কালো, কিন্তু টাকা তো কম পাওনি তুমি ঠাকুর—কি বলো, দারোগাপিসি?"

দারোগাপিসি হাত-মুখের একপ্রকার ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মরণ ন্যাকা—কিচ্ছু যেন তুই জানিস্ নে!"

চন্দ্রাদেবীর যেন ও-সব কথায় কান নাই। আপনমনে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! সত্যিই যদি যাবে জান্‌তাম—বাছাকে আমি যে সাজিয়ে-গুজিয়ে পাল্কী কোরে পাঠাতাম, গা!"—হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

দারোগাপিসি ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া পাঁচীর-মায়ের দিকে একবার তাকাইলেন, বুঝিবা উহাদের ভিতর আকারে-ইঙ্গিতে ইহাই স্থির হইয়া গেল যে, গতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনিও চোখে কাপড় তুলিলেন, এবং দুই-একবার ফোঁস্-ফোঁস্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সত্যিই ত! অমন সোনার চাঁদ ছেলে—যখন পাল্কী থেকে নাম্‌তো, 'বর' ফেলে তোমার জামাইকেই আস্‌তো সবাই দেখ্‌তে!"

হঠাৎ চন্দ্রাদেবীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, যেন তাঁর বুকের ভিতরকার এক জমা ক্রোধ অকস্মাৎ বুক ঠেলিয়া মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আসুক না ফিরে—তার একদিন কি আমার একদিন! এই জল, এই বাদল—মাঠ হয়েচে পাথার, কোথায় যাবে?—না, বাঁকা-পার! বুক শিউরে ওঠে নাম শুন্‌লে—আমার নিষেধ কিনা অগ্রাহ্য! বলি, কার জোরে জোর পেয়েচ তুমি?"

দারোগাপিসি একবার পাঁচীর-মায়ের দিকে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া কহিলেন, "আমরা কোনো কথা ক'বো না, একপ্রাণ, কেন না—কথা

কওয়া উচিৎ নয়। নইলে, বল্‌তাম একটা কথা, বল্‌তাম—'রূপ-যৌবন যার, জোরটি জেনো তার!'"

চন্দ্রাদেবীর মুখখানা সহসা লাল হইয়া উঠিল। কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, "তার মানে?" তাঁর চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিয়াছে!

দারোগাপিসি একটু দমিয়া গেলেন। কহিলেন, "তোমার জামাই, তোমার ইয়ে—তোমাদের বাড়ীর মানে, তোমরাই জানো!"

"জানিই তো!" চন্দ্রাদেবী হঠাৎ উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন, ক্ষিপ্তার ন্যায় অস্থির হইয়া একবার এদিক-ওদিক পা ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ফিরে আসুক, তারপর এর কথা!"

"বটেই তো! এ আবার কোন্‌দিশি আক্কেল!"—পাঁচীর-মা যেন চন্দ্রাদেবীর বুকে বুক মিশাইয়া একটু আগাইয়া আসিল। অদূরে একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া মন্দা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "মন্দা, সুরূপকে হুকুম দিলে কে—তুই? জামাই তো মুখ্যু নয় যে, শাশুড়ীর নিষেধ ঠেল্‌বে—যে শাশুড়ী! কেউ একজন নিশ্চয় ওর পেছুনে আছে!—তুই?"

"না। আমি কাকীমা!"—একটি নির্ভীক মূর্ত্তি সহসা বিদ্যুৎচমকের মত আসিয়া দাঁড়াইল, সে নন্দা।

সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। কাহারো মুখে আর কথা নাই, দেখা গেল—প্রত্যেকের মুখে ঘন-ঘন রঙ্ বদ্‌লাইতেছে।

চন্দ্রাদেবী রোষতাম্র দৃষ্টিতে নন্দার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি?"

নন্দা তৎক্ষণাৎ কহিল, "হ্যাঁ, বড়মা! নইলে তোমার জামায়ের ভবিষ্যৎ থাকে না! আজ যেন উনি তোমার জামাই, কিন্তু কাল উনি নিজে নিজেরই তো মানুষ! ধরো, কাল উনি যদি ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট্

হন্—তখন? দশ ক্রোশ দূরে, ধরো, দশটা খুন হয়ে গেছে—সেদিন এম্নি জল-বাদল, এম্নি দেশভুঁই ভাস্‌চে—ওঁকে ছুট্‌তে হবে, তথ্‌খুনি—তখন? আজকের এই জল-বাদল গাতে না সইলে, কাল সইবে কেন? আজ উনি নির্ভয় না হলে, কাল উনি নির্ভয় হবেন কি কোরে, বড়মা? আজ যদি তুমি ওঁকে আঁচলে বেঁধে রাখো, কাল তোমার আঁচল খুল্‌বে কেন?"

এক অনাবিষ্কৃত সত্যের রূপ-চেহারা পলকে চন্দ্রাদেবীর চক্ষের সুমুখে ঝলক দিয়া গেল। মেয়েটির দিকে আর-একটিবার তাকাইতে গিয়াই তাঁহার মুখখানা হর্ষে ও গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দ থাকিয়া অভিভূতার ন্যায় আপনমনেই বলিয়া উঠিলেন, "আর কিছু নয়—পরণের কাপড়খানা ময়লা!"

নন্দা হাসিয়া কহিল, "আমিও তা জানি, বড়মা! তুমিও জানো—বাক্স ভ'রে গণ্ডায়-গণ্ডায় কাপড় আমিই ওঁর কুঁচিয়ে রেখেচি। কিন্তু, ঈশ্বর যদি সেইদিনই দেন, সেদিনও যেমন উনি কাপড় ছাড়বার অবসর পাবেন না, আজও বড়মা তুমি মনে করো—ওঁর সেই অবসরটুকু আমিই চুরি করেচি!"

চন্দ্রাদেবী আনন্দবিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "চোখে কাদা, মুখে কাদা—একখানা সাবান তবে বার করে রাখ্‌বি তো!"

নন্দা অবিলম্বেই হাসিয়া কহিল, "বড়মা! দিক্ বিজয় করে রাজপুত্তুর যখন বাড়ী ফির্‌তো, তখন রাজকন্যে গলায় মালা দিতো, আর আমরা এক-খানা সাবান বার কোরে দেব না? বাড়ীর মেয়েদের এইতো কাজ!"

পাঁচীর-মা দারোগাপিসির দিকে তাকাইয়া মুখের একপ্রকার ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, "এসো এইবার!"

নন্দা আর দাঁড়াইল না।

নন্দা চোখের আড়াল হইতেই দারোগাপিসি গালে আঙুল দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও বাবা! একেবারে কাটামানুষ জোড়া দিলে!" পাঁচীর-মায়ের দিকে চট্ করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন, "ভালোই তো—উত্তম, উত্তম! বলি, আমাদের পেটে তো আর ইংরিজি অক্ষর নেই যে, দিনকে রাত করবো! আমরা হাবা, আমরা বোকা, আমরা পাড়াগেঁয়ে—চল্, চল্, বাড়ী চল্!" একবার প্রস্থানোদ্যতা হইয়াই চন্দ্রাদেবীর কাছে একটু সরিয়া আসিলেন, তারপর এদিক-ওদিক একবার চাহিয়াই ঘা দিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, "একপ্রাণ! এতেও যদি তুমি অন্ধ হয়ে থাকো, আমাদের বয়ে গেল—" বলিয়াই উভয়ে নির্গত হইয়া গেলেন।

এই বাণ ব্যর্থ হইল না। চন্দ্রাদেবীর মুখের আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, তাঁহার এই ক্ষণপূর্ব্বেকার সুস্থ মনটা আবার ভেস্তা হইয়া পড়িয়াছে। এক সুনিশ্চিৎ সন্দেহ—তাহার কালো রঙ্ পুনশ্চ তাঁহার মুখখানাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সাত

ভিতরে বিপ্লব বাধিলেও চন্দ্রাদেবী বাহিরে কাহাকেও কিছু প্রকাশ করিলেন না। আসন্নবর্ষী মেঘের ন্যায় গুম্ হইয়াই রহিলেন।

বাড়ীর উঠানের একধারে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান। পরদিন নন্দা চন্দ্রাদেবীর পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে, স্বরূপ ফিরিয়া বাড়ী ঢুকিল—তাহার জামা-কাপড় কাদায় মাখামাখি। তখন বেলা আন্দাজ নয়টা।

চন্দ্রাদেবী দালানে ছিলেন, রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন; নন্দা দালানের দুয়ারে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইল; পারুলবালা এদিকে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গেলেও কোনোদিন চোখ ফিরায় না—সেও রান্নাঘরের দুয়ারে বসিয়া উঁকি মারিল। * * * নন্দা বিস্মিতনেত্রে স্বরূপের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এত সকালে? ছ'কোশ রাস্তা -" বলিয়াই কাছে সরিয়া আসিল।

স্বরূপ একবার ভয়ে-ভয়ে শাশুড়ীর দিকে তাকাইল, তারপর মুখ ফিরাইয়া জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আর বোলো না! কি দুর্গতি—বাপ্! বিষ্টুদা'র শ্বশুরটা কি অভদ্র—" কাছেই কাঠের একটা বোঝা পড়িয়া ছিল, তাহার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া সুরু করিল, "রাত তিনটের সময় খেতে দিলেন তো খানকতক জুতোর শুকতোলা—কি করি, ক্ষিদের চোটে—তাই, তাই—পেটে পুরলাম। কিন্তু, জল যা দিলেন—একেবারে ম্যালেরিয়া! যেমনি দুর্গন্ধ, তেমনি পানার কুচি!" নাক সিটকাইয়া নন্দার দিকে তাকাইল। পরক্ষণেই কহিল, "আমরা বল্লাম—মশাই, জলটা বদলে দিন্ না? রাগী বামুন বল্লেন কি—কেওড়া-দেওয়া জল দিতে হবে নাকি?"



নন্দা হাসিয়া ফেলিল, চন্দ্রাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "শুন্‌চো বড়মা—"

বড়মা ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে ফুলিয়া উঠিতেছিলেন—কথার উত্তর দিলেন না।

নন্দাও উত্তরের অপেক্ষা করে নাই, অপরিসীম কৌতুকে স্বরূপকে প্রশ্ন করিল, "তারপর—"

"তারপর—তেম্‌নি বৃষ্টি! ব্রাহ্মণ কাদের একখানা খোড়ো বৈঠকখানা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—'এইখানে তোমরা শোও!' ঢুকে দেখ্‌লাম—ঘর একখানা বটে, কিন্তু চালে খড় কণ্ট্রোল—বৃষ্টির জল এক ফোঁটাও যে বাইরে পড়বে, তার যোটি নেই! শোয়া তো মাথায় উঠ্‌লো—আচ্ছা, বলো দিকিনি, বসিই বা কোন্‌খানে?"

"তারপর, তারপর—"

"দেখ্‌লাম—গাঁয়ের সেটি ডাক্তারখানা! আলমারির নীচে কতক-গুলো থালা-গাম্‌লা ছিল—বোধ করি, ড্রেসিং প্যান্—অতুল করলে কি, সেইগুলো টেনে-টেনে বার কোরে ঘরময় পেতে দিলে—চালের ফুটোর ঠিক নীচেয়-নীচেয়—"

"আচ্ছা!"—নন্দার মুখখানা কৌতুকহাস্যে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

স্বরূপ নন্দার দিকে মিনিটখানেক চোখ পাতিয়া রাখিয়া পুনশ্চ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "শোনো তারপর! কাদা আর কাদা—ঘরময়! এখন, বাস কোথায়?—সাম্‌নেই ছিল খড়ের একটা পালা—বাস্, অতুল, অমূল্য, সাতকড়ি—যতসব হনুমানের দল লাফিয়ে পড়্‌লো তার ওপর! কোন্ বেচারার খড়, কে জানে—পালাটা ভেঙে একেবারে তচ্‌নচ!" থামিল। মুহূর্ত্তপরেই বলিয়া উঠিল, "তারপর, একটু ফরসা হতে যা দেরি—দে পিঠটান!"

নন্দা মুখে কাপড় তুলিয়া এবার হাসি সামলাইয়া লইল। অতঃপর মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, "তা' হলে, আমার তো মালা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাক্‌বার কথা—দিক্‌ বিজয়, রাজপুত্তুর!" চট্‌ করিয়া চন্দ্রাদেবীর দিকে ফিরিয়া অসহায়ার ন্যায় কহিল, "বড়মা, কি হয় এখন বলতো?" পরক্ষণেই আপনমনে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, যখন মালা গাঁথ্‌তে ভুলই হয়েচে তখন—" বলিয়াই সাজিশুদ্ধ ফুলগুলা স্বরূপের মাথায় ঝরঝর করিয়া ঢালিয়া দিল।

প্রচণ্ড তুফানের মাথায় নৌকা ডুবি-ডুবি হইলে আরোহীদের মুখ চোখের ভাব যেমন হয়, তেম্‌নিধারা চন্দ্রাদেবীর মুখচোখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওকি কর্‌লি, নন্দা! আমার পূজো—" জামাতার অবাধ্য আচরণ, অতঃপর তাহার ওই লোমহর্ষণ দুর্গতির বেদনা সমস্তই তাঁহার মন হইতে যেন তখন মুছিয়া গিয়াছে!

নন্দা তেম্‌নিই গম্ভীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "দূর্ব্বো-বেল-পাতা—এতেও একদিন পূজো হতে পারে বড়মা! সাজির ফুল অপাত্রে তো পড়ে নি!" এইবার একটু হাসিল, হাসিয়া আবার ফুল তুলিয়া সাজি ভরিতে মন দিল।

* * *

কয়েকদিন গিয়াছে, আর এক ব্যাপার ঘটিল।

স্বরূপ আসিবার পর হইতেই চন্দ্রাদেবীর দুলেবাগ্দী প্রজারা 'জামাই-বাবুর' জন্য প্রায়ই পাঁঠার মাংস দিয়া যাইত। একদিন একজন প্রজা তালপাতায় বাঁধিয়া খানিকটা মাংস আনিতেই নন্দা কহিল—"না।"

চন্দ্রাদেবী, স্বরূপ, মন্দা—সকলেই বিস্ময়ে নন্দার দিকে তাকাইল।

লোকটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নন্দা বলিয়া উঠিল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন হীরুদা' ?"

হীরু বয়োবৃদ্ধ পুরাতন প্রজা—এ বাড়ীর মেয়েদের কাছে অগ্রজের সম্মান পাইত। সেও হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। কহিল, "জামাইবাবুর কি পেট খারাপ হয়েচে, দিদিবাবু ?"

নন্দা হাসিয়া স্বরূপের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া কহিল, "পেট খারাপ হয়নি—অরুচি হয়েছে।"

তরুণ জামাই, মাছ-মাংসই তাহার হাড় শক্ত করিবে—যৌবন-দৌরাত্ম হইবে উচ্ছল!—চন্দ্রাদেবীর গায়ে যেন আগুনের ঝাঁঝ লাগিল। কহিলেন, "তুই কি যে বলিস্, কি যে করিস্—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে!',

"সে ক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই ভালো!"—নন্দা চন্দ্রাদেবীর দিকে মৃদুহাস্যে একবার চাহিয়াই আবার কহিল, "বড়মা, তুমি সত্যযুগের মানুষ—বুঝ্‌বে কি করে বলো—আমি কি করি, কি বলি!" একটু থামিয়াই কহিল, "জামাইবাবু মাংস ছাড়লেন।"

"মাংস ছাড়্‌লে ?"—চন্দ্রাদেবী যেন আঁত্‌কিয়া উঠিয়া স্বরূপের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

কল্পনাতীত নির্দ্দেশ—ইহা স্বরূপকেও অভিভূত করিয়া ফেলিল! কাহার মন রাখিয়া কি কথা কহিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে মাথাটা নীচু করিল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে হীরু তাহাকে বলিয়া উঠিল, "উত্তর দেন না ক্যানে জামাইবাবু? আপনি বলো—'হ্যাঁ ছেড়েচি—"

চন্দ্রাদেবী ধমক দিলেন—"হীরু—"

হীরু থতমত খাইয়া স্বরূপকে পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "জামাইবাবু, আপ্‌নি বলোনা—না ছাড়িনি—"

নন্দা হাসিয়া ফেলিল। হীরুর দিকে ফিরিয়া কহিল, "হীরুদা' আমিই বল্‌চি—হ্যাঁ, ছেড়েচেন!"

"হ্যাঁ, স্বরূপ?"—চন্দ্রাদেবী দারুণ উৎকণ্ঠায় স্বরূপের দিকে পুনশ্চ তাকাইলেন।

স্বরূপ নতমুখ হইয়াই জবাব দিল, "হ্যাঁ। মাংসটা—ওটা—"

"ওটা কি বাঙালীর ছেলের খাদ্য নয়? মাংসের বেলায় আজ বল্‌চো—'ওটা'! মাছের বেলায় কাল বল্‌বে—'ওটা!' তারপর—" চন্দ্রাদেবী হঠাৎ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তারপর, তোমার পরিবার—তার বেলাতেও পরশু বল্‌বে—'ওটা'—"

মন্দা মুখ ফিরাইয়া দালানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। নন্দা মুখ টিপিয়া হাসিল। হীরু কিন্তু স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না! খুড়িমা, জামাইবাবুর কথা আপনি ধর্‌তে পারোনি! ব্রথা মাংস উনি অবেজ্ঞা করচেন! কিন্তু, পরিবার তো ব্রথা মাংস নয়—"

চন্দ্রাদেবী তাড়া দিয়া উঠিলেন, "তুমি আবার আমাদের কথায় কথা কইচো?"

হীরু ভয়ে জড়সড় হইয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

চন্দ্রাদেবী যেন ইহার একটা বিহিত না করিয়া ছাড়িবেন না। মুহূর্ত্তেই স্বরূপের দিকে ফিরিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "মাংস তুমি নিজের ইচ্ছেয় ছাড়্‌লে, না, আর কেউ বলেচে—'ছাড়ো'!"

নন্দা একমুখ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ও-কথার জবাব উনি দিতে পার্‌বেন না বড়মা—আমি দিচ্ছি! 'আর কেউ' মানে—আমি তো?" পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "এই কথাটাই সত্যি, বড়মা! আজকাল যারা বয়সে ছোট, তারাই হচ্চে বড়োর গুরু! জামাইবাবু, ওঁর চেয়ে আমি ছোট কিনা!"

চন্দ্রাদেবী ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল নন্দার দিকে স্থির হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "মাংস ছাড়াবার কারণ?"

"কারণ?" নন্দার এবার চোখে হাসি, মুখে হাসি। "কারণ—একাল!" ক্ষণকাল বড়মার মুখের উপর স্বীয় মুখখানি স্থাপিত করিয়া প্রবীণার ন্যায় সুরু করিল, "সেকালের আইন আজ যদি তুমি আমাকে মান্‌তে বলো, আমি কি করবো শুন্‌বে—হাস্‌বো! সেকালের মেয়েরা দাঁতে মিশি মেখে দাঁতটি করতো আতার বীজ, আর একালের আমরা পাণ পর্য্যন্ত ছাড়্‌চি! সেকালের মেয়েরা কাপড় পর্‌তো পাছা-পেড়ে, আর আমরা কি পরচি—তা তো দেখ্‌চ! হাতভরা চুড়ী নইলে সেকালের মেয়েদের হতো অকল্যাণ, আর এখন? এখন আমরা 'রিষ্ট ওয়াচের' অতিরিক্ত যাইনে,—হাত ভারি হয়! তারপর ধরো—মাথায় কাপড় দেওয়াটা! তোমরা যখন বউ হয়ে এসেছিলে—ঠিক যেন গণেশের কলাবউ। কিন্তু এখন? মাথায় কাপড়টি তুলেচ কি, একঘরে হয়েচ!" একটু থামিয়াই আবার আরম্ভ করিল, "তারপর—বিয়ে-খাওয়ার পর্ব্ব! সেকালে নিয়ম ছিল—মেয়েমানুষের জন্ম হলেই তার বিয়ে! কিন্তু, আজকালকার নিয়ম কি জানো?—মেয়েরা বলে—'যে বিয়ের কথা বলে তাকে আমরা 'হেট্' করি'!"

"উচ্ছন্ন যাক্, সব উচ্ছন্ন যাক্—" চন্দ্রাদেবী আপন মনে গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

নন্দা বড়মার দিকে একবার স্মিত-কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "চটে উঠোনা বড়মা! ছেলেদের পালাটাও একবার শোনো! এঁরা বহু গবেষণা করে, বিস্তর মাথা ঘামিয়ে এই সিদ্ধান্ত করেচেন—মনুষ্যদেহ ধারণ করে যদি পৃথিবীতে বেঁচেই থাকৃতে হয়, তা' হ'লে মেয়েমানুষের শ্রীদেহ ধারণ না করলে আর উপায় নেই! তাই, তাঁরা

মেয়েদের রূপ-চেহারা নকল করতে ধরেচে— মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত! পুরুষ মানুষের যা চেহারা, তা' নিয়ে বেড়াতে তাঁদের লজ্জা হয়— সভ্যতায় নাকি বাধে। এই ধরো—আগে পুরুষের লক্ষণই ছিল গোঁফ আর দাড়ি, এখন মেয়েমানুষের মতন মুখটি নিঝ্ঞাট না করে রাখ্লে, তাঁরা আর 'আপ্-টু-ডেট্' হলেন না, অর্থাৎ মনে করেন— 'অনেক পেছিয়ে আছি!' আগে, মাথায় চিরুণীর টান পড়তো সাম্নে, এখন পড়ে—পেছুনে! হয়ত এতদিন ঝুঁটিই বা বেঁধে ফেল্তেন কিন্তু মেয়েরা রাঙিয়েচে চোখ—'খবরদার! আমরাই দেখো চুল কাট্চি!' এই রকম এঁরা আমাদের জাত মারচেন—সব দিক দিয়ে! কাপড় পরাটাই যা' বাকী আছে—তা' এরও একটা মিলমিশ্ হয়ে পড়লো বোলে!" হাসিয়া উঠিয়া মুখে কাপড় তুলিল।

হীরু মুখ খুলি-খুলি করিতেছিল, এইবার চন্দ্রাদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দিদিবাবু যা' বল্চে তা' ঠিক কথাই খুড়িমা!"

"আবার!" চন্দ্রাদেবীর শাসনকঠিন চোখ পড়িতেই, হীরু ভয়ে থতমত খাইয়া একটু সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রাদেবী মুখখানা ভারি করিয়া নন্দাকে কহিলেন, "ও-সব কথা আমাকে আর শোনাস্নে, নন্দা! যত সব অনাচার!"

নন্দার মুখে হাসি লাগিয়াই ছিল, কহিল, "অনাচার কি সদাচার— একথা তুমিও বল্তে পার না, আমিও পারি নে! হয়তো বা, এই রকম একটা ওলট্-পালটের প্রয়োজন হয়েচে—তাই এসব হচ্চে! তোমাদের ভগবান, আমাদের ভগবান—হয়তো এই সবই চান! হয়তো, তিনি চান্— তাঁর এই পৃথিবী আর পুরুষের হাতে থাক্‌বে না! পুরুষকে তিনি অনেক সময় দিয়েচেন, কিন্তু সে হয়তো তাঁর মুখ রাখতে পারেনি, তাই তাঁর

'টাইম্ ইজ্ আপ্'—সময় তার ফুরিয়ে এসেচে!" হঠাৎ গলায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "মানুষের ভবিষ্যতে হয়তো এই সবই হবে—সত্যিকার আচার, সত্যিকার নিষ্ঠা, সত্যিকার কল্যাণ! বড়মা, হয়তো তুমি বল্‌বে—মেয়েগুলোর মাথা-খারাপ হয়েচে! কিন্তু, তা হয়তো একজনেরই হতে পারে, কিন্তু পুরোনো ইঁটের এই কেল্লাটি, সে তো একটি মেয়েই ভাঙে নি!" পরক্ষণেই আবার আরম্ভ করিল, "মেয়েদের এই অনাচার, এর চরম নিষ্পত্তি যে আজই হবে, তা' নয়—হয়তো হবে আরও একশো বছর পরে! একশো বছর পরে এই বাংলাদেশ, এই ভারতবর্ষ, এর অধীশ্বরী হবে হয়তো মেয়েমানুষ! তার মানে—পুরুষে যা পারেনি, তাই পারবে তারা, যারা আজ করচে অনাচার! এও সম্ভব—ভবিষ্যৎ এক জন্মে তুমি নিজেই হবে তাদের একজন অগ্রণী!"

চন্দ্রাদেবীর মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, নন্দার কথাগুলি তাঁহার মনে ধরিয়াছে। কিন্তু মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। পরন্তু, শ্লেষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, একেবারে প্রমীলা হয়ে জন্মাবো!"

"অসম্ভব নয়!" নন্দার চোখ দুটা জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠিল। কহিল, "কেন জানো, বড়মা? মেয়েমানুষ চিরটা কাল ভালোবেসে এসেচে পুরুষকে, যার বিনিময়ে পেয়েচে—অনাদর! এই অনাদরের ঘা খেয়ে-খেয়ে সে হারিয়েচে জীবনের ওপর মমতা! তাই তার জীবনটা থাকে সর্ব্বদাই দেহের বাইরে—মৃত্যু তার নিকট কুটুম! জন্মভূমিকে 'মা' বলে ডাক্‌বার অধিকার তারই, যে মরতে পারে! এই বাংলাদেশই বলো, আর ভারতবর্ষই বলো—এর পুরুষমানুষ, এদের সবচেয়ে বড় ভয় মৃত্যুকে! কিন্তু, একালের মেয়ে—এদের সকলকার চেয়ে বড় আত্মীয়—মৃত্যু!" হঠাৎ তার গলাটা ধরিয়া উঠিল এবং একবার স্বরূপের দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল।

চন্দ্রাদেবী তাহা লক্ষ্য করিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তা' স্বরূপকে যে মাংস খাওয়ানোটা ছাড়ালি, তারও কারণ—"

"ওই একই!" বলিয়াই নন্দা জোর করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় নাচ দুয়ারে একটা কলরব উঠিতেই সকলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল—হেমলতা মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে-চাপিতে নিবারণকে ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে—নিবারণের পরণে কোঁচানো মিহি কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, পায়ে 'পাম্-শু'।

নন্দার হাসিও পাইয়াছে আবার বিস্ময়েরও অবধি নাই! কহিল, "ব্যাপারটা কি, ঠাণ্ডাজল?"

হেমলতা মুখের কাপড় খুলিয়া কহিল, "আগে দেখ্ বাবার দিকে চেয়ে—"

নন্দা কহিল, "বেশ তো, মানিয়েচে—ও-সব বুঝি বিয়ে-বাড়ীর বিদেয়?"

হেমলতা কহিল, "না লো! তোর বিয়ের ঘটকালির আগাম ঘুষ—"

"নন্দার বিয়ের ঘট্কালি?"—চন্দ্রাদেবী চমকিয়া উঠিলেন।

নন্দাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, হেমলতার কাছে দ্রুতপদে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়, কার সঙ্গে?"

"পাত্র ভালো—শান্পুরের সেই বউখুনে—"

চন্দ্রাদেবীর মাথায় যেন রক্ত উঠিয়া গেল। বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "নিবারণ, একথা সত্যি?"

"ক্ষেপেচ, বউঠাকৃরুণ!"—নিবারণ তখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, পাড়-মাজা থস্‌থসে কাপড়—কোমরের কসি খুলিয়া গিয়াছে! উঠানে একগাছা দড়ি পড়িয়াছিল, হাত বাড়াইয়া উহা উঠাইয়া লইয়া হেমলতাকে কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এটা বেঁধে দেতো—দে, দে—"

নন্দা হাসি চাপিতে পারিতেছিল না, হেমলতাকে কহিল, "আর দেরি ৷রিস্‌নে!"

হেমলতার মুখখানা এবার রাগে লাল হইয়া উঠিল। অনন্যোপায় হইয়া দড়িটাকে নিবারণের হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া কোমরের কাপড় গাঁট দিয়া বাঁধিয়া দিল। তারপর নিবারণ যেন ধীরেসুস্থে চন্দ্রা-দেবীর কাছে একটু সরিয়া আসিয়া কহিল, "তুমি ক্ষেপেচ? দু'দুটো উকে যে খুন করেচে তার সঙ্গে বলে কিনা—হুঁ!" অতঃপর হীরুর দিকে নজর পড়িতেই তার চোখের দৃষ্টি মাংসটার উপর নিবদ্ধ হইয়া গেল!

"তবে, একথা ওঠে কেন?"—চন্দ্রাদেবী জেরা ধরিলেন।

নিবারণ চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। তারপর হেমলতার দিকে গলাটা একবার বাড়াইয়া ঘাড়টা দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, "এইজন্যেই তো বলেছিলাম—যাবো না! এইবার ঠ্যালা সাম্‌লা?" চন্দ্রাদেবীর দিকে ফিরিয়া ভয়ার্ত্তকণ্ঠে কহিল, "অম্নদা আমার হাতেই ধরুক্ আর পায়েই পড়ুক্, আমি কিন্তু সে বান্দাই নই—বাবা! আমি নিবারণ ঘটক!" যেন তার হাতে তামা-তুলসী-গঙ্গাজল!

চন্দ্রাদেবী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সে কিছু বলেচে নাকি?"

"বল্‌বে না আবার! নন্দাকে সেদিন দেখে তার ভারি পছন্দ—তার সাক্ষী তো দেখ্‌চো আমাকে কি রকম তোয়াজ! কিন্তু, আমি বাবা নিবারণ ঘটক! সিন্নিও খাবো, ভরাও ডোবাবো—কি বলো, বউ-ঠাকরুণ?" পরমুহূর্ত্তে হীরুর দিকে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "কচি পাঁঠা?"

হীরু কহিল, "নেশ্চয়! জামাইবাবুর মাংস!"

চন্দ্রাদেবীর দিকে তখন আর চাওয়া যায়না, ক্রোধে ঠক্‌ঠক্ করিয়া

কাঁপিতেছেন। গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তোমাকে পুলিসে দেবো নিবারণ! কি তুমি করেচ, জানো?"

নিবারণের মুখচোখ শুকাইয়া গেল। হেমলতার দিকে অসহায়ের ন্যায় ফিরিয়া আড়ষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এইবার ঠ্যালা সাম্‌লা! বল্‌লাম— যাবোনা আমি!"

চন্দ্রাদেবী যে এতদূর চটিয়া উঠিবেন, তাহা হেমলতাও পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। ঠাণ্ডাজলকে লইয়া বেশ-একটু হাসি-ঠাট্টা চলিবে, ইহাই সে মনে করিয়াছিল। ক্রোধ-কঠিন কণ্ঠে নিবারণকে কহিল, 'ওই কাপড়, জামা, জুতো—সব ফিরিয়ে দিয়ে এসো, এখ্‌খুনি যাও—"

চন্দ্রাদেবী হাত তুলিয়া নিষেধ করিলেন—'না'! আমার সাম্‌নে ওইখানে—পুড়িয়ে সব ভস্ম করো!" বলিয়াই মন্দার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আমার একখানা কাপড় নিয়ে আয়তো, মন্দা, এনে নিবারণকে দে—ও ছাড়ুক ও-সব—"

নন্দা এতক্ষণ নিঃশব্দ হইয়া ছিল, এইবার কথা কহিল। বলিল, "দিয়েচেন একজন—থাকলেই বা!"

ইতিমধ্যে মন্দা কাপড় আনিতেই চন্দ্রাদেবী তাহার হাত হইতে কাপড়খানা টানিয়া লইয়া নিবারণের দিকে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আগুন দাও—"

তাহাই হইল। দেখিতে দেখিতে উপহৃত ওই কাপড়, জামা, জুতা— সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। অতঃপর চন্দ্রাদেবী নিবারণকে রেহাই দিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "এইবার দূর হও—" বলিয়াই সদর দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

নিবারণ বাঁচিয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া পিঠটান দিবে, হঠাৎ নন্দা প্রশ্ন করিল, "উনি খালাস পেলেন নাকি?"

নিবারণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। মুখচোখের নানারূপ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, "পাবে না আর! কত টাকা—এই এত্তো টাকা বউটার ভাইকে ঢেলে দিলে! অন্নদা আজ তো পাট্‌না চল্‌লো—সেখানে কারবার খুল্‌বে কি না! মস্তবড় অট্টালিকে কিনেচে—"

"তা কিনুক্! তুমি এখন নজরছাড়া হও দিকিনি! যাও—" চন্দ্রা-দেবী রুখিয়া উঠিলেন।

নিবারণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া কহিল, "এই যাচ্চি, এই যাচ্চি—" একবার পা তুলিয়াই হীরুর দিকে ফিরিয়া জিব্‌টা মুখের ভিতর একবার টানিয়া বলিয়া উঠিল, "কচি পাঁঠা? এঁ্যা, কচি?"

নিবারণের ভাবগতিক দেখিয়া নন্দা হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তুমি নেবে কাকাবাবু?"

"অঁ্যা! আমি, আমি? নাঃ—"

চন্দ্রাদেবীর গলা তখনো নামে নাই, তেম্‌নি রোষ-রুক্ষকণ্ঠেই তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, "নিয়ে যাও—" বলিয়াই অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

এক মুহূর্ত্তও আর অপব্যয় হইল না। চোখের পলকে হীরুর হাত হইতে মাংসটা ছোঁ মারিয়া ছিনাইয়া লইয়াই নিবারণ অদৃশ্য হইয়া গেল, যাইবার সময় হেমলতাকে হাত নাড়িয়া ডাকিয়া গেল—"আয়—"

হেমলতার বোধ করি মনের অবস্থাটা ভালো ছিল না, ঝাঁঝিয়া নিবারণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি পারবো না, পাম্নো—তুমি নিজে রাঁধোগে!" বলিয়া আর দাঁড়াইল না।

অঙ্গনের এক পার্শ্বে ওই ভস্মস্তূপ—নন্দা সেই দিকে একবার চাহিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তারপর সেও দালানে উঠিয়া গেল।

নন্দার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল সুরূপ, সে নিকটস্থ একটি ধানের মড়ায়ের আড়ালে নন্দাকে হাত নাড়িয়া ডাকিয়া অভিযোগ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "মাংসটা ফিরিয়ে দিলে—এ আবার তোমার কি খেয়াল ?"

নন্দা গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "খেয়াল নয়—খুব সত্যি !" চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করিয়া কহিল, "অতিবড় যা' লোভের জিনিষ, মানুষকে তা' ছাড়তে হয় !"

"ও ! তাই বুঝি !"

হাসিয়া উঠিয়া সুরূপ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে, সুমুখেই চন্দ্রাদেবী—তিনি খিড়্কীর ঘাট হইতে ফিরিতেছেন। সুরূপ থতমত খাইয়া গেল—যেন কি দোষ করিয়াছে, যেন কি অপরাধ করিয়াছে ! সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া পাশ কাটাইয়া গা ঢাকা দিল। নন্দার লক্ষ্য তাহা এড়াইল না, একমুখ হাসিয়া উঠিয়া পলায়ন-রত সুরূপকে শুনাইয়া চন্দ্রাদেবীকে কহিল, "চোর দেখ্‌লে, বড়মা ?" আর দাঁড়াইল না।

অন্যদিন হইলে হয়তো বা চন্দ্রাদেবীর মুখে একটু হাসি ফুটিত ; কিন্তু আজ তাঁহার সারা মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, দৃশ্যটা তাঁহার বিসদৃশ ঠেকিয়াছে। অধিকন্তু, যে-ধোঁকাটা তিনি এই কয়দিন ধরিয়া হাতে-পায়ে ঠেলিয়া দূরে রাখিয়াছেন, তাহা যেন এই মুহূর্ত্তে বিনা বাধায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহার বুকে পাথর হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে!

ক্ষণকাল তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর অন্যমনস্কভাবে দালানে উঠিয়া গেলেন।

সিংহাসন টলিয়াছে ! চন্দ্রদেবীর যে-বিশ্বাস নন্দার প্রতি এতদিন অবিচল বিরাজ করিতেছিল, আজ তাহাতে পচ্ ধরিল। দারোগা-

পিসির যে-সঙ্কেত তিনি এতদিন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহাই তিনি বরণ করিলেন—নন্দার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে সুরু করিলেন। অতঃপর, তাঁহার ভিতরকার উষ্ণপ্রস্রবণের মুখ সর্ব্বপ্রথম কোথায়, কবে, কেনই বা ছুটিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শুধু এইটুকুই বলি নাই—নন্দার জন্মপত্রিকায় সেই অশুভক্ষণ যদি দেখা না দিত!

আট

কয়েকদিন পরেই স্বরূপ বাড়ী চলিয়া গেল, তাহার ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে। এই কয়েকদিনের ভিতর নন্দা আর এদিকে আসে নাই, স্বরূপের সঙ্গে দেখা হইলে সে চোখ নামাইয়া চলিয়া যাইত—কত না অপরাধী!

কয়েকমাস অতিবাহিত হইয়াছে। স্বরূপ কলেজ হইতে সবে হোষ্টেলে ফিরিয়াছে, একখানা চিঠি পাইল। স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর। শিরোনামায় লেখা—'পূজনীয়।' স্বরূপ বিস্মিত হইল, কেননা—তাহার স্ত্রী লেখাপড়া জানেনা। খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতেই দেখিল, চিঠির নীচে লেখা—'আপনারই—নন্দা!'

নন্দা?

দুঃসহ পুলকে স্বরূপ শিহরিয়া উঠিল—নন্দার চিঠি! কলেজের খাতাখানা বিছানার উপর ফেলিয়াই চিঠিখানা পড়িতে লাগিল। চিঠির বিষয়বস্তু কি, তাহা জানিনা, তবে পড়াটা শেষ করিয়াই সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, যেন কি-এক দুর্লঙ্ঘ্য অস্বাভাবিক চিন্তায় সে তন্ময় হইয়া গিয়াছে, যেন পৃথিবীর কি-এক অনাবিষ্কৃত অপরিহার্য্য অনিয়ম অকস্মাৎ আজ লোকালয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! পত্রখানি আবার পড়িল, পড়িয়া আবার তেম্‌নি স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই দেখা গেল—তাহার মুখের রঙ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যেন জগতের চিরস্থায়ী প্রকৃতি সহসা তাহার বুকের ভিতর এক অকাল-সন্ধ্যার বাতি জ্বালিয়া তাহার জ্যোতিঃটুকু মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে! অতঃপর গায়ের জামাটা তাড়াতাড়ি খুলিয়াই চিঠিখানার জবাব লিখিয়া স্বহস্তে ডাকে ফেলিয়া দিয়া আসিল। যথা সময়ে নন্দার জবাব আসিল, স্বরূপও জবাব দিল। এইরূপ

প্রায় মাসখানেক পত্রবিনিময় চলিতে লাগিল – প্রতিসপ্তাহে দুইখানি পত্র একজনের নিকট হইতে আর একজনের নিকট আসা চাই-ই! পরস্পরের পত্রে কি কথা রহিত তাহা জানা নাই, তবে একদিন নন্দার একখানি পত্র পাইয়া স্বরূপের মনে হঠাৎ ঠেকিল—'নন্দা যেন একটু বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতেছে! না—অতটা ভালো নয়!' যাহারা তরুণ তাহাদের রক্ত নাকি কথায়-কথায় বিদ্রোহ তোলে, তাই স্বরূপেরও সতেজ শোণিত এক-কথায় বিদ্রোহ তুলিয়া বসিল এবং সে তৎক্ষণাৎ প্রতি-জবাবে একখানা লম্বা চিঠি লিখিয়া উপসংহারে লিখিল—'যা' হবার নয়, তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে দুঃখ পেতে হয়—এই দুঃখটা যাতে তুমি না পাও, তাই কোরো! চরিত্রকে শক্ত রাখ্‌তে মেয়েমানুষই শাসন কোরে রাখে পুরুষকে, এইজন্যেই তোমাদের নাম—নারী! আমার অনুরোধ—তুমি আমার কাছে নারী হয়েই থাক্‌বে, মেয়েমানুষ হয়ে নয়!'

চিঠিখানা যখন আসে নন্দা তখন বাড়ী ছিল না, চন্দ্রাদেবীর হাতেই উহা পড়ে। স্বরূপের হাতে ঠিকানা লেখা—চন্দ্রাদেবী চম্‌কিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, অতঃপর—

অতঃপর যে-কাণ্ডটা ঘটিল, তাহা অতি বিশ্রী। ভিতরে অগ্নিকাণ্ড চলিলেও চন্দ্রাদেবী এতদিন নিজেকে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ আর পারিলেন না। তখন বেলা এগারোটা, বিজনবাবু স্নান সারিয়া সবে আহ্নিকে বসিয়াছেন, চন্দ্রাদেবী রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধরিয়া বিজনবাবুর কাছে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"বাড়ীতে ধাড়ী মেয়ে পুষেচো কি, আমার নন্দার সর্ব্বনাশ করতে—"

বিজনবাবু হতভম্ব হইয়া গেলেন, পারুলবালা রান্নাঘরে ছিল—তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে দিদি—"

"আর 'দিদি' বল্‌তে হবে না—" চন্দ্রাদেবী মুখখানা বিকৃত করিয়
উঠিলেন, তারপর জ্বলন্ত চোখদু'টা পারুলবালার উপর নিবদ্ধ করিয়
বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্, চোখখেকি দেখ্—তোর মেয়ের কি কাণ্ড!"
বলিয়াই চিঠিখানা ফেলিয়া দিলেন।

স্বামী-স্ত্রী—উভয়েই চিঠিখানা পড়িল, পড়িয়া চুপ করিয়া রহিল—
যেন কৈফিয়ৎ দিবার কোন কথা নাই!

এম্‌নি সময়ে নন্দা বাড়ী ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়াই চন্দ্রাদে
ছোঁ মারিয়া পারুলবালার হাত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া তীক্ষ্ণক
প্রশ্ন করিলেন, "বলি, এসব কি?" বলিয়াই চিঠিখানা নন্দার গা
ফেলিয়া দিলেন।

বাহিরকার ঘরের সেই কাণ্ডের পর হইতেই নন্দা বড়মাকে এড়াই
আসিয়াছে, বড়মাও তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই, হঠাৎ আ
আবার তাঁহার সেইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া নন্দার বুকের ভিতরটা উড়ি
গেল! একটিবার তাঁহার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাইয়াই পত্রখানার উপ
নেত্রপাত করিল এবং দুই-এক ছত্র পড়িয়াই মুখটা নীচু করিল—
চিঠিখানাও হাত কাঁপিয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল।

চন্দ্রাদেবী ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বলি, এইজন্তেই বুঝি
স্বরূপের কাপড়টি কোঁচানো, খাবারটি সাজানো, পানটি সাজা—এই স
এতো দরদ?" হঠাৎ উত্তেজিতা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "পরের ঘর-ব
—তোমার হুঁস্ নেই, কালামুখি!"

পারুলবালার মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে নন্দা
কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নন্দার চোখ দিয়া জল পড়িল—টপ
টপ্, টপ্!

চন্দ্রাদেবীর গর্জ্জন পাড়াময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাড়ার মেয়ে

পুরুষ সকলেই ছুটিয়া আসিল—সকলের অগ্রে দারোগাপিসি। প্রবেশ করিয়াই তিনি সকৌতুকে প্রশ্ন করিলেন, "হলো কি একপ্রাণ ?"

এক পরমাত্মীয়া দেখা দিয়াছে ! তাঁহাকে দেখিয়াই চন্দ্রাদেবী যেন সহস্রমুখ বাহির করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কথা আমি এখন মাথায় রাখি একপ্রাণ ! যা' বলেছিলে—তা' ঠিক !" বলিয়াই স্বরূপের চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া দারোগাপিসির হাতে দিয়া কহিলেন, "এই দেখো—কি কাণ্ড !"

দারোগাপিসি চিঠিখানা পাঠ করিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তুমি দেখো. একপ্রাণ, তুমি দেখো ! গরীবের কথা এখন বাসি হয়েচে, এইবার যদি তোমার মিষ্টি লাগে !"

পাঁচীর-মা একটু সরিয়া আসিয়া কহিল, "আমরা একটু শুনতে পাইনে ?"

"সবাই পাবে !"—দারোগাপিসি সকলকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলিয়াই চিঠিখানার কথাটা তুলিলেন। পত্রে স্বরূপ যে নন্দার মুখে জুতা মারিয়াছে, এই কথাটার উপর বারংবার জোর দিয়া কহিলেন, "সবটা পড়্‌তে আমার ঘেন্না ধর্‌চে, একটুখানি তোমরা শোনো—" বলিয়া পত্রের উপসংহারটুকু উচ্চকণ্ঠে পড়িয়া সকলকে শোনাইলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জনতার ভিতর স্বরূপের ধন্যধন্য পড়িয়া গেল। মেয়ে-পুরুষ—সকলেরই মুখে স্বরূপের প্রশংসা আর ধরে না ! সকলের পশ্চাতে রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া ছিল মন্দা আর হেমলতা। দেখা গেল, তাহারা যেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া পড়িয়াছে ! মন্দা নেহাৎ অকারণেই হেমলতাকে এক ধাক্কা মারিয়া বলিয়া উঠিল, "কাকীমাটা যেন কি !—নন্দাকে টেনে নিয়ে যাচ্চে না কেন ?"

হেমলতা নন্দার দিকে মুখ ফিরাইতেই নন্দা ফোঁপাইয়া উঠিল। হেমলতা ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইল।

স্বরূপের সঙ্গীরা, তাহারাও উঠানের একধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বাক্যহীন, নিস্তব্ধ, অচঞ্চল হইয়া রহিল কেবল—তাহারাই।

দারোগাপিসি আজ দিন পাইয়াছেন। চট্ করিয়া নন্দার দিকে ফিরিয়া এক বিষবাণ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, "দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আর চোখের জল ফেল্‌লে কি হবে, বলো! স্বরূপতো আর নোচ্চা নয়!"

চন্দ্রাদেবী দাঁতে দাঁত রাখিয়া নন্দার প্রতি মারমুখ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ইচ্ছে করে—"

"যা-তা ইচ্ছে কর্‌লে তো হবে না, একপ্রাণ! হাজার হোক্, তোমার দ্যাওরঝি—আঁতের সামিগ্রী!"—দারোগাপিসি বাধা দিলেন, দিয়াই চন্দ্রাদেবীর প্রতি এক অর্থসূচক কটাক্ষ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বলিয়া উঠিলেন, "এক কাজ করো! কল্‌কাতায় আছে 'হাড়কাটা-গলি'—সেখানে ওকে পাঠিয়ে দাও—"

পারুলবালার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ নন্দাকে টানিয়া লইয়া নিজেদের ঘরে গিয়া উঠিল।

ছোকরাদের দলে তখন এক বিলোড়ন উঠিয়াছে। অতুল সহসা বাড়ীখানা যেন ফাটাইয়া ফেলিল। দারোগাপিসিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি আগে মরো, তারপর দেখে নেবো— কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে, কে তোমাকে গঙ্গা দেয়—" বলিয়াই সঙ্গীদের ডাকিয়া সক্রোধে সদলে বাহির হইয়া গেল।

দারোগাপিসি সভয়ে ওইদিকটায় তাকাইয়া আপনমনে বলিয়া উঠিলেন, "মর্ মুখপোড়া, তোর বুকে কি আমি ভাতের তৌলো নামিয়েচি?"

ভীড়ের ভিতর একটি আট-দশ বছরের ছেলে ছিল, গ্রামের ভিতর সে নাকি পাশ-করা দুর্দ্দান্ত ছেলে। দারোগাপিসির কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই, গলার এক রকম স্বর বাহির করিয়া আওয়াজ করিয়া উঠিল —"দারোগাপিসি—কু-উ—উ" তারপর গোটাকয়েক লাফ মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দারোগাপিসির মুখখানা রোষে ও অপমানে অন্ধকার হইয়াই ছিল, দাতমুখ খিচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোর মায়ের কোল শোন্যহোক্—কোন্ শোন্য হোক—কোল শোন্য হোক্—"

"ছেলেমানুষ বলেচে—বল্‌লেই বা, দারোগাপিসি! অমন করে কুচিয়ে কি গাল দিতে হয়—" বলিতে-বলিতে একটি অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক রাগিয়া বাহির হইয়া গেল। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও আর অপেক্ষা করিল না, যাইবার সময় আর-একজন বলিয়া গেল—"ছেলে হয়নি, ছেলের মর্ম্ম ও কি বুঝবে!"

পুরুষদের গলায় তখন বিষম কাশি উঠিয়াছে, তার বর্দ্ধিত বেগ তাহাদিগকেও আর দাঁড়াইতে দিল না।

দাঁড়াইয়া রহিলেন কেবলমাত্র চন্দ্রাদেবী আর দারোগাপিসি। চন্দ্রাদেবী একমনে কি ভাবিতেছিলেন, সহসা দারোগাপিসির দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নিবারণকে একবার ডাকতে পারো, একপ্রাণ? ডাকোতো—"

দারোগাপিসির দৃষ্টি সপ্রশ্ন হইতেই চন্দ্রাদেবী অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "নিবারণকে একবার কল্‌কাতায় পাঠাতে হবে—"

দারোগাপিসির মুখে যুগপৎ আক্রোশ, নিষ্ঠুরতা ও এই সবের আসন্ন পরিতৃপ্তির রঙ্ দেখা দিল। চন্দ্রাদেবীর কাছে সরিয়া আসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "হাড়কাটা-গলির কথাটা যা' বল্‌লাম—সেই সব ঠিক্ কর্‌তে বুঝি?"

"না। স্বরূপের কাছে যাবে—শতেকখোয়ারীর খোয়ার আর স্বরূপের সুখ্যাতিটা নিবারণ গিয়ে একবার তাকে বলে আসুক—" গলায় জোর দিয়া কথাটা বলিয়াই উঠানের মাটি কাঁপাইয়া চন্দ্রাদেবী দালানে গিয়া উঠিলেন।

বাক্যটির গতির ঠিক মুখেই যে মানুষটি, সে তখন পাষাণ-প্রতিমার মতো স্তব্ধ কক্ষের ভিতর ততোধিক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া—তাহার চোখে আর জলও নাই, মুখে সরমও নাই! পারুলবালা ছিল কাছে দাঁড়াইয়া—সেও নিঃশব্দে তাকাইয়া মেয়েটির মুখের প্রতি, যেন কখন্ কোন্ বিস্মৃত মুহূর্তে তাহার দৃষ্টির পুরোভাগে এক নিষ্প্রাণ প্রতিমার আবরণ উঠিয়াছে, যাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে তাহারই আরতি! চন্দ্রাদেবীর উচ্চকণ্ঠ কানে আসিতেই পারুলবালা চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "না-হয় একটু কাঁদ, নন্দা! চোখের জল পড়ুক্—মনটা খানিক হাল্কা হবে!" বলিয়া নিজেই চোখে কাপড় তুলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল!

নয়

ঘটুকালির ব্যবসাটা গ্রামে মন্দা পড়িয়াছিল, তাই কলিকাতার সহরে গিয়া উহা একবার পরখ্ করে—এই বাসনা নিবারণের মনে অনেকদিন হইতেই উঁকি মারিতেছিল। চন্দ্রাদেবীর এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধে সে আনন্দে মাতিয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া জামাইবাবুর 'হোটেল,' কতই না বাবু-বাবু ছেলে সেখানে কিল্‌বিল করে! কিন্তু—

কিন্তু, সব মাটি করিল হেমলতা! তাহার ঠাণ্ডাজল, তার শান্তির কাহিনীর ঢাক যে তাহারই বাবা বহিয়া বেড়াইবে, তাহা সে প্রাণান্তে সহ্য করিবে না! চন্দ্রাদেবীর কাছে উপদেশ ও পাথেয় লইয়া নিবারণ যখন কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন হেমলতাও কোমর বাঁধিল। নিষেধ-কঠিন কণ্ঠে কহিল, "তোমার যাওয়া হবে না, বাবা!"

নিবারণ বিস্ময়ে কহিল, "কেন রে?"

"নন্দা আমার ঠাণ্ডাজল, তা' তুমি জানো?"

"তা' আবার জানিনে!"

"তোমার আমি মেয়ে, একথাও তুমি জানো?"

নিবারণ চোখেমুখে ঝড় তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "কি যে তুই বলিস্! তোর গর্ভধারিণী জান্‌তো, আর আমি জানিনে! তুই আমাকে 'বাবা' বলিস্!"

"তবে, তুমি জ্যাঠাইমাকে বলে এসো—'আমি যাবো না'।"

নিবারণ মুস্কিলে পড়িল—সে যে ঘটকালির সুযোগ পাইয়াছে, কলিকাতার সহরে!, মেয়েটার মুখের দিকে তাকাইয়াও ছাই আর কোনো-কিছু বলা চলে না, যেন ও সাক্ষাৎ রণচণ্ডী! একটু ইতস্ততঃ করিয়া

মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে মরি-মরি করিয়া বলিয়া ফেলিল, "এইবারটি যা' যাবো, তারপর আবার যাই - রাম বলো!" একটা ঢোক গিলিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "মন্দার মা বল্‌চে কিনা—তাই! নইলে, কোন্ শালা যেতো!"

নিবারণের মনের ভাব দেখিয়া হেমলতার মুখখানা ক্রোধে অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি ছাড়া গাঁয়ে কি আর মানুষ নেই?"

নিবারণ ভুল করে না। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বস্তা—বস্তা—"

"তুমিই বা তবে যাবে কেন?" হেমলতা নিবারণের মুখের উপর এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বলিয়া উঠিল, "সেখানে একপাল ছেলে, তারা কলেজের পড়ুয়া—মেয়েমানুষকে তারা বোঝে না —তাদের কাছে গিয়ে তুমি আমার ঠাণ্ডাজলের যে মুখ্ পুড়িয়ে দেবে—আমি চাইনে, বাবা!"

নিবারণ হাতে তালি মারিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা-হা! সেইজন্যেই তো যাওয়া! একপাল ছেলে, ডাগর-ডাগর, বাবু-বাবু—ঘট্‌কালি ঘট্‌কালি—" বলিয়াই কাবুলিওয়ালার খাতার মত একখানা খাতা দেখাইয়া প্রচণ্ড উৎসাহে পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "এই খাতায় সব্বায়ের নাম, ধাম, ঠিকানা উঠিয়ে নেবো—বুঝ্‌লি?"

"আমার নিষেধটা তা' হলে ভেসেই গেলো?—" হেমলতার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল এবং সেই দৃষ্টি নিবারণের মুখে নিবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ্! এইবার থেকে কে হাঁড়ি ধরে তাই দেখা যাবে!"

নিবারণ এইবার দমিয়া গেল। ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল "ও-কথা কি বল্‌তে আছে—"

"তুমি যাবে কেন?"

"যাবো না তো! দূর্, তাই কি যাই!"

হেমলতা চুপ করিয়া রহিল।

নিবারণ আপমনে বলিয়া উঠিল, "মনই তো আমার—নাঃ, যাবোই না।" বলিয়া কোঁচার খুঁট হইতে দুইটি টাকা খুলিয়া বাজাইতে-বাজাইতে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রাদেবী রোয়াকে দাঁড়াইয়া ছিলেন, নিবারণ ঝনাৎ করিয়া টাকা দুইটা ফেলিয়া দিয়া গোটা কতক হাই তুলিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "যাওয়া হলো না, বউঠাকুরুণ—

চন্দ্রাদেবী সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাইতেই নিবারণ নিজেই নিজের নাড়ী টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার জ্বর হবে—"

"শরীর খারাপ হয়েচে নাকি ?"

"হয়নি, কিন্তু হবে !" নিবারণ মুখখানা বিষন্ন করিয়া একবার চন্দ্রাদেবীর দিকে তাকাইয়াই সুরু করিল, "হেম বল্লে—'কল্‌কাতায় যেয়োনা খবরদার !' না শুনে যদি যাই, হেম—উঁ-হুঁহুঁ, হাঁড়িটি সে আর ধরচে না ! তা' হলেই, বউঠাকুরুণ, আমার ভাত বন্ধ ! তা' হলেই, বউ—"

কথাটা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই, চন্দ্রাদেবী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হুঁ ! বুঝিচি ভেতরে-ভেতরে সব ষড়যন্ত্র চল্‌চে—" নন্দাদের রন্ধনশালার দিকে মুখটা ফিরাইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাঙ্‌চি দেওয়া হয়েচে ! দিয়ে কি ঠেকিয়ে রাখ্‌বি, কালামুখি ! বলি, নিবারণ-ঘটক ছাড়া গাঁয়ে লোক কি আর নেই—আচ্ছা !" বলিতে-বলিতে তিনি ক্ষিপ্তার স্থায় দালানে ঢুকিয়া পড়িলেন। নিবারণও সেই সুযোগে পিঠটান দিল।

পারুলবালা তখন খিড়্‌কির ঘাটে গিয়াছিল, বিজনবাবুও বাড়ী ছিলেন না। নন্দা রান্নাঘরে বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল। সে চম্‌কিয়া

উঠিল। অতঃপর ব্যাপারটা কি এবং কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আর তার বুঝিতে বাকি রহিল না। বড়মা চোখের আড়াল হইতেই সে চুপি-চুপি বাহির হইয়া গেল এবং হেমলতাকে গিয়া কহিল, "বড়মা একটু চুপ করেছিল, আবার তুই কি কর্‌লি বল্‌তো?"

সেই কাণ্ডের পর উভয়ের এই প্রথম সাক্ষাৎ। নন্দার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে, হেমলতার বুকে যেন এক রুদ্ধ-রোদনের মুখ খুলিয়া গেল। চোখমুখ রাঙা করিয়া ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "কি করেচি আমি, করেচি কি?"

হেমলতার বুকের ভিতরটা নন্দার চোখে দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "জ্যাঠাবাবুকে কল্‌কাতায় যেতেই হবে!"

হেমলতা এবার যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। কহিল, "মুখটা তা' হলে সেখানেও ভালো কোরে পোড়ে, কেমন?"

হঠাৎ যেন-এক নিস্তেজ বিদ্যুৎ নন্দার মুখে শিহরণ তুলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে-ভাবটা চাপিয়া নন্দা জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "মুখ যার পোড়ে, তার এখানেও পোড়ে, সেখানেও পোড়ে!" পরক্ষণেই মুখের ভাবটা পরিবর্তিত করিয়া গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "একটা কথা তোকে বলি ঠাণ্ডাজল! উনি চিঠি দিয়েচেন, কিন্তু জবাব পেলেন না, না পেয়ে উনি কি করবেন, জানিস্‌— আবার চিঠি! আর, সেই চিঠি বড়মার হাতে যদি আবার পড়ে?" এক আশঙ্কাসূচক কটাক্ষ করিয়াই পুনশ্চ কহিল, "এখানকার এই সব খবর খুঁটিয়ে তাঁর কানে ওঠাই ভালো, যত শীগগীর হয়!"

কথাটা বুঝিবা তর্ক করিয়া উড়াইয়া দিবার নয়, তাই হেমলতা চুপ করিয়া-রহিল।

নন্দা এইবার একটু হাসিল, হাসিয়া সুরু করিল, "তুই বল্‌চিস, সেখানেও আমার মুখ পুড়বে—তাই যদি পোড়ে তাতে আমার কি ?—আমার পোড়ামুখ, তার ছবি দেখ্‌বেন তিনিই বেশি কোরে !"

অদূরে ঘরের দুয়ারে নিবারণ 'পাত্র-পাত্রীর' সেরেস্তা খুলিয়া বসিয়া ছিল, কোনো দিকেই তার তখন মনোযোগ ছিল না, হেমলতা তাহার কাছে গিয়া কলিকাতায় যাইবার নিষেধটা তুলিয়া লইল। নিবারণ লাফাইয়া উঠিল, তখন তার আনন্দ দেখে কে ! আর একমুহূর্ত্তও দেরি করিল না, তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাদেবীর কাছে এই সুসংবাদটা দিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। নন্দারও বুঝি আর অপেক্ষা করা চলে না, সেও যেমন পিছন ফিরিয়া পা বাড়াইবে, হেমলতা দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কথাটা সত্যি হলেও আমি বল্‌বো—মিথ্যে !"

নন্দা একটিবার ফিরিল, তারপর হেমলতার প্রতি একবার শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াই বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ইহাই সুস্পষ্ট হইল যে, তাহার সেই নিক্ষিপ্ত দৃষ্টি, সে-দৃষ্টিতে হেমলতার 'সত্যপাঠের' স্বীকৃতিও নাই, প্রতিবাদও নাই।

নিবারণ চন্দ্রাদেবীর নিকট হইতে রাহাখরচ ফিরাইয়া আনিয়া যখন বাড়ী ঢুকিল, তখন তাহার উৎসাহ ও আহ্লাদের আর পরিসীমা ছিল না—বউঠাকরুণ বলিয়াছেন, যদি সে গুছাইয়া সমস্ত কথা বলিতে পারে, জামাইবাবু তাহাকে 'বক্‌শিস্‌' দিবে ! কলিকাতার চেহারা, তার পথ-ঘাট পূর্ব্বে আর কোনো দিন সে দেখে নাই, গ্রামের যাহারা গিয়াছে তাহাদের নিকট সমস্ত জানিয়া-শুনিয়া অনতিবিলম্বেই শ্রীদুর্গা বলিয়া নিবারণ যাত্রা করিল—কাঁধে ভাঁজকরা উড়ুনি, বগলে ছাতা আর সেই 'পাত্র-পাত্রীর' হৃষ্টপুষ্ট খাতাখানা।

নিবারণ হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়াই একজন টিকিট-কলেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই, আপনি জামাইবাবুর হোটেল জানেন ?"

টিকিট-কলেক্টর একটু কড়া-মেজাজের লোক! বাঙালী হইলেও বাঙালীর সঙ্গে বাংলায় কথা কন্ না—উচ্চকণ্ঠে ইংরাজিতে কি বলিয়া নিবারণের হাত হইতে টিকিটখানা লইয়া ঠেলা মারিয়া তাহাকে গেটের বাহির করিয়া দিল। নিবারণও ছাড়িবার পাত্র নয়, বগলের ছাতা ও খাতাখানা সাম্‌লাইতে-সাম্‌লাইতে একটু আড়ালে আসিয়াই সে মনে-মনে লোকটার শ্রাদ্ধ করিয়া তবে ছাড়িল। অতঃপর জনস্রোতের সঙ্গে ষ্টেশনের বাহির হইয়া আসিল, আসিয়া দেখিল—বাপ্ কি বিশ্রী গোলমেলে কাণ্ড! চারিদিকেই যে বড়-বড় মেলা—ঝাঁপান, মোচ্ছব, চড়ক, রথ, আষাঢ়-নউমী! নিবারণ হুঁসিয়ার লোক, সে দমিল না—ভগবান্ যদি দিন দেন তাহা হইলে, এই সব মেলাতলাতেই যে তাহাকে কারবার খুলিতে হইবে! বই হাতে করিয়া একটি ছেলে নিবারণের পাশ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই তার মুখখানা আকস্মিক এক আনন্দে চক্‌চক করিয়া উঠিল। চট্ করিয়া তার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "তুমি তো জামাইবাবুর হোটেলে যাবে?"

ছেলেটি হতভম্ব হইয়া গেল, নিবারণের দিকে সবিস্ময়ে তাকাইতেই সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি তো আচ্ছা বোকা লেড়্কা হে—" কলিকাতায় আসিয়া হিন্দী কথা কহিতে হয়, নিবারণ তাহা শিখিয়া আসিয়াছে।

ছেলেটি ঠাণ্ডা। মৃদুকণ্ঠে কহিল "হাত ছাড়ুন! কি বল্‌তে চান আপ্‌নি?"

নিবারণ এইবার একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। দুই-একবার মাথা চুলকাইয়া ছেলেটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তোমার বিয়ে হয়েচে?"

"না।"

নিবারণের উৎসাহ এবার আর দেখে কে! তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "জামাইবাবুর হোটেল, সেইখানেই তুমি তো থাকো?"

"জামাইবাবুর হোটেল?"

"তুমি কি পাড়াগেঁয়ে? জামাইবাবুর হোটেল তুমি চেনো না?"

ছেলেটি আর কথান্তর না করিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইল। কিন্তু, নিবারণ তাহাকে ছাড়িল না, দ্রুতপদে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, দাঁড়াও—দাঁড়াও—" বলিয়া উড়ুনির খুঁট খুলিয়া এক টুকরা কাগজ দেখাইয়া কহিল, "দেখো দিকিন্—"

চন্দ্রাদেবী ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া ছেলেটি সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "হোষ্টেল—তাই বলুন!" মুখ তুলিয়া এক স্মিত কটাক্ষ করিয়া কহিল, "যাবেন আপনি? আচ্ছা আসুন, আমিও যাচ্ছি ওই দিকে—"

উভয়ে ট্রামে উঠিয়া পড়িল। অতঃপর ছেলেটি নিবারণকে স্বরূপের হোষ্টেলের মুখে নামাইয়া দিয়া স্বীয় গন্তব্যপথে চলিয়া গেল।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা! নিবারণ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনের ভিতর এক সন্দেহ উঁকি মারিল—এটা উঁকি হোটেল? হোটেল—সে তো অনেক দেখিয়াছে! এত বড় বাড়ী—উঁহুঁ, তা' তো নয়! খড়ের চালা, বাঁশের খুঁটি—সে-সব কৈ? এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিতে-ভাবিতে নিবারণ সাহস করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল—সম্মুখেই স্বরূপ!

স্বরূপ বিস্ময়ে ও সংশয়ে চমকিয়া উঠিল! স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিবারণের এই আকস্মিক আগমনের হেতু প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই, নিবারণ যেন সহস্র মুখ বাহির করিয়া বলিয়া গেল,—স্বরূপের পত্রের কাহিনী, তাহার সুখ্যাতির ঘটা, আর—নন্দার লাঞ্ছনার ইতিহাস! কিছুই বাদ পড়িল না।

স্বরূপের মুখখানা স্থির, নিস্পন্দ হইয়া গেল। বুঝিবা, এই কথাটাই সে ভাবিতে লাগিল—কোলাহলে ভরা এই ধরিত্রী, ইহার চঞ্চল-চল বক্ষে কোনোও দিন এক স্বর্ণমূর্ত্তির নির্মাণ হইয়াছিল—যুগযুগের অবিশ্রাম স্তবস্তোত্রেও এতকাল তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, হয়তো বা আকস্মিক এক অতি-দুর্লভ মুহূর্ত্তে একমাত্র তাহারই একটি ছোট্ট কথায় সেই মূর্ত্তিটির স্বর্ণ-অঙ্গে স্পন্দন আসিয়াছিল—তাহারই সে গলা টিপিয়া ধরিয়াছে!

ভৃত্য আসিয়া কহিল, "বাবু, দোকানে যাচ্চি—আপনার কিছু—"

"হ্যাঁ—" স্বরূপ নিবারণকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এঁর জন্যে খাবার আন্‌তে হবে—" বলিয়াই উঠিয়া সার্টের পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া একটি টাকা ফেলিয়া দিল।

ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, "এক টাকার?"

স্বরূপ অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল—'হুঁ।'

ভৃত্য বাহির হইয়া গেল। স্বরূপ অকারণে টেবিলের বইগুলা একবার নাড়াচাড়া করিয়া রাস্তার ধারের একটা জানালায় মুখ রাখিয়া দাঁড়াইল।

এই অবকাশে নিবারণ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। চক্‌চকে বারান্দা—বারান্দায় মুখ দেখা যায়! সেই বারান্দার কোলে-কোলে সারি-সারি ঘর—ঘরে খাট, টেবিল, চেয়ার, ধব্‌ধবে বিছানা। প্রত্যেকটি ঘর অবিকল জামাইবাবুর ঘরটির মত—ইস্, বাবু-বাবু ছেলে কতো! কাহারো মুখে সিগারেট, কাহারো মুখে মিহিসুরে গান! কি রঙ্ তাহাদের—টক্‌টকে, রূপে যেন কার্ত্তিক! নিবারণের লোভ হইল—তাহার ব্যবসাটা যদি এই মহলে সে একটিবার খুলিতে পায়! মাথায় এই কথাটা আসিতেই সে হাত নাড়িয়া কয়েকটি ছেলেকে ডাকিয়া আনিয়া স্বরূপের ঘরে প্রবেশ

করিল। স্বরূপ তখনো তেম্‌নিভাবেই দাঁড়াইয়া—স্তব্ধ, স্থির! নিবারণের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাত নাই, সে তাড়াতাড়ি তাহার সেই খাতাখানা বাহির করিয়া ছেলেগুলির—নাম, নিবাস, পিতার নাম, ঠিকুজি-কোষ্ঠীর বিবরণ ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিল। ছেলেরা প্রথমে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়াই খুন! স্বরূপ এইদিকটায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখখানা লজ্জায় ও রাগে লাল হইয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—'ইডিয়ট্!'

নিবারণ ইংরাজি জানে না, কিন্তু সে পাকা লোক। উচ্চ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ ছেলেদের প্রতি এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! ও-সব আমার হাতে অনেক! মা-কালী যদি দিন দেন, আপ্‌নাদের সক্কলকার জন্যে ওইসব এক-একটি ইডিয়ট্—বুঝেচেন, বাবু?"

নিবারণকে লইয়া মস্ত এক প্রহসন সুরু হইল। লোকটার হাত হইতে নিস্তার পাইলে স্বরূপ বাঁচে, তাহার যেন মাথা কাটা যাইতেছে! ইত্যবসরে ভৃত্য খাবার লইয়া আসিল। নানাবিধ সামগ্রী—নিবারণ মহাখুসি! সে মনে করিল, জামাইবাবু তাহার প্রতি বড়ই প্রসন্ন হইয়াছে। ঘট্‌কালির চিন্তাটা আপাততঃ মন হইতে সরাইয়া নিবারণ এদিকটায় মন দিল। ছেলের দলও মুখে কাপড় গুঁজিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া নিবারণ জামাইবাবুর নিকট বক্‌শিস চাহিল। স্বরূপ্ বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইতেই সে একগাল হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার জয়-জয়কার, নন্দা ছুঁড়ির ছিছাকার—"

"এই খবর নিয়ে এসেচেন বোলে?"

"হ্যাঁ, তোমার শাশুড়ী নিশ্চয় কোরে বোঝে দিয়েচে—নিবারণ, তুমি বক্‌শিস পাবে—"

স্বরূপের মুখখানা হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। একটুখানি কি ভাবিয়া পকেট হইতে পাঁচটি টাকা নিবারণের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াই সরিয়া গেল। নিবারণও প্রসন্নমনে 'শ্রীদুর্গা' স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

মাস কয়েক পরেই পূজার ছুটি! স্বরূপ বাড়ী আসিল। যথারীতি চন্দ্রাদেবী পাল্কী পাঠাইলেন, কিন্তু স্বরূপ গেলনা—পরীক্ষা আসন্ন! নিয়মের এই ব্যতিক্রম অদ্যাবধি আর কোনোও ক্ষেত্রে ঘটেনি, ঘটিল এইবার। পরীক্ষার দোহাই, কাজেই কোন কথাই আর এ-বাড়ীতে উঠিল না। কিন্তু, নন্দার মনের ভিতর যেন একটা ঘা পড়িল। সে কি মনে করিয়া হেমলতাকে গিয়া কহিল, "ওঁর যেন সব বাড়াবাড়ি—"

হেমলতা যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া কহিল, "কার?"

"ওই ওঁর?"

"তার মানে?"

"আবার কার— তোদের জামাইবাবুর—"

হেমলতা একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তোর বুঝি নয়?"

নন্দার মুখখানা ঝুলিয়া পড়িল। হেমলতা তাড়াতাড়ি তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, সারা মুখ এক সুস্পষ্ট বেদনায় ভারি হইয়া উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "জানি, ঠাণ্ডা! ও অধিকারটুকুও রাখ্‌তে তুই চাস্‌না, কিন্তু তোর ভেতরটাকে ফাঁকি

দিবি কি করে, ভাই!" একটু থামিয়াই পুনশ্চ কহিল, "বাড়াবাড়ি? না, হয়তো তা' নয়, হয়তো সত্যিই তাই—পরীক্ষার জন্তে—"

"না। সে জন্তে নয়। তুই ছাই জানিস্, তুই ওঁকে ছাই বুঝিস্—"

কথাটা বলিয়াই নন্দা জিব্ কাটিল, যেন কতই না সে গর্হিৎ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে! তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, "দোষঘাট আমিই না-হয় করেচি, কিন্তু মন্দা?"

"হুঁ! তারপর—"

"একদিনের জন্তেও আসা তাঁর উচিৎ ছিল! একটা দিন এখানে এসে কাটালে, পড়াশুনোর এমন কিছু ক্ষতি হতো না!" বলিয়াই নন্দা হেমলতার মুখের দিকে একবার তাকাইল। পরক্ষণেই আবার বলিয়া উঠিল, "আর কিছু নয়—লজ্জাটা ওঁর চেপেই যাবে। পরীক্ষা দিয়েও হয়তো আর এমুখো হ'তে পারবেন না!"

মানুষের অন্তরে যদিই বা কোনোদিন চন্দনতরুর জন্ম হয়, তাহা হয় একমাত্র অতিবড় দুঃখের দিনে, যেদিন তাহার অন্তঃস্থলে অত্যুগ্র বেদনার ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুরই চিহ্ন থাকে না। এই চন্দনতরুর সৌরভ হেমলতা বুঝিবা নন্দার বুকের ভিতর হইতে পাইয়াছিল, তাই এইসূত্রে আরও অনেক কথা তাহার বলিবার থাকিলেও সে চাপিয়া গেল। শুধুই কহিল, "পারবে, ঠাণ্ডা! শ্বশুর-বাড়ীর জামাই-জাত্‌টাকে তুই চিনিস্ না —ওদের প্রতিজ্ঞাও যেমন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার ঘটাও তেম্‌নি! লজ্জা-সরম, তার ধার—বড় একটা ওঁরা ধারেন না!" বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেল।

নন্দা একটু হাসিল। তারপর নতমুখে চলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য, হেমলতার কথাটাই ঠিক হইল। পরীক্ষা দিয়াই স্বরূপ শ্বশুরবাড়ী আসিল। আসিয়া দেখিল, ওই দুইটি গৃহস্থের ভিতর বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ।

নন্দা আর সুরূপের সম্মুখে বাহির হয়না, দৈবাৎ যদিই বা কোনো দিন মুখে মুখ পড়ে সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়—এক ব্যথিত, কম্পিত, শঙ্কিত মুখ!

কিন্তু, মুস্কিল বাধিল সুরূপকে লইয়া। এক হাল্‌কা-তরুণ মুখচ্ছবি লইয়াই সে একদিন এই বাড়ীতে আসিয়াছিল, এবং দিনের পর দিন, কতদিনই না কাটিয়া গিয়াছে—তাহার মুখের ওই বিশেষ ভাবটির বিকৃতি কোনো দিন কাহারো চক্ষে পড়ে নাই! কিন্তু, এইবার যেন সে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। মুখে হাসি তো দূরের কথা, সে যেন সর্ব্বক্ষণই গম্ভীর, অন্যমনস্ক, ম্লান! পূর্ব্বেকার মতোই পাড়ার মেয়েরা আসে, কিন্তু নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়—অভ্যর্থনার সমাদর তাহারা আর পায় না! এ-বাড়ী-ওবাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ আসে—তাহাও হয় বৃথা!

ব্যাপারটা লইয়া পাড়ায় বেশ-একটু আলোচনা চলিল। চন্দ্রাদেবী দুশ্চিন্তায় পড়িলেন—তাঁহার অমন জামাই, এমন হইল কেন? সকলকার অপেক্ষা যেন বেশি অস্থির হইয়া উঠিলেন দারোগাপিসি। তিনি চন্দ্রাদেবীকে আসিয়া কহিলেন, "একপ্রাণ, আমি কিছু ভালো বুঝ্‌ চিনে—তুমি রোঝা নিয়ে এসো—"

আতঙ্কে চন্দ্রাদেবীর মুখখানা শুকাইয়া গেল। দারোগাপিসির দিকে চাহিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সমুদায় লক্ষণই বর্ত্তমান—জামায়ের ওপর মন্তর-তন্তর হয়েচে!"

"কি হবে একপ্রাণ, তা' হলে—"

"ঝাড়ান্ ঝোড়ন করো—"

চন্দ্রাদেবী অসহায়ার ন্যায় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমার এমন সর্ব্বনাশ কে কোর্‌লে, একপ্রাণ?"

দারোগাপিসি মুখের একপ্রকার ভঙ্গী করিয়া গলা চাপিয়া বলিয়া

উঠিলেন, "আহা-হা! তুমি যেন কোম্পানীর 'ডক্' থেকে নাম্‌লে—কিছুই যেন জানো না!"

"নন্দা?"—চন্দ্রাদেবী চম্‌কিয়া উঠিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে দারগাপিসি শ্লেষ-বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আর 'টস্' কোরো না! আবার আদর কোরে মুখে উচ্চারণ করা হচ্ছে—'নন্দা!" বলিয়াই তেম্‌নি বিকৃত মুখের বাহার তুলিয়া চলিয়া গেলেন।

কথাটা হইতেছিল, রান্নাঘরের দুয়ারে, নিরালায়। চন্দ্রাদেবী গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু, সে বেশিক্ষণ নয়। তাঁহার মনের ভিতর তখন বুঝিবা প্রলয়কাণ্ড চলিতেছিল—নন্দা-শতেকখোয়ারীর এই কাজ? হঠাৎ উত্তেজিতা হইয়া উঠিয়া পড়িয়া উঠানে আসিয়া নন্দাকে গালি-গালাজ করিতে সুরু করিলেন। চন্দ্রাদেবীর ছোটখাটো কটুবাক্য নন্দার প্রতি প্রায় প্রতিদিনই বর্ষিত হয়, এবং ওই দুর্ব্বল গৃহস্থের কেহই প্রতিবাদকল্পে মুখ খোলে না। কিন্তু, আজ এই-এক নূতন জঘন্য অভিযোগের প্রতিবাদের বুঝিবা প্রয়োজন ছিল, তাই পারুলবালা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে তখন ঘরে বসিয়া কি করিতেছিল, বাহির হইতেই বিজনবাবু নিষেধ করিলেন—"না, যেয়োনা।"

পারুলবালা কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া বলিয়া উঠিল, "একটা কথাও ক'বো না?"

হাসিয়া বিজনবাবু কহিলেন, "না। পারো তো—ওই গালাগাল শুনে আমার কাছে দুদণ্ড হাসো!"

পারুলবালা স্বামীর অবাধ্য কোনোদিন হয় নাই, আজও হইল না। নিরস্ত হইল। কিন্তু স্বামীর নির্দ্দেশ মতো মুখে হাসি তাহার আসিল না। ক্ষোভে দুঃখে ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় কহিল, "কিন্তু, এই সমস্ত খোয়ার দণ্ডে-দণ্ডে আমাদের শুন্‌তে হবে?"

"ক্ষতি কি? উনি তো আমাদের গুরুজন—"

"তাই বোলে, উনি অপমান করবেন, আর পাড়াশুদ্ধ লোক জড়ো হয়ে হাস্‌বে, কেননা তুমি গরীব!"

তৎক্ষণাৎ বিজনবাবুর মুখের উপর যেন এক স্নিগ্ধ আলোকপাত হইল। স্ত্রীর দিকে স্থির নেত্র হইয়া চাহিয়া থাকিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার সব কথা শুন্‌তে রাজি আছি, পারুল, কেবল ওই কথাটা নয়!" একটু গলা ঝাড়িয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "যার ঘরে পারুল, যার ঘরে নন্দা —সে গরীব? লক্ষ্মীকেও আমি কিন্‌তে পারি, তা জানো?"

আর বুঝি কথা চলেনা—পারুলবালা লজ্জায় ও গর্ব্বে মুখখানা রাঙা করিয়া আল্‌নার কাপড়গুলা অকারণে ফেলিয়া ছড়াইয়া আবার গুছাইতে লাগিল। কলহে প্রতিপক্ষ নাই—চন্দ্রাদেবীরও রণ, 'অধিকক্ষণ আর স্থায়ী হইল না। তিনি হন্‌হন্ করিয়া দালানে উঠিয়া গেলেন, দেখিলেন— নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সুরূপ।

জামাতার মুখের উপর চোখ পড়িতেই চন্দ্রাদেবী থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখখানা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তারপর আতঙ্কে শিহরিয়া অস্ফুটকণ্ঠে আপনমনে বলিয়া উঠিলেন, "তাই তো! লক্ষণ রগ্-রগ্ করচে!" অতঃপর এক স্নেহ-কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "মরে যাই বাবা! এই রোঝা আন্‌তে পাঠাচ্চি—" বলিয়াই পুনশ্চ দালান হইতে নামিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

সুরূপের মুখচোখ তখন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—ক্রোধে, লজ্জায়, ঘৃণায়! অথচ এম্‌নিই এই স্থান, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও সে পারে না! ক্ষণকাল মাটির মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া দালানের তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে আর একখানি কাতর মুখ সুরূপের মুখের উপর পড়িল, সে মন্দার। তাহারো মনে আনন্দ ছিল না, তাহার

অমন স্বামী—এ কি হইয়াছে ! সেও মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারে নাই ; স্বামী, মা, সাথী-সঙ্গিনী, পাড়ার লোক—সকলেরই অজ্ঞাতে তাহার নারীবুক অবিরাম ক্ষতবিক্ষত হইয়াই চলিয়াছে ! একটু পরে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "তোমার রুমালখানা একবার দাওনা, দেবে ?"

স্বরূপ অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিল, যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় এই দিকটায় চাহিল।

মন্দা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এই একটু এসেন্—"

"দরকার নেই।"

মন্দার মুখখানা লজ্জায় ঈষৎ অবনত হইয়া পড়িল। আঁচল হইতে একগাছা সুতো বাহির করিয়া ছিঁড়িতে-ছিঁড়িতে কহিল, "সেই সকালবেলা মা চা কোরে দিয়েচে, আর একটু খাবে ?—আমি কোরে দিই, যা পারি !"

"না।"

মন্দা আর দাঁড়াইতে পারিল না, ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। তারপর দেওয়ালে মুখ গুঁজিয়া আপনমনে বলিয়া উঠিল, "মা যেন কী !"

মা যাহাই হোন্, আপাততঃ ভূত চাপিয়াছিল তাঁহার মাথায়। পরদিন প্রভাতেই ওঝা আসিল, এবং তাহার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর ভাঙিয়া পড়িল গ্রাম শুদ্ধ লোক। তখন ঘরের ভিতর খাটে শুইয়া স্বরূপ—দালানে বাহির হইয়া আসিতে তাহার ডাক পড়িল। এই সমারোহের সর্ব্বপ্রধান পরিচালিকা—দারোগাপিসি।

স্বরূপের সমস্ত মন বিষিয়াই ছিল, আর-যেন এই সব কাণ্ড সে সহ্য করিতে পারে না। তাহার শিক্ষিত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার কলেজ, প্রফেসর, ডিবেটিঙ্-ক্লাব, হোষ্টেল, সহপাঠী—সকলেই

যেন তাহাকে অস্ত্র দিতে আসিয়াছে! * * * ডাকের পর ডাক পড়িল, কিন্তু স্বরূপ গাত্রোত্থান করিল না। একবার মনে করিল, প্রতিবাদ তোলে, কিন্তু—পারিল না!—এই বাড়ীর ইঁদুর-বিড়াল পর্য্যন্ত যে সম্ভ্রমের পাত্র, গুরুজন, শাসক! ওঝা 'ঘট' পাতিয়া, দালানে খড়ির দাগ দিয়া 'রোগীর' প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহার সম্মুখে একটি মড়ার মাথা, তাহার উপর লম্বা সিঁদুর, হাতে ঝাঁটা ও মুখে দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র। কিন্তু 'রোগীর' দেখা নাই! দারোগাপিসি এক ধমক দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, করিয়াই চোখমুখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হারামজাদি! তুই আস্‌বিনে? রোঝা, আনোতো তোমার ঝ্যাঁটা—"

"স্বরূপ—" দুয়ারের ভিড় ঠেলিয়া, দালানের বুক চিরিয়া প্রবেশ করিল অতুল। খাটের কাছে আসিয়াই স্বরূপকে টানিয়া তুলিয়া কহিল, "আয়, বেরিয়ে আয়—" বলিয়াই স্বরূপকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। দালান ভরিয়া লোকজন, উঠানে ভিড়—সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল। ওই দুর্দ্দান্ত ছেলেটার অনাসৃষ্টি আচরণে কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না, স্বয়ং চন্দ্রাদেবীও না। ওঝাও ক্ষণকাল মূঢ়ের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া সরিয়া পড়িল।

অতঃপর দিনের পর দিন যায়, কয়েকদিন পরেই স্বরূপের পরীক্ষার ফল বাহির হইল—সে 'ফেল' হইয়াছে! চন্দ্রাদেবী এই কয়েকদিন চুপ করিয়াই ছিলেন, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—নন্দাদের ঘরের সাম্‌নে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন!—শতেকখোয়ারী নন্দা, তাহার জন্যই স্বরূপ 'ফেল' হইয়াছে! তাঁহার জামাই একটা পাশে জলপানি পাইয়াছে, হীরার টুক্‌রা—এ-হেন ছেলে কি 'ফেল' হয়?

স্বরূপ তখন দালানে বসিয়াছিল, তাহার চোখ ফাটিয়া হু-হু করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। অদূরেই ছিল নন্দা দাঁড়াইয়া, স্বামীর মুখের

দিকে চোখ পড়িতেই সে আঁৎকিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, "তুমি কাঁদ্‌চো ? হলেই বা 'ফেল'—আবার পড়বে !" তাহারও চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

মন্দা!—মন্দাকে স্বরূপ বহুবার দেখিয়াছে, বহুবার তাহার কণ্ঠনিঃসৃত বাক্য শুনিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ওই মেয়েটির সে এই পরিচয়ই পাইয়াছে, যেনবা সে একটি 'মাটির ঢিপি'—মানুষের একখানা কাঠামোই তাহার আছে এইমাত্র, ভিতরে কোন বস্তু নাই। কিন্তু, আজ স্বরূপ চম্‌কিয়া উঠিল—এমন মিষ্টি কথা মন্দার মুখে ? ক্ষণকাল নির্নিমেষ নেত্রে মন্দার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে ফোঁপাইয়া উঠিল। কহিল, "ফেল হয়েচি বলে কাঁদিনি, মন্দা! পাশ করবো না—এ আমি জান্‌তামই !"

মন্দা কাতর-বিব্রতমুখে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "তাইতো! এতো কাণ্ডে মানুষের মাথার ঠিক থাকে কি কোরে! বলি, নন্দার কি দোষ ? চিঠি একখানা—না-হয়, তাই সে দিয়েচে—শালীসেলেজ দেয় বৈকি, দেয় না ? কিন্তু, তাই বোলে আমার কাছ থেকে নন্দা আমার মানুষকে কেড়ে তো আর নেয় নি! আর, তাই যদি নেয়ই, নিলেই বা—সতীনের জ্বালা লোকে সইতে পারে, আর আমি বোন্‌কে নিয়ে ঘর করতে পারবো না ?—গলায় দড়ি আমার !"

স্বরূপের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল—এ কাহার মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে ? ক্ষণপূর্ব্বেকার দরবিগলিত অশ্রু নিমেষে তাহার চক্ষু হইতে বাষ্পের ন্যায় উবিয়া গেল, বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিল—ওই দিকে, যে দিকে দাঁড়াইয়া মন্দা—এক মহামহিমাময়ী নারীমূর্ত্তি, যাহার আবির্ভাব বুঝিবা এইমাত্র হইয়াছে,—পৃথিবীর সাধারণ সৃষ্টির ভিতর যে ধরা দেয় নাই—সবে আজ, এই মুহূর্ত্তে যে স্বেচ্ছায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে !

ওদিকে চন্দ্রাদেবীর কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠিয়াছে। হঠাৎ তাঁহার বিকৃত কণ্ঠের এক অশ্রাব্য বাক্য কানে আসিতেই, মন্দার মুখখানা যেন দুঃসহ ক্রোধে ও ক্ষোভে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল, "কি কাণ্ড মায়ের—মা ক্ষেপেচে! আমি টেনে আনচি মাকে—"

মন্দা প্রস্থানোদ্যতা হইতেই স্বরূপ তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "যেয়ো না—না!" তারপর অপলকনেত্রে মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল—অধিকতর বিস্ময়ে, অধিকতর শ্রদ্ধায়! বুঝিবা তখন এই কথাটাই তাহার মনে বারবার করিয়া উঠিতে লাগিল—'মন্দা!—ইস্, ওর ভেতর সৌন্দর্য্য এতো?' * * * মন্দা আস্তে-আস্তে মুখটি নামাইয়া লইল।

চন্দ্রাদেবীর ব্যবহার যাহাই হউক, পারুলবালা বা বিজনবাবু স্বরূপকে একদিনের জন্যও বুকছাড়া করিতে পারেন নাই। এই দুঃসংবাদে উভয়েই মর্ম্মাহত হইলেন এবং একান্ত অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু, ক্ষমা বলিয়া কোনও বস্তু চন্দ্রাদেবীর বুকে ছিল না, তিনি অধিকতর ক্ষিপ্তা হইয়াই উঠিলেন। অতঃপর পরদিনই বাড়ীর মাঝে এক প্রাচীর তুলিয়া দিলেন—যাহাতে নন্দার সঙ্গে স্বরূপের দেখা-সাক্ষাৎ আর না হয়। মায়ের এই আচরণে মন্দার সরল-স্বচ্ছ মুখখানি কঠিন হইয়া উঠিল। স্বামীকে কহিল, "মা ক্ষেপেচে—সত্যি, সত্যি, সত্যি—তিন সত্যি করে বলচি!"

স্বরূপেরও মনের ভিতর এক দুর্য্যোগ বহিতেছিল, স্ত্রীর বাক্যে অনেকটা প্রশমিত হইল। কহিল, "মা হন্—ও-কথা বলতে নেই!"

"আর তুমি? তোমার চেয়ে বড়ো তো আর আমার মা নয়—ওতে তোমার অপমান হলো না?"—হঠাৎ মন্দার চোখ দুইটি বড়ো হইয়া জলে ভরিয়া উঠিল।

কে বড়ো—মা কি স্বামী, এ প্রশ্ন যদি কিছুদিন পূর্ব্বে উঠিত, তাহা

হইলে হয়তো বা স্বরূপ উহা লইয়া তর্ক তুলিতে পশ্চাৎপদ হইত না, কিন্তু, আজ সে মন্দাকে চিনিয়াছে—স্পষ্ট করিয়াই আজ বুঝিতে পারিল, মন্দার কথার উপর কথা দেওয়া বৃথা। সে চুপ করিয়াই গেল।

দেখিতে-দেখিতে স্বরূপের প্রত্যাবর্ত্তনের দিন ঘনাইয়া আসিল—কলিকাতায় যাইতে হইবে, পুনরায় কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইবে। এইবার তাহার মনের ভিতরটা হু-হু করিয়া উঠিল—নন্দাকে সে একটিও কথা বলিতে পাইল না! তাহাকে যে একবার বিশেষ প্রয়োজন!—এক যুগ নয়, এক বৎসর নয়, এক মাস নয়, একদিন নয়—একটি মুহূর্ত্তের জন্য!

একদিন দ্বিপ্রহরে এক সুযোগ ঘটিল। আহারাদির পর সদর দরজায় স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে, দেখিতে পাইল—ও-দরজা দিয়া নন্দা বাহির হইয়া পুকুরের ঘাটে যাইতেছে। দেখিবামাত্র স্বরূপ ভিতরে ঢুকিয়া তাহার 'সুট্‌কেস্' হইতে কি বাহির করিয়া লইয়া পুনরায় বাহির হইয়া আসিল।

পুকুরের ঘাট হইতে ফিরিতে হয় বাড়ীর পশ্চাদ্দিকের একটা সরু রাস্তা দিয়া—একদিকে প্রাচীর, আর একদিকে নিবিড় বাঁশবন। স্বরূপ আসিয়া সেই রাস্তায় দাঁড়াইল—লোকচক্ষু সহসা সেখানে পড়ে না। ফিরিবার পথে নন্দা স্বরূপের সম্মুখে পড়িয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—একজনের অতি নিকটে আর একজন! কল্প-কল্পান্তের পর এই দুইটি অভিশপ্ত নরনারীর অতি দুর্লভ সাক্ষাৎ—একটি মুহূর্ত্তের জন্য,—ঠিক এক মুহূর্ত্তের পরই, পৃথিবীর দুইপারে দুইজন চলিয়া যাইবে! স্বরূপ কহিল, "একদিন তুমি আমার একখানা 'ফটো' চেয়েছিলে, এনেচি—নেবে?" বলিয়াই সার্টের পকেট হইতে তাহার একখানি ফটো বাহির করিয়া নন্দার হাতে গুঁজিয়া দিতে গেল। কিন্তু—

কিন্তু, নন্দা হাত সরাইয়া লইল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে স্বরূপের হাত কাঁপিয়া ফটোখানা মাটির উপর পড়িয়া গেল। স্বরূপ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মুখের একটি কথা—তাও আমার সঙ্গে আর কহিবে না?"

নন্দার মুখে হঠাৎ এক ক্ষীণ হাসির আলো ফুটিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, "আমার দুর্নামের মূল্যে তোমার সুনাম হয়েচে—এই-ই আমার তৃপ্তি!" বলিয়াই মুখ নামাইয়া পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে স্বরূপেরও মুখখানা কালো হইয়া ঝুলিয়া পড়িল। অতঃপর মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল—সম্মুখেই দাঁড়াইয়া মন্দা!

দশ

স্বরূপ যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায় তখন মন্দা দালানে দাঁড়াইয়া ছিল। স্বামীর ওই অস্বাভাবিক গতিবিধিটা তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই। স্বরূপ একটু অগ্রসর হইতেই সেও তার পশ্চাদনুসরণ করিয়া ওই সরু রাস্তাটার এক পাশে এক গোপন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মন্দা তাড়াতাড়ি ফটোখানি কুড়াইয়া লইয়া সাড়ীর ভিতর লুকাইয়া ফেলিল, তারপর স্বামীর হাতে একটা টান দিয়া তাহাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে এক তুমুল কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে—চন্দ্রাদেবী ত্রিভুবন কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। কারণ—নন্দা এইমাত্র দরজা ভুল করিয়া এই বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়ে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন চন্দ্রাদেবী। তাঁহার অভ্রান্ত বিশ্বাস—দ্বিপ্রহরের নির্জ্জনতার সুযোগে নন্দা গোপনে স্বরূপের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল! * ॰ * মায়ের এই অন্যায় ও অকারণ রণমূর্ত্তি ও নন্দার প্রতি তাঁহার অশ্রাব্য গালিগালাজ মন্দার কোমল-কচি বুকখানাকে যেন সহসা ছেঁচিয়া ফেলিল। সে মুখখানাকে কঠিন করিয়া দ্রুতপদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া খাটের উপর স্বামীকে বসাইয়া আবার বাহিরের দিকে ফিরিতেই স্বরূপ প্রশ্ন করিল, "কোথায় চল্‌লে?"

মন্দা দ্রুত মুখ ফিরাইয়া কহিল, "মাকে বল্‌তে—'মা, তোমার ভীমরুতি হয়েছে! আজ যে আমি নিজে সাক্ষী!"

"তা হোক্!"—স্বরূপ মন্দার হাতটা খপ্ করিয়া ধরিয়া কহিল, "উনিও তো নিজে সাক্ষী, নন্দাকে এ-বাড়ীতে আস্‌তে দেখেছেন!"

"দেখ্‌লেই বা! নন্দার কি মনের ঠিক আছে? তোমার ছবি, তুমি ওকে দিতে গেলে, ও নিলে না, তোমার অপমান হলো—এই কষ্টে ওতে কি আর ও আছে? কি যে বলো!"—বলিয়াই মন্দা স্বামীর প্রতি ব্যথিত-কাতর এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

স্বরূপের চোখ দুইটি ছোট হইয়া আনত হইল, যেন মন্দাকে আর সে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারে না, যেনবা ওই মেয়েটি অকস্মাৎ মৃত্তিকার পটভূমি ছাড়াইয়া আকাশ ফুঁড়িয়া অসীম অনন্তে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে! ক্ষণকাল পরে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "না, তুমি থাকো—যেয়ো না।"

"বারণ করচো?"

"হুঁ!"

"আচ্ছা!" বলিয়াই মন্দা স্বরূপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটু পরেই সেই ফটোখানাকে বাহির করিয়া স্বামীর দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে একটিবার তাকাইয়াই কহিল, "মা যখন বাড়ী থাক্‌বে না—তোমার এই ছবি নন্দাকে আমি দিয়ে আস্‌বো। আমি যদি হাতে করে দিই, নন্দা বলুক দিকিনি—'না'!"

স্বরূপ কহিল, "না—তোমার বাক্সেই রেখে দিয়ো।"

মন্দার মুখটি দীপ্ত হইয়া উঠিল, যেন আনন্দ রাখিবার তাহার আর জায়গা নাই! কৃতার্থ হইয়া কহিল, "আচ্ছা!" বলিয়াই স্বামীর বুকের ভিতর মাথা রাখিল।

যথাসময়ে স্বরূপ চলিয়া গেল। তারপর একদিন সংবাদ আসিল, সে পুনরায় কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, এবং সেই হোষ্টেলেই থাকিবে!

ইহার পর প্রায় দীর্ঘ এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে, ছুটিছাটায় কলেজ বন্ধ থাকিলেও, স্বরূপ আর শ্বশুরালয়ে আসে নাই—সে নাকি এবার পাশ করিতে দৃঢ় সংকল্প। এদিকে, এই দুইটি গৃহস্থের ভিতর মনান্তর বর্ত্তমান তদ্রূপই, বাক্যালাপ বন্ধ তেমনই। চন্দ্রাদেবীর দুশ্চিন্তা দিন-দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে—কি করিয়া মেয়েটার পথ নিষ্কণ্টক হয়! এই দীর্ঘ এক বৎসর ধরিয়া তাঁহার গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার হিতার্থিনীদের পরামর্শ সভা বসিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার মনোমত কোনোও উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই—বৃথাই প্রতিদিন গুড়মুড়ির শ্রাদ্ধ হয়! অতঃপর একদিন সন্ধ্যায় এক দৈবক্ষণে এক নির্ঘাত্ যুক্তি বাহির হইল দারোগাপিসির মস্তিষ্ক দিয়া—যদি কোনোও রূপে নন্দাকে পাত্রস্থ করিতে পারা যায়! পাত্রও তাঁহার সন্ধানের মাথায়—অন্নদা চক্কোতি। আর, ঘটক—নিবারণ।

অন্নদা চক্কোতি আর নিবারণ—ইহাদের লইয়া, এই একই প্রস্তাবে, চন্দ্রাদেবী একদিন রসাতল করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহার মুখ দিয়া এতটুকুও প্রতিবাদ বাহির হইল না। বলিতে কি, প্রস্তাবটা তিনি তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। উপরন্তু, বিবাহের ব্যয়ভার লইয়া যদিই বা কোনো প্রশ্ন উঠে, সেইজন্য চন্দ্রাদেবী উহা নিজেই ঘাড় পাতিয়া লইলেন। কন্যার ভবিষ্যৎ, তাহার জন্য আজ তিনি সবই করিতে প্রস্তুত!

পরদিন সকাল হইতেই চন্দ্রাদেবী সদলে পারুলবালা ও বিজনবাবুর কাছে আসিলেন এবং বিবাহের কথাটা পাড়িলেন—এম্‌নিইভাবে যে, উহাদের ভিতর মনান্তর বলিয়া কোনো-কিছু কোনোও দিন হয় নাই। খরচপত্র চন্দ্রাদেবীই যে বহন করিবেন, সে কথাটাও বাদ পড়িল না।

অন্নদাকে ঘিরিয়া যে ইতিহাসটা ছিল তাহা কাহারো অবিদিত ছিল না। বিজনবাবুর মুখখানা ক্রোধে ও ঘৃণায় লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু পারুলবালার মুখ দেখিয়া মনে হইল, তাহার কোনও ভাবান্তর হয় নাই। বিজনবাবু কি বলিতে যাইতেই তাড়াতাড়ি সে তাঁহাকে বাধা দিল, তারপর ঈষৎ সরিয়া আসিয়া চন্দ্রাদেবীকে কহিল, "দিদি, ওই পাত্রের হাতে নন্দাকে তুলে দিতে তুমি পারবে?"

চন্দ্রাদেবী তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে কহিলেন, "আমি একলা কেন, সবাই পারে! কেন, অন্নদা কি মন্দ পাত্তর?"

"ভালো-মন্দর কথা আমি বলিনি, দিদি! একদিন তুমিই নন্দাকে ঝাঁটা ধরতে বলেছিলে, একদিন তুমিই নিবারণ-ঠাকুরপোর কাপড়-চোপড় পুড়িয়ে দিয়েছিলে!" পারুলবালা চন্দ্রাদেবীর মুখের উপর এক কটাক্ষ করিল, সে কটাক্ষ—স্থির, স্নিগ্ধ, অথচ কঠিন।

চন্দ্রাদেবীর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই দারোগাপিসি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "মোক্তারের জেরা শুনতে একপ্রাণ তো আসেনি যে, তোমার জেরার ও জবাব দেবে?"

"জেরা আমি তোমাকে তো করিনি, দারোগাপিসি! জিজ্ঞেস্ কর্‌চি একটা কথা নন্দার বড়মাকে! অন্নদা চক্কোত্তি জামাই হ'লে, তোমার জামাই তাকে কেউ বল্‌বে না, বল্‌বে—নন্দার বড়মার জামাই!" বলিয়াই পারুলবালা চন্দ্রাদেবীর দিকে পুনরায় মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কথা কইচো না, তুমি?"

দারোগাপিসি চট্ করিয়া চন্দ্রাদেবীর গা টিপিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কথা কি কইবো, ছোটোবউ! তুমিই যে একা একশো! মেয়ে বিয়িয়েচো, তার বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে! সত্যি, আমার স্বরূপটির মতন বর, তোমার মেয়ের তো আর জুটবে না!"

একটু থামিয়াই আমার কহিলেন, "ও সব মেয়ের গতি হয়না, তবে হচ্চে কেন, না, অন্নদার নজরটা পড়েচে—তা' সে বউখুনেই হোক্, আর মদ-মাতালেই হোক্!"

পারুলবালা শিহরিয়া উঠিল। বিজনবাবু এতক্ষণ নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বড়বউ! কথাটা বল্‌তে তোমার মুখে বাধ্‌লো না?—তোমরা যাও, মেয়ের বিয়ে আমি দেবো না।"

চন্দ্রাদেবীর মুখখানা শুকাইয়া গেল। কহিলেন, "তা' হলে আমার মন্দার ঘরকন্নায় কাঁটা ফেলেই রাখ্‌বে, মনে করেচো?"

"বড়বউ! এই এক-বছর দেড়-বছর ধ'রে আমাদের যা-নয় তাই বোলে এসেচো, তুমি আমার মায়ের সমান, তাই একটি কথাও কইনি! কিন্তু, আজ দুটি-একটি কথা না বল্‌লে নয়!—বড়বউ, যা বল্‌চো, একবার ভেবে দেখো—কি বল্‌চো তুমি! সারকুড়ের গুঁচলার মতন তোমার কতকগুলো টাকা-পয়সা আছে বোলেই, তুমি মনে কোরো না—মুখ দিয়ে যা' তুমি উচ্চারণ করবে, তাই বেদবাক্য হবে, আর তাই মাথায় কোরে নেবো আমি!" - বিজনবাবু ক্রোধে ঠক্‌ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

দারোগাপিসি চন্দ্রাদেবীর ঘনঘন গা টিপিতে লাগিলেন, কিন্তু চন্দ্রাদেবীর মুখ দিয়া হঠাৎ আর কোনো কথা বাহির হইল না। অগত্যা দারোগাপিসিই এবার আসরটা রাখিলেন। একটু সরিয়া আসিয়া কহিলেন, "বড়ভাজ, মায়ের তুল্যি—ওর চোখের-জল পড়চে, সেইটিই কি তোমাদের কল্যাণ হবে, বিজন! আর একটা ভেবে দেখো—মেয়ে বড় হয়েচে বিয়েও তো একটা ওর দিতে হবে!"

বিজনবাবু বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "সে আমি বুঝ্‌বো, তোমাদের কারো আহার-নিদ্রা ত্যাগ কর্‌তে হবে না!"

দারোগাপিসি তৎক্ষণাৎ মুখ-চোখের একপ্রকার ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহার-নিদ্রা ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে বৈ কি! একপ্রাণের এক পাঁচিলে বাড়ীটি তোমার! এই একটি বছর জামাইটি ওর ঘরে আসেনি, আসেনি কেন—মনে-মনে তাও তোমরা তো জানো!"

"দারোগাপিসি—"

"রোখ্ কোরো না! তোমার রোখানিতে আমি ধার ধারিনে! কার মুখে সরা দেবে তুমি? ভালো চাও—এখনো মেয়ের দুর্নাম ঢাকো—"

"দারোগা—"

"চুপ্ করো—" পারুলবালা যেন উড়িয়া আসিয়া স্বামীর মুখের গোড়ায় দাঁড়াইল, কহিল, "চুপ্!" তাহার মুখের দিকে যেন আর চাওয়া যায় না, যেন খানিকটা মোম জমিয়া হঠাৎ পাথর হইয়া গিয়াছে! চন্দ্রাদেবীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, "আমরা প্রস্তুত, দিদি! বিয়ের তুমি দিন ঠিক করো।"

"কি কর্‌লে তুমি?" বিজনবাবু শিহরিয়া উঠিয়া বিভ্রান্তের ন্যায় স্ত্রীর দিকে তাকাইলেন।

পারুলবালা দৃঢ় অথচ স্নিগ্ধকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "যা' করা কর্ত্তব্য, তাই! যা' কর্‌লে তুমি মুক্তি পাবে, আমি মুক্তি পাবো, নন্দা মুক্তি পাবে—তাই কর্‌লাম।" বলিয়াই স্বামীকে ঠেলিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, তখন নন্দা দুয়ারের একটু আড়ালে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া।

* * *

বাহির হইয়া আসিয়াই চন্দ্রাদেবী নিবারণ ঘটককে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সেইদিনই তাহাকে পাটনায় অন্নদা চক্কোতির

কাছে পাঠাইয়া দিলেন। প্রথমে ব্যাপারটা সকলেরই কাছে গোপন ছিল, কিন্তু বিবাহের দিন স্থির করিয়া নিবারণ যেদিন প্রত্যাবর্ত্তন করিল সেদিন আর কথাটা কাহারো কাছে গোপন রহিল না।

মন্দা চম্‌কিয়া উঠিল—সেই রাক্ষস? একবার সে মনে করিল, মাকে বলে—'মা, ও হয়না, হ'তে পারে না!" কিন্তু, পাছে নন্দার বিরুদ্ধে কতকগুলা কটূক্তি তাহাকে শুনিতে হয়, এই আশঙ্কায় সে নিরস্ত হইল! মায়ের নিকট তাহার আবেদন-নিবেদন যে ব্যর্থ হইবেই তাহা সে ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিল। ওই দারোগা-পিসি, ওই পাঁচীর-মা—সকলেরই উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল। উহারাই যে তাহার মায়ের মনকে বিষিয়া তুলিয়াছে, এই অগোপন সত্যটুকু বুঝিবার শক্তি তাহার ছিলই! সুতরাং, এই গর্হিৎ কাণ্ড রহিৎ করিবার ইচ্ছা হয়তো বা মায়ের থাকিলেও ওই-সব রাক্ষসীর দল তাহা করিতে দিবে না! অতএব এখন সে কী করিবে? মন্দা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল—কী এখন করিবে সে? একজন—

একজনকে হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, সে স্বরূপ! তাহার মনে হইল, এই অনর্থ যদিই বা কেহ রোধ করিতে পারে সে একমাত্র—সেই! সেই—যাঁহার নাম করিতে নাই! কথাটা মনে আসিতেই, সে নন্দার কাছে ছুটিয়া গেল, যেন নন্দাই সেই-মানুষটিকে এখানে আনিয়া হাজির করিবার মালিক! বলিয়া রাখি, নন্দাদের বাড়ী-যাতায়াতের যে বাধা-নিষেধটা এতদিন ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল, তাহা ইদানীং চন্দ্রাদেবী নিজেই তুলিয়া লইয়াছেন। এই ক'য়েকদিন ধরিয়া প্রয়োজনে বা বিনা-প্রয়োজনে চন্দ্রাদেবীকে দিনের ভিতর দশবার অন্ততঃ ও-বাড়ীতে যাইতেই হয়! যেন না গেলে তাঁহার চলেনা—বিবাহের কাজ, কতনা খুঁটিনাটি ব্যাপার! নন্দার গাত্র ভরিয়া অলঙ্কারের ফর্দ্দ, বরের 'বরাভরণ,' 'এয়োস্ত্রী' নির্ব্বাচন,

গ্রামশুদ্ধ নিমন্ত্রণ—এ-সমস্ত পারুলবালার সঙ্গে পরামর্শ না করিলে কি চলে? কিন্তু, পরামর্শটা চন্দ্রাদেবী যেন নিজের সঙ্গেই নিজে করিয়া চলিয়া আসেন, পারুলবালার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হয় না! তাহার যেন অনুমোদনও নাই, প্রত্যাখানও নাই! একদিন একটিমাত্র কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল—"দিদি! আমাকে কি আর জিজ্ঞেস্ করচো—আমি মিছে মা!" কিন্তু চন্দ্রাদেবী নিরস্ত হন নাই। উপরন্তু, মন্দাকেও নন্দার কাছে গিয়া বসিতে, কথা কহিতে, গল্প করিতে অবিশ্রাম তাগাদা দিয়াছেন, কিন্তু মন্দা যায় নাই! গেল আজ এই প্রথম!

যেন একযুগ পরে উভয়ের এই প্রথম সাক্ষাৎ! মন্দাকে দেখিয়াই নন্দা ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল – মুখে একমুখ হাসি! পূর্ব্বে যে-নন্দাটি মন্দার চোখে পড়িত, তার এতটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নাই! সে তেম্‌নিই সহজ, তেম্‌নিই স্বচ্ছল, তেম্‌নিই স্বাভাবিক—অতবড় এক সর্ব্বনাশ তাহাকে ঘিরিয়া যে নৃত্য করিতেছে, সে-দৃশ্যে যেন তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই! মন্দা মনে-মনে চটিয়া উঠিল—নন্দা যেন কী! কিন্তু, মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না, তাহার বুকের ভিতরকার রোথ্ সহসা দমিয়া গেল—ওই সর্ব্বনাশ, ওই অনর্থ, ওই নারীমেধ—সমস্তরই মূলে যে তাহারই মা! * * * ঘরের তক্তপোষের উপর বসাইয়া নন্দা নিজের হাতের কাজ কত-কি যে মন্দাকে দেখাইতে সুরু করিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই—কার্পেটের উপর বোনা পাখী, ফুলগাছ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি! কিন্তু, মন্দার কিছুই ভালো লাগে না, সে যেন হাঁপাইয়া উঠে এবং মুহুর্মুহুঃ সে মনে-মনে ভাবে—'নন্দাটা কি গো! আজ বাদে কাল একটা রাক্ষসের সঙ্গে বিয়ে হবে—ওর কিনা এই সবে রুচি? মেঝেয় উপুর হয়ে ওর পোড়ে থাক্‌বার কথা—ধন্যি মেয়ে!' ক্ষণকাল

চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "তোর তো বিয়ে! আচ্ছা, উনি আস্‌বেন না?"

কথাটি যেন নন্দা বুঝিতেই পারিল না। হাতের সামগ্রীগুলি সযত্নে গুছাইতে-গুছাইতে যেন অবসরমতই প্রশ্ন করিল "উনি—কে?"

মন্দা চটিয়া উঠিয়া কহিল, "তুই জানিস্‌নে?"

"তোর বর?"

"যেই হোক্ না—তিনি আস্‌বেন না?"

নন্দা একটু হাসিল। সে হাসি ম্লান, নিস্তেজ! কহিল, "তাঁর কথা, তোরাই জানিস্!"

মন্দার এবার যেন রাগের সীমা-পরিসীমা নাই! মুখের একপ্রকার বিকৃত ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, "জানিই তো—তিনি আস্‌বেন না! ছাই আস্‌বেন—বিয়ের দিন তাঁর এক্‌জামিন। তার মানে—কাল!"

নন্দাও সে-কথা জানে। বিবাহের দিনই স্বরূপের পরীক্ষা সুরু। বাড়ীর উঠানে একটি আমগাছ ছিল, তাহার ডালে একটি পাখী বসিয়া, সে এখনিই বুঝিবা উড়িয়া যাইবে—নন্দা সেইদিকে চোখ ফিরাইল।

মন্দা আপনমনেই পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "আস্‌তে হয়, তাই!"

নন্দা চোখ নামাইয়া কহিল, "এবার তিনি পাশ কর্‌বেন!" একটু থামিয়াই মন্দার মুখের কাছে নিজের মুখটি সরাইয়া আনিয়া একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বিয়ের লুচি—তাঁর বরাতে আর জুট্‌লো কৈ!"

"নন্দা—" মন্দা হঠাৎ ব্যাকুল লইয়া নন্দার গাল দুইটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, ফেল হওয়া এবারও যায়না—এইবারটি?"

এই সরল, নিষ্পাপ মেয়েটিকে নন্দা ভালো করিয়াই চিনিত! কিন্তু,

এই কথাটাই বুঝিবা সে এই মুহূর্ত্তে বুঝিল—মন্দার ইহাই হয়তো বা বড় আক্ষেপ যে, তাহার বিবাহে সুরূপ আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না!

হাত ছাড়াইয়া নন্দা তৎক্ষণাৎ কহিল, "ও-কথা বল্‌তে নেই!"

"না, নেই! তবে, তোর পিঁড়ি ধর্‌বে কে?"

"আমার পিঁড়ি? তা' হলে কি হবে জানিস্ তো—চারিচক্ষুর মিল!"

"ধেৎ—" মন্দা রাগিয়া হাউয়ের ন্যায় বাহির হইয়া গেল।

বাড়ী ঢুকিয়াই মন্দা দেখিল—দালানে দাঁড়াইবার আর তিলার্দ্ধ ঠাঁই নাই, স্তূপীকৃত বিবাহের জিনিষপত্র ঘিরিয়া দারোগাপিসি, পাঁচীর-মা, বিষ্টুর-মা ও পাড়ার সমস্ত গিন্নিবান্নি। চন্দ্রাদেবী ইঁহাদের ডাকিয়া আনিয়াছেন বিবাহের জিনিষপত্র সমস্ত দেখাইতে। সকলেই মন্তব্য প্রকাশ করিল—'খাসা!' কিন্তু মেঘের মতো মুখ হইল দারোগাপিসির ও পাঁচীর-মায়ের। দারোগাপিসি ক'নের বেনারসীখানাকে তুলিয়া লইয়া বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিয়া চন্দ্রাদেবীকে বলিয়া উঠিলেন, "বলি, মেয়ের সতীনের তো দায় এড়াচ্চো, তা' এত টাকা দামের বেনারসী কেন্‌বার কি দরকার ছিল? পাঁচ টাকার চেলি কি সহরে মিল্‌তো না?"

চন্দ্রাদেবী যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তা' যা' বলেচো, একপ্রাণ!"

"ফিরিয়ে দাও—" বলিয়াই দারোগাপিসি বেনারসীখানার বাক্সটাকে সক্রোধে ফেলিয়া দিলেন।

চন্দ্রাদেবী সযত্নে বাক্সটাকে গুছাইয়া একপাশে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর বরের গরদখানাকে খুলিয়া দেখাইতেই, দারোগাপিসি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। মুখখানাকে বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আ, মর্‌-মর্‌! একপ্রাণ, তুমি কি উন্মাদ হয়েচো? একি তোমার সুরূপের অঙ্গে উঠ্‌বে?"

চন্দ্রাদেবী তেম্‌নিই অপ্রতিভ! গরদখানাকে পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিলেন।

পাঁচীর-মা এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, এইবার কথা কহিল। বলিল, "দারোগাপিসি রগ্‌চটা বটে, কিন্তু কথা যা' কয়, তা' ঠিকের কথা! বলি, দিদি যেন আমাদের মন্দারই বিয়ে দিতে বসেচে!" একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "আমার পাঁচী হেন মেয়ে, তারই বিয়েতে পাঁচ টাকার চেলি আর পাঁচ টাকার জোড়—এই জুটলেই বত্তে যাবো!"

বিষ্টুর-মা অতশত বোঝে না, বলিয়া উঠিল, "বেশতো বাপু! মন্দার-মা আর কারুর মেয়ের বিয়ে তো দিচ্চে না—দিচ্চে কার—না, দেওরঝির!"

দারোগাপিসি হাতপা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি থামো, বিষ্টুর-মা, থামো! দোবারা মেয়ে—সে আবার দেওরঝি!"

চন্দ্রাদেবী তাড়াতাড়ি গহনার বাক্স খুলিলেন, খুলিতেই সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল—কোনো অঙ্গের কোনও অলঙ্কার বাকী নাই!

দারোগাপিসি ক্ষণকাল গুম্ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, একপ্রাণ! সব কাজে আমার পরামোশ ভিন্ন তো চলোনা, কিন্তু আসল কাজে তো ঠিক আছ, দেখ্‌চি! বলি, এত গয়না তোমার নিজের মেয়ের আছে? বেশতো তুমিই রাস্তার ফকির হবে, তা' আমাদের কি—কি বলিস্ পাঁচীর-মা! তবে—যা' রয়, তাই সয়!"

পাঁচীর-মা গালে আঙুল দিয়াছিল। অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, "আমার 'রা' কাটাই ঝকমারী! আচ্ছা, ওটা কি?"—মুকুটখানির দিকে আঙুল বাড়াইল।

চন্দ্রাদেবী মুকুটখানি তুলিয়া দেখাইয়া কহিলেন, "মকুট! আজকাল সীঁথির তো চলন নেই!"

পাঁচীর-মা স্তব্ধ হইয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "ও কি চোখ্ আছে—ওই যে, ওটা কি জ্বল্‌চে!"

চন্দ্রাদেবী হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "দূর নোক! উটি যে হীরে!"

বিষ্টু্র-মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তা' নন্দার মুখটিও ভালো, রঙ্‌টিও টুক্‌টুকে—খাসা মানাবে!"

"একপ্রাণ, আমি এখন বাড়ী যাচ্চি। দরকার হ'লে ডেকো—" গম্ভীরমুখে কথাটা উচ্চারণ করিয়াই দারোগাপিসি প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।

চন্দ্রাদেবী তখন 'ব্রেস্‌লেট' গাছটা উঠাইয়া দেখাইতেছিলেন, তাই বুঝিবা কথাটা তাঁহার কানে গেল না।

দারোগাপিসি পিছন ফিরিয়া কয়েকপদ বাহিরের দিকে গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "মনে তো করি এস্থলে আর থাক্‌বো না! কিন্তু পারি কৈ? মন্দাকে যেন পেটেই ধরিনি, ছোট্টটি থেকে নাড়াচাড়া তো করিচি! বিয়েটা তো হোক্, মন্দার পথের কাঁটা তো উঠুক, তারপর—এইযে আমার মন্দা—" মন্দাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন "দেখ্‌চিস, লা, মন্দা, তোর সতীনের গয়না! দেখ্, দেখ্, চোখ সাথক কর্—"

মন্দার চক্ষের সম্মুখে এতক্ষণ সহস্র সর্পের ন্যায় ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করিতেছিল—ওই বেনারসী, ওই গরদ্, ওই অলঙ্কার—নন্দার বিবাহের ওই সমস্ত আয়োজন! এইবার দারোগাপিসির বাক্যে যেন তাহার অঙ্গে আগুনের এক হল্‌কা আসিয়া পড়িল। আর্ সে দাঁড়াইতে পারিল না, বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

আগুনের আঁচ্‌টা বিষ্টু্র-মায়ের অঙ্গেও বুঝিবা একটু পড়িল। কহিল, "দারোগাপিসি যেন কী রকম—মেয়েটাকে একটু দেখ্‌তেও দিলে না!"

চট্ করিয়া ফণা ধরিল পাঁচীর-মা। বলিয়া উঠিল, "দারোগাপিসি তো কারুর পেটে পচে নেই! উনি উচিৎ বক্তা!"—বলিয়াই চন্দ্রাদেবীর দিকে এক কটাক্ষ করিল।

চন্দ্রাদেবী তখন জিনিষপত্রগুলি গুছাইতে সুরু করিয়াছেন, পাঁচীর মায়ের চোখের সঙ্গে তাঁর চোখ মিলিল। চোখ নামাইয়া পাঁচীর মায়ের কথাটা তৎক্ষণাৎ সমর্থন করিলেন—"সে একশোবার!" অতঃপর সহসা সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, বাছা, মা! তোমাদের সক্কলকে হাতে ধোরে বল্‌চি—কাল্‌কের দিনটে একবার দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে উদ্ধার করে দিয়ো!"

পাঁচীর-মা একটু খোঁচা মারিয়া কহিল, "কেন, যাঁর মেয়ের বিয়ে—তিনি?"

"কাণা কণ্ঠের নানা রোগ—ছোটো বৌয়ের শুন্‌চি, দেহটা ভালো নেই!"—চন্দ্রাদেবী হঠাৎ শশব্যস্ত হইয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "যাই, জিনিষপত্রগুলো ও-বাড়ীতে আবার বইছই করি—" বলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন।

* * * *

এদিকে মন্দা সটান হেমলতাদের বাড়ী গিয়া উঠিয়াছে। দেখিল—রাঁধিবার চালাটায় ভাতের হাঁড়িকুড়ি ভাঙা, উনুনটায় কখন আগুন দেওয়া হইয়াছিল কে জানে—তাহার ভিতর অপরিমিত জল ঢালায় আগুন নিবিয়া সরু-সরু ধোঁয়া উঠিতেছে। এইসব প্রলয় কাণ্ডের ভিতর হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিয়া হেমলতা। মন্দার বুঝিতে বাকী রহিল না—এ কাজ হেমলতার। অদূরে এক-আটি খড়ের উপর বসিয়া নিবারণ ঘন-ঘন 'পাত্রপাত্রীর' খাতা উল্টাইতেছে! এমনই সে তন্ময় যে, তাহার পাশেই যে-কাণ্ডটা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা সে যেন টেরই পায় নাই!

মন্দা সজোরে এক ধাক্কা মারিয়া ডাকিল, "হেমলতা—"

হেমলতা চম্‌কিয়া মন্দার দিকে তাকাইতে গিয়া ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কপালের উপর চোখ পড়িতেই মন্দা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ওকি! তোর কপালটা—"

"ওই বাবা-যমদূতের পায়ে মাথা কুটিচি—" হেমলতা নিবারণের দিকে এক অগ্নিকটাক্ষ করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "তবুও যদি লজ্জা হলো! বাবা-যমদূতই তো সর্ব্বনাশের মূল—অ্যাঁ! আমার অমন ঠাণ্ডাজল, কি হবে গো—" আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

মন্দার চোখেও জল ধরিতেছিল না। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুই একবার যা ভাই, নন্দার কাছে, গিয়ে বল্‌বি—'ওকে তুই বিয়ে কর্‌তে পাবিনে—কথ্‌খনো না'!"

ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় হেমলতা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর সহসা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। একটু পরে অসহায়ার ন্যায় কহিল, "ঠাণ্ডা কি শুন্‌বে?"

"যদি না শোনে, তখন তুই বল্‌বি—ঠাণ্ডাজল-পাতানো তবে ফিরিয়ে দে!"

হেমলতা পুনশ্চ সতেজ হইয়া উঠিল। শক্ত করিয়া কোমরে কাপড়টা জড়াইয়া উনুনটা এক লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল; তারপর নিবারণের প্রতি রোষতীক্ষ্ণ এক কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "পিণ্ডি কে চড়ায়, এইবার তার দেখা আছে—আমিও হেম-বাউনি!" অতঃপর মন্দার দিকে ফিরিয়া যেন প্রচণ্ড আক্ষেপে বলিয়া উঠিল, "আঃ! তোর বরটা যদি একটা কাকের মুখেও এই খবরটা পেতো!" বলিয়াই উল্কার ন্যায় বাহির হইয়া গেল। মন্দারও মনে ঠিক কথাটাই বড় বেশী করিয়া সাড়া দিয়াছিল, কিন্তু সে না পারিল নন্দাকে বুঝাইতে, না পারিল হেমলতাকে

বলিতে! ক্ষণকাল অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেও ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

নন্দার কাছে আসিয়া হেমলতাকে বেশিক্ষণ টিকিতে হইল না! নন্দার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়াই তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল— মেয়েটা যেন সৃষ্টিছাড়া! সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে, তবুও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, হুঁস নাই, দৃক্‌পাত নাই! একেবারেই সে নির্ব্বিকার! হেমলতার কান্না আসিল। কিন্তু, নিজেকে প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়া প্রার্থিতার ন্যায় এই কথাটাই সে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "তুই জোর ধর্ ঠাণ্ডা! বল্—ও মিন্‌ষের গলায় আমি মালা দেবো না!"

নন্দা হাসিয়া কহিল, "চুপ্, আমার দুর্নাম ঢাক্‌বে!"

হেমলতা বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "তোর পিণ্ডি হবে, শ্রাদ্ধ হবে!' তুই সেই রাক্ষসটাকে নিয়ে ঘর করতে পার্‌বি?"

নন্দা গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "সবাই তো দেব্‌তাকে নিয়ে ঘর করে, আমি না-হয় রাক্ষসকে নিয়েই ঘর করবো! তারপর আমার নাম লিখ্‌বো কি শুন্‌বি—শ্রীমতী নন্দা রাক্ষসী!" বলিয়াই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া মুখে কাপড় গুঁজিল।

"তুই মর্—" বলিয়া হেমলতা ক্রোধে টলিতে-টলিতে বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ী আসিয়াই হেমলতা চম্‌কিয়া দাঁড়াইল নিবারণের এক কাণ্ড দেখিয়া! নিবারণ তাহার তোলা-কাপড় পরিয়া একটা মোটা চাদরের উপর পশমের একটা ছোট্ট সার্ট গায়ে দিতে গিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে। হেমলতাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "আরে শীগ্‌গীর—শীগ্‌গীর পীরাণটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেতো!"

হেমলতা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড়-চোপড় পরে' যাচ্চো কোথায় ?"

নিবারণের কথা কহিবার অবসর নাই, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কোলকাতায়, কোলকাতায়—জামাইবাবুর হোটেলে—"

হেমলতার বিস্ময়ের পরিমান বাড়িয়া উঠিল।

নিবারণ গম্ভীরভাবে কহিল, "জামাইবাবুকে আন্‌তে হবে না ? উনি না এলে এ বিয়ে ঠেকায় কার সাধ্যি—এই ফেঁসে গেলোরে—" পুরাতন জামা চড়চড় করিয়া খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু, নিবারণের উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর, তৎক্ষণাৎ খানিক সূতা দিয়া বুকটা বাঁধিয়া ফেলিল।

হেমলতা হাসিবে কি কাঁদিবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। বস্তুতঃ এই নারীমেধ যজ্ঞ পণ্ড করিতে যদিই বা কেহ পারে, সে একা স্বরূপ! এ সত্য তাহারও মনে প্রচণ্ড ভাবেই সায় দিয়াছে! স্বীয় কুকীর্ত্তির বিরুদ্ধে এই যে আকস্মিক বিদ্রোহ—জনকের এই যে সুমতি, ইহা দেখিয়া হেমলতার চক্ষুর্দ্বয় হর্ষে ও উৎসাহে চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

ওই রকম বিশ্রী বেশে নিবারণ বাহির হইয়া যায় দেখিয়া হেমলতা চম্‌কিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ বাবা, চাদরের ওপর কেউ কি জামা গায়ে দেয় ?"

নিবারণ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুই বড্‌ডো বোকা! চাদরটা কালো হয়েচে, দেখ্‌চিস্ না ? পীরাণের ওপর যদি ফেলি, লোকে দেখ্‌তে পাবে, বল্‌বে—ধোপা! দেখ্ হেম, জামাইবাবুর হোটেলে কী সব ভদ্দর-ভদ্দর বাবু, তারা আমাকে চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌বে! জামাইবাবুর শ্বশুরবাড়ীর লোক—বাবু হয়ে না গেলে জামাইবাবুর মুখটা কোথায় থাকে বল্ দিকিনি! কৈ, ছাতাটা—ছাতা ?"

"শীতকালে—"

"বড্‌ডো বোকা তুই! 'এক-ছুটে' যেতে আছে? কল্প সিদ্ধি—" বলিয়াই নিবারণ খড়ের চালে গোঁজা ছাতাটাকে পাড়িয়া যেমন খুলিয়া দেখিবে, অম্‌নি উহার কাপড়খানা ঝরঝর করিয়া খসিয়া পড়িয়া গেল।

হেমলতা হাসি সাম্‌লাইতে পারিল না। কহিল, "ওকি হলো বাবা?"

"রুই ধরেচে রে!" বলিয়াই নিবারণ ছাতাটাকে তৎক্ষনাৎ গুটাইয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বগলে করিয়া যাত্রা করিল—"জয় মা তারা!"

* * *

আজ আই-এ পরীক্ষার প্রথম দিন। স্বরূপ পরীক্ষা-মন্দিরের উদ্দেশে হাষ্টেল হইতে সবে বাহির হইয়াছে, নিবারণ গিয়া উপস্থিত। স্বরূপ যুগপৎ বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে চঞ্চল হইয়া উঠিল—ঠিক 'যাত্রা' করিয়া বাহির হইবার মুখেই এক 'অযাত্রা!' কিন্তু, কেন—হঠাৎ? সম্ভব-অসম্ভব পাঁচমিশেলি প্রশ্ন তাহার মনে কতক উঠিয়াছে কতক বা উঠি-উঠি করিতেছে, নিবারণ মুখস্থ বলিবার মতো এক নিঃশ্বাসে ব্যাপারটা সব বলিয়া ফেলিল।

স্বরূপের হাতে একটা কলম ছিল, মাটিতে পড়িয়া গেল। মিনিটখানেক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাত উল্টাইয়া ঘড়ি দেখিয়াই ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "চলুন—এই ট্যাক্সি—"

নিবারণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া কহিল, "তা' হলে, তুমি যাবে?"

"হ্যাঁ—" বলিয়াই স্বরূপ নিবারণকে লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িল।

এগারো

বিবাহ-বাটীতে ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। চন্দ্রাদেবী গ্রামশুদ্ধ সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন! কতদিনের পর এইগ্রামে এই বৃহৎ কাজ, বিশেষ করিয়া চন্দ্রাদেবীর বাটীতে! অর্দ্ধরাত্রি হইতেই গ্রামবাসীর আনাগোনা সুরু হইয়াছে। চন্দ্রাদেবী মুক্তহস্ত। ইনি যে এতদূর অগ্রসর হইবেন তাহা কেহই পূর্ব্বে কল্পনায় আনিতে পারে নাই, এক্ষণে এই বিরাট আয়োজন দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। বেশির ভাগ লোকই নিভৃতে বলাবলি করিল—চন্দ্রাদেবী যখন তাঁহার রাজ-ভাণ্ডারই উজার করিয়াছেন, তখন অমন একটা নরাধম পশুর হাতে নন্দাকে সমর্পণ করিতে গেলেন কেন? ইহার পরেই যে প্রত্যুত্তর সময়োচিত হয়, তাহাই তাহারা নিজেদের নিকট নিজেরা পাইল—বিধিলিপি!

অতি প্রত্যুষেই চন্দ্রাদেবী পারুলবালার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন—একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা তখনো অমীমাংসিত ছিল বলিয়া পারুলবালার কয়েকদিন ধরিয়া জ্বর হইয়াছে, একথা তিনি জানেন—তাই এই কয়েকদিন বলি-বলি করিয়াও কথাটা তিনি বলিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা চলে না! তখনো ঘরের দুয়ার খোলা হয় নাই, তখনো পারুলবালার রোগশয্যার চারিধারে নিশার অন্ধকার, চন্দ্রাদেবী কপাটে ধাক্কা মারিলেন। পারুলবালা উৎকর্ণ হইতেই চন্দ্রাদেবী হাঁক দিলেন, "ছোটোবউ—"

জ্যোতিঃহীন পুষ্পের ন্যায় পারুলবালা টলিতে-টলিতে উঠিয়া আসিয়া খিল খুলিয়া দেখিল—চন্দ্রাদেবী।

চন্দ্রাদেবী যেন ঝড় তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোর তো এই অসুখ বিজন ট্যাক্‌খোর মানুষ—বলি, নন্দাকে সম্প্রদান করবে কে? তোমার

যদি কেউ নাই-ই পারো, আমিই না-হয় উপোস করি—আমি তো জ্যাঠাই !"

পারুলবালার জ্বরতপ্ত অধরে হাসির ঈষৎ রেখা দেখা দিল, সে হাসি সতেজ। কহিল, "উনি বেঁচে রয়েচেন, উনিই 'দান' করবেন !" বলিয়াই পুনশ্চ শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। চন্দ্রাদেবীও আর দাঁড়াইলেন না।

ক্ষণপরেই বিজনবাবু ঘরে ঢুকিলেন। তারপর জানালা কয়টা খুলিয়া দিয়া পারুলবালার মাথার গোড়ায় দাঁড়াইয়াই চোখে কাপড় তুলিলেন।

পারুলবালা হাসিয়া কহিল, "রাগ পড়েচে ?"

"আমাকে ক্ষমা করো, পারুল ! আমি নিষ্ঠুর—তোমার অযোগ্য ! অন্নদার চেয়েও আমি বড়ো রাক্ষস, নইলে রাত্রে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে পারতাম না !"

পারুলবালা স্বামীকে কাছে বসাইয়া তাঁহার হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, "ও-রকম একটু রাগের মাথায় সবাই সব করে, কিন্তু সেই ত্রুটি শুধ্‌রে নেয় অপরপক্ষ ! সত্যি বল্‌চি, নিজেকে খুব যত্নেই রেখেছিলাম—অসাবধান একটুও হইনি, পাছে জ্বর বাড়ে, পাছে তুমি মনে দুঃখ পাও ! তুমি কী, আমিতো জানি ! কিন্তু, এ-কথা যাক্‌ ! এখন বলো দিকিনি—রাতভোর কি ভাব্‌লে ?"

"ভাব্‌লাম:—নন্দার চেয়েও তুমি আমার কাছে বড়ো ! তোমাকে আর আঘাত কর্‌তে আমি পারবো না !"

"ও-কথা তোমার মনের কথা নয় ! ধরো—আমরা তিনজন এক নিবিড় অরণ্যের ভেতর দিয়ে চলেচি। এমন সময় একজন কাপালিক এসে যদি তোমাকে বলে—'নরবলি দিতে হবে, ওই দুটির একটিকে চাই !' তখন তুমি কাকে ধোরে দাও—আমাকে, না, নন্দাকে ?"

বিজনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

পারুলবালা সহাস্যে কহিল, "এর ঠিক জবাব দিতে তুমি পারবে না! কারণ—তোমার মুখ একরকম বল্‌বে, মন একরকম বল্‌বে! এই নিয়েই তো আমাদের কলহ! এ কলহ কেবল আজই ওঠেনি—উঠেচে সেইদিন থেকে, যেদিন আমি নন্দাকে অন্নদার হাতে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েচি! এর আর আপোষ মীমাংসা হলো না। সে-প্রশ্নের উত্তর এ হয়না—'হবার নয়!' তারপর চরমে উঠ্‌লো কাল সন্ধ্যায়। তুমি যা' পারো না, তাও তুমি কল্লে—আমাকে একলা রেখে তুমি বেরিয়ে গিয়ে শু'লে অন্য ঘরে!" অনেকগুলা কথা কহিয়া পারুলবালা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। একটু সাম্‌লাইয়া আবার সুরু করিল, "নিজের আত্মাকে ঠকিয়ে বাহাদুরী কেন্‌বার প্রবৃত্তি কারুর যেন না হয়, তুমিও এর ওপরে থেকো! সন্তান যে কি বস্তু, তা' তুমিও জানো, আমিও জানি! সুতরাং, তোমার নিজের মনকে সদর কোরে আমার মনের দরজায় খিল তুমি কি দিতে পার?"

বিজনবাবু অধোবদন হইয়া বসিয়াছিলেন, তেমনি ভাবেই বসিয়া কহিলেন, "না!" পরমুহূর্ত্তেই মুখ তুলিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষমা তুমি আমাকে করলে না?"

পারুলবালা গম্ভীরভাবে কহিল, "আচ্ছা! পাদুটো আগে একবার তোলো দেখি—" বলিয়া নিজেই উঠিয়া স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া মাথায় হাতটা ঠেকাইয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "এই রকম কোরে তুমি যদি আমাকে অপরাধী করো, তা' হলে জ্বর আমার কি ছাড়্‌বে?" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "বরং, তোমার যে-রাগটা আমার ওপর হয়ে আছে, সেটাকে জীবনভোর তোমার মনের ভেতর জাগিয়ে রেখো! নইলে, আর-একদিকে তুমি নিষ্পাপ হ'তে পারবে না যে-দিকটায় তুমি চোখ চেয়ে দেখ্‌বে অগ্নিপ্রবেশ—তোমার নন্দার!"

বিজনবাবু চম্‌কিয়া উঠিলেন।

পারুলবালা অবিলম্বেই আবার সুরু করিল, "নইলে, স্ত্রী হয়ে তোমার কাছে পেলাম কি ?" বাঁ হাতটা তুলিয়া হাতের 'নোয়াগাছটা' দেখাইয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "বাপ-মায়ের অনুগ্রহে এই পরম অস্ত্র পেয়েচি, আর তোমার কাছে আজ আমি ভিক্ষা চাইচি তোমার অকৃত্রিম রোষ— আমার সান্ত্বনার সঞ্চয়, যা' এই হাতের 'নোয়ার' মতোই আমাকে নির্ভয় কোরে রাখ্‌বে ! বলো, কথা দাও—এ ভিক্ষা আমার মঞ্জুর ?"

পারুলবালার চোখের কোণে-কোণে জল জমিয়াছিল, বিজনবাবু কোঁচার খুঁট দিয়া চোখ দুইটি মুছাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আমার রাগ যদি তোমার ভালো লাগে, তবে তাই হবে গো ! আচ্ছা, আমি উঠি—তোমার মুখ ধোবার জল নিয়ে আসি—"

"আর একটু বোসো ! নন্দা কোথায় ?"

"ও-ঘরে আছে, কেন ?"—বিজনবাবু এক সহেতুক আতঙ্কে মুখখানা বিবর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

বুঝিতে পারিয়া পারুলবালা হাসিয়া কহিল, "ভয় নেই ! নন্দা আমার মেয়ে—ও বিষ খাবে না !"

"তবে, তুমি হঠাৎ ওর খোঁজ কর্‌লে ?"

"ঠিক এই কথাটাই পরিষ্কার কোরে বল্‌বার জন্যে, পাছে তুমি মনে-মনে কোনোও দিন ভয় পাও !" পারুলবালা এইবার উঠিয়া বসিল, বসিয়াই কহিল, "নন্দাকে আজ 'দান' কর্‌বে তুমি !"

"আমি ?"

"বিকল্পেও চল্‌তো—ওর বড়মা নিজেই আছেন প্রস্তুত ! কিন্তু, তুমি থাক্‌তে—"

বিজনবাবু প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না—মনে করো, আমি নেই! উনিই দান করুন!"

পুষ্পের যে জ্যোতিঃ এতক্ষণ বিলীন ছিল, অকস্মাৎ তাহা দপ্-দপ্ করিয়া উঠিল। শক্তির অধিক সতেজ হইয়া চোখ দুইটি বড়-বড় করিয়া পারুলবালা স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা' হয় না! বৃষকেতুর মাথায় অস্ত্রাঘাত করেছিলেন দাতাকর্ণ নিজেই!" বলিয়াই শুইয়া পড়িল।

বিজনবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর আস্তে-আস্তে উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন—প্রতিবাদ করিবার বাক্য আর তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিল না।

বাড়ীতে তখন কোলাহল বাড়িয়া উঠিয়াছে! চন্দ্রাদেবী যেন সহস্র মূর্ত্তি ধরিয়া সহস্র দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন—একবার যান লুচিভাজার চালায়, একবার যান মাছ কুটিবার যায়গায়, একবার যান মিষ্টান্নের ভাঁড়ারে—সর্ব্বত্র! নিজের হাতে কোনো কাজ রাখেন নাই, তত্রাপি তাঁহার ছুটাছুটির বিরাম নাই।

পাড়ার মেয়েরা দালানের এক পাশে পান সাজিতে বসিয়াছে, চন্দ্রাদেবী ঝড়ের ন্যায় সেখানে ছুটিয়া আসিয়া মেয়েগুলাকে ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পান নিয়েই তোরা মত্ত—নন্দার ক'নে-খোঁপা বাঁধ্তে হবে, সে-হুঁস্ তোদের নেই?"

একজন ভয়ে-ভয়ে কহিল, "সে এখন কেন জেঠিমা? এই তো সবে বেলা দশটা—বিকেলো হোক্!"

"বচনে তোরা খুব দড়ো—বলি, ও একটা কাজ তো! চন্দন্ ঘষেচিস্ ক'নে সাজাবার?" প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হাউয়ের মতো উড়িয়া গিয়া চন্দ্রাদেবী দাঁড়াইলেন আর একস্থানে, সেখানে এইমাত্র

গোয়ালারা আসিয়া ক্ষীর-দইয়ের বাঁক নামাইয়াছে। সর্দ্দার-গোপকে লক্ষ্য করিয়া তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "জিনিষ সব একের নম্বর হবে তো গোপাল? না হ'লে, কাণা কড়িও দাম নেই—বোলে রাখছি, কিন্তু!"

বার্দ্ধক্যহেতু গোপাল দন্তহীন হইয়াছে, তাহার উপর সে বেশ-একটু তোত্‌লা। তাহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হইল সে চটিয়া উঠিয়াছে। চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আর যদি ভা-ভা-ভালো হয়, কি বো-বো-বো-বো—"

চন্দ্রাদেবী গুরুতর আতঙ্কে তাহার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে! থাক্, থাক্—থুতুমুতু পড়ে এখখুনি আমার ক্ষীরদই সব অশুদ্ধ হয়ে যাবে! এখানে আসাও আমার ঝকমারি!"

বলিয়াই তিনি যেমন ফিরিয়া পা বাড়াইবেন, একটি ছোট্ট ছেলে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, "জ্যাঠাই-মা—"

চন্দ্রাদেবী ছেলেটিকে আদর করিয়া কহিলেন, "কি বাবা! কি বলো?"

ছেলেটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে কহিল, "এই, এই, এই তো—"

"কি-তো? বলো—"

"এই তো—যারা এই তো ইংরিজি-বাজনা বাজায়, তারা তো সিগ্‌রেট চাচ্চে! তারা তো বল্‌লে কিনা—'আমরা তো তামাক খাইনে!'"

"ওরে, আমার মাণিক রে!" চন্দ্রাদেবী ছেলেটির পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "তোমার অতুলদাদার কাছে যাও, ছুট্টে—"

ছেলেটি ফিরিয়া ছুট্ দিল।

কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলেন দারোগাপিসি, তিনি গালে আঙুল ঠেকাইয়া কহিলেন, "ও মাগো! ডাইনীর কোলে ছেলে সমপ্পন! বোম্বেটে চাষা—ওত্‌লো, তার হাতে পড়েচে কিনা সিগ্‌রেটের ভাণ্ডার!"

চন্দ্রাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "সৌখীন সামিগ্রী, আর ওরা সব ছেলে-ছোট্‌কা—এ-কাজ ওদেরই তো একপ্রাণ! সুরূপ থাক্‌লে, সুরূপের হাতেই প'ড়তো!" বলিয়াই হন্‌হন্‌ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দূরের 'বর'—সকালোই আসিয়া পৌছিয়াছে। সন্ধ্যারাত্রেই লগ্ন।

ঘড়ির কাঁটায় লগ্নের সময় আগাইয়া আসিল। পুরোহিত তাগাদা দিলেন—'পাত্তর উঠিয়ে আনো।' বরাসন পড়িয়াছিল বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে—'বর' উঠাইয়া আনিতে লোক গেল। গৃহপ্রাঙ্গণ শঙ্খ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু, ওকি—

বরাসনে 'বর' নাই! 'খোঁজ, খোঁজ' রব উঠিল—প্রথমে মৃদু, পরে উচ্চ, তারপর উচ্চতর কোলাহল পড়িয়া গেল। 'বরের' সহিত কয়েকজন বরযাত্রীও আসিয়াছিল। তাহাদের প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু তাহারাও কেউ কিছু বলিল না—সকলেরই মুখ শুকাইল গেল! বিজনবাবু পাগলের মতো বাড়ী হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং একজন প্রতিবেশীর হাত হইতে একটা 'টর্চ্চ' লইয়া নিজেই উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় খুঁজিতে বাহির হইলেন, তাঁহার সঙ্গে গেল অতুল, বিষ্টু, অমূল্য এবং আরও কয়েকজন গ্রামের ছেলে। গ্রামের পুকুর-ঘাট, পোড়ো-বাড়ী, বন-ঝোঁপ—সম্ভব-অসম্ভব স্থান যতগুলি ছিল সর্ব্বত্র সন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও সে-মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া গেল না! বিজনবাবুর হাত-পা ভাঙিয়া আসিল—পারুলবালা এই দুর্ঘটনা সহ্য করিবে কি করিয়া? এইরূপভাবে, গ্রামের ভিতরটা তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া বিজনবাবু সদলে গ্রামের প্রান্তভাগে এক অর্দ্ধভগ্ন শিব-মন্দিরের মুখে আসিয়া পড়িলেন এবং তাহার ভিতর 'টর্চ্চে'র আলো ফেলিতেই তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন—অন্নদা, তার হাতে মদের বোতল!

ঘৃণায় ও ক্রোধে বিজনবাবুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নিজেকে আর ঠিক রাখিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাস্কেল—"

সঙ্গীরাও ক্ষেপিয়া উঠিল।

অতঃপর বিজনবাবুর নির্দ্দেশে তাঁহার সঙ্গীরা অন্নদাকে টানিয়া বাহির করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া আসিল।

এক বিশৃঙ্খল ব্যাপার! ইতিপূর্ব্বেই 'বরের' সঙ্গীরা এক ফাঁকে গা ঢাকা দিয়াছে। বিজনবাবু গ্রামের মাতব্বরদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এর পরেও কি আপনারা আমাকে বলেন—এর হাতে মেয়ে দাও—"

চন্দ্রাদেবীর খাতিরে নিমন্ত্রণে যোগদান করিলেও, এই বিবাহে বাস্তবিকই কাহারোও অন্তরাত্মা সায় দেয় নাই, এক্ষণে এই দৃশ্যে প্রত্যেকেরই ভিতরকার মানুষ আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। উত্তেজিত কণ্ঠে সকলেই বলিয়া উঠিল,—'না!'

পারুলবালার জ্বরটা আজ একটু বাড়িয়াছিল, তাই বুঝিবা সে সারাটা দিন শয্যাত্যাগ করিতে পারে নাই, মাঝে-মাঝে বিজনবাবু প্রতিক্ষণের প্রতি খবর তাহাকে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা এই গোল-মালটা তাহার কানে আসিতেই সে টলিতে-টলিতে বাহির হইয়া দুয়ারের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বহিবাটির দিকে কান পাতিয়া। স্বামীর প্রশ্ন ও গ্রামবাসীর উত্তর তাহার কানে আসিতেই সে একবার শিহরিয়া উঠিয়াই বসিয়া পড়িল—তাহার চোখের উপরই উঠানে সাজানো কন্যার আসন্ন বিবাহের সমগ্র আয়োজন—পুরোহিত বসিয়া!

এদিকে গ্রামের তরুণের দল, তাহাদের আর আনন্দ ধরে না! যুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক হয়েচে!" অতঃপর পরস্পর

বলাবলি করিতে লাগিল,—"আরে! 'দু'পিঠ ঘিয়ে ভাজা' আমাদের কেউ তো আর মার্‌চে না! ভাঁড়ার আমাদেরই হাতে! মাঝে থেকে গাঁয়ের একটা মেয়ে রক্ষে পেলো—"

পারুলবালা চম্‌কিয়া উঠিল!

এদিকে পুরোহিতও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। কানে তিনি কম শোনেন—বাহিরের বিভ্রাট, তাহার উচ্চ আওয়াজ, বোধ করি, কিছুই তাঁহার কানে পৌঁছে নাই। অস্থিরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "লগ্ন যে ভস্ম হয়ে গেল গো—"

পারুলবালা উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন প্রয়োজনের অতিরিক্তই সে সুস্থ, সবল—যেন কোথা হইতে নদ-নদী বহিয়া অপরিমিত রক্ত আসিয়া তাহার শিরা-উপশিরা প্লাবিয়া দিয়াছে, এই একটু-পূর্ব্বে তাহার যে-দেহটাকে রুগ্ন, নিস্তেজ, নিরর্থক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহার ভিতরে যেন মূর্ত্তিমান বজ্র অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া তাহাকে দুর্দ্দান্ত করিয়া তুলিয়াছে! মুহূর্ত্তেই সে বিদ্যুতের ন্যায় নামিয়া পড়িল এবং ছুটিয়া বাহির হইয়া অন্নদার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া কহিল, "গ্রাম, সমাজ, প্রতিবেশী, আত্মীয়, দেশ, দশ—কারুর হাতের খেল্‌না আমার মেয়ে নয়! কন্যাদান কেউ যদি না করে আমিই করবো!" বলিয়াই অন্নদার হাতটা ধরিল।

সাক্ষাৎ এক জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি! সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে পারুলবালাকে বাড়ীর বাহির হইতে কেহ কোনোদিন দেখে নাই, আজ তাহার এই অকুণ্ঠ, সঙ্কোচহীন, বিদ্রোহী আলেখ্য প্রত্যেককেই বিহ্বল করিয়া তুলিল। সকলেই বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নি এখানে কেন—আপ্‌নি?"

শ্লেষকণ্ঠে পারুলবালা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "নইলে, আপ্‌নাদের

অভিধান থেকে একটা চিরস্মরণীয় বাক্য বাদ পড়ে যায়—নিঃসহায়, নিঃসম্বল, দরিদ্র বাপ-মেয়ের মেয়ে, তার রক্ত-তর্পণ !” একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, “সংসারের এক কল্যাণে স্নেহলতার জন্ম হয়েছিল, সংসারের আর-এক কল্যাণে নন্দার জন্ম হয়েচে !” বলিয়াই অন্নদাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সঙ্গে-সঙ্গে সকলেরই মাথা হেঁট হইল ; যেন এইমাত্র কে তাহাদের মুখে কালি মাথাইয়া ছুট দিয়াছে ! বিজনবাবু স্তব্ধ হইয়া করযোড়ে সকলকে বলিয়া উঠিলেন, “তা’হলে আপনারা অনুমতি দিন, কন্যাকে পাত্রস্থ করি—”

নিস্পন্দ জনতায় সহসা এক বিলোড়ন উঠিল। সকলেই উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “না! এ বিয়ে হয় না—হ’তে আমরা দেবো না !”

বিজনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

জনতা অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। কহিল, “আপনি বলুন—মুখের একটা কথা—বিয়ে আমরা পণ্ড করি !”

বিজনবাবুর মুখে ঈষৎ-একটু ম্লান হাসির আভা ফুটিয়াই নিবিয়া গেল। ধীরকণ্ঠে কহিলেন, “আমি আজ কেউই নই—”

“তবে—”

জনতায় যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ সকলে বিবাহ-বাড়ীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেই বিজনবাবু নিষেধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “থামুন ! এই বিয়ের আজ যিনি বিধাতা, তিনি সৃষ্টি-স্থিতির বিধাতা-পুরুষ নন্ ! তাঁর দুই হাতেই মৃত্যু ! দেবতা-মানুষ এক হয়ে ত্রিলোক ঝেঁটিয়ে এলেও তাঁকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে আজ কেউ পার্‌বে না ! আপনারা থামুন !” পরক্ষণেই ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “তা’ হ’লে, অনুমতি—” আর একবার হাত দুইটি জড়ো করিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর

চলিয়া গেলেন। সমবেত জনমণ্ডলীও নির্ব্বাক্ হইয়া নতমস্তকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

লগ্নভস্মের আর অত্যল্পকাল বাকী—শাঁখ বাজিয়া উঠিল, মেয়েরা হইল ব্যস্ত-চঞ্চল। গৃহপ্রাঙ্গণে আবার তেমনই ভীড়, তেমনই উৎসাহ, তেমনই উৎকট আনন্দোচ্ছ্বাস।

'স্ত্রী-আচার' সুরু হইল। অতিরিক্ত মদ্যপানে অন্নদা তখনো প্রকৃতিস্থ হয় নাই, তাহার পা টলিতেছিল। কোনোরূপে দাঁড় করাইয়া তাহাকে দুইজন লোক দুই পাশে ধরিয়া রহিল—তাহারই মুখের উপর মুখ নন্দার! ঠিক্ এম্‌নিই সময়ে দ্বারদেশে সহসা এক উচ্চনাদ উঠিল—'জয় মা তারা—'

নিবারণের কণ্ঠ! সকলেই চমকিত হইয়া দেখিল—নিবারণের আগে-আগে স্বরূপ!

স্বরূপের কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই! সে দুই হাতে ভীড় ঠেলিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় 'ছাদ্‌নাতলার' দিকে ছুটিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, না—না!"

নন্দা তখন স্বীয় কণ্ঠ হইতে মালাগাছটি সবে খুলিয়াছে। নিমেষমাত্র একজনের চোখ আর-একজনের চোখের সঙ্গে মিলিল, তারপর—তারপরই একজন দেখিল, একজনের হাতের ওই মালা আর-একজনের গলায় পড়িয়া রহিয়াছে—সে অন্নদার!

সব শেষ! স্বরূপ আর দাঁড়াইতে পারিল না, ধীরে-ধীরে বসিয়া পড়িল।

বারো

দিন যায়।

প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। নন্দা স্বামীর কাছে পাটনাতেই আছে—বিবাহের পর গিয়া আর আসে নাই। পিত্রালয়ে সে বড়-একটা পত্রাদিও দেয় না। বিজনবাবু একবার পাটনায় যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারুলবালার নিষেধ পড়ে, তদবধি তিনি নিরস্ত হইয়াই আছেন। সত্যই হোক্, আর মিথ্যাই হোক্, —এই অবসরে বহুবার বহু 'উড়ো খবর' ইঁহাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে—'অন্নদা নন্দার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে! সে যেন নিয়মের বাহিরে—তৃতীয়পক্ষের সুরূপা স্ত্রী, তত্রাপি সে গৃহে নিশাযাপন করে না!'

সুরূপ কলিকাতায় থাকে। এখন সে বি-এ পড়ে। তাহারও কানে এই সব কথা বহুবারই আসিয়াছে। সে ভাবে, ভাবে এই কথা—এই সমস্তর জন্য দায়ী কে? একটি নিরীহ পরিবার, তাহাদের সহজ, স্বাভাবিক, নির্ম্মল জীবনযাত্রা এমনই ভাবে যে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য বিধাতার বিচারশালায় কে অপরাধী? একটি নিষ্পাপ জীবনতরু এই যে অকালে শুকাইয়া গেল—তাহার অভিশাপ কুড়াইবে আজ কোন্ জন? মুহুর্ম্মুহুঃ তাহার অন্তরাত্মা সায় দেয়—সে! ওই মেয়েটি, সে সরল বিশ্বাসে মনের কপাট খুলিয়াছিল, বিশ্বাসের প্রতিবাদী হইয়া সে দেশের লোক জড় করিয়াছিল, যার পরিণাম আজ-এই! এইরূপ অবিশ্রাম ঘা খাইয়া-খাইয়া একদিন তাহার মন অশান্ত হইয়া উঠিল! একদিন তাহার অকস্মাৎ মনে হইল—আবার বুঝিবা তাহার এক ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে চলিয়াছে! ভাবিল—

'আজ কি আমার কর্ত্তব্য নয়, নন্দার একটা খোঁজ নিই?' * * *
একদিন সে নন্দাকে পত্র লিখিল, শুধু শাদা কথায়—"কেমন আছ?"

শীঘ্রই জবাব আসিল—'চিঠিপত্র দেবেন না। আমি মরিনি!'

আরও দীর্ঘ একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পারুলবালা আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। নন্দার বিবাহের সময় সেই-যে সে জ্বরে পড়িয়াছিল, তদবধিই তাহার দেহ প্রায়ই অসুস্থ হয়—দিন-দিন যেন শুকাইয়া যায়। বিজনবাবু সাধ্যমত চিকিৎসার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু রোগিনী নিজেকে যেন অবহেলায় একপাশ করিয়াই রাখিয়াছে। অবশেষে এম্‌নিই তাহার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, তাহাকে ঠেকাইবার আর কোনোও ডাক্তারী বিধান নাই! গ্রামের পার্শ-করা ডাক্তার বিপিন কহিল—'ও ক্ষয়রোগ!'

কয়েকদিন হইতে তাহার অবস্থা কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে!—মাঝে-মাঝে অচেতন হইয়া পড়ে! যে-নাম সে এতদিন মুখে আনে নাই, ইদানীং সেই নাম তাহার মুখ দিয়া ঘন-ঘন বাহির হয়—'নন্দা! মারে—মা!' পাড়ার গিন্নিবান্নিরা বিজনবাবুকে পরামর্শ দিল—'নন্দাকে 'তার' করো, মায়ের এই নিদেন কাল—কানে শুন্‌লে সে আর থাক্‌তে পারবে না!' বিজনবাবু স্ত্রীর অবস্থা জানাইয়া জবাবী টেলিগ্রাম করিলেন—'লোক যাচ্চে আন্‌তে।' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব আসিল—'না'। তারপর পত্র আসিল—'না। লোক যেন না আসে। যদি আসে, আমি বিষ খাবো! এইটুকুই শুধু জেনে রাখুন—পূর্ব্বেকার স্থলজল, আকাশ-মৃত্তিকা, চেতনা-অনুভূতি—সকলকারই সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে!'

বিজনবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

চন্দ্রাদেবীর আর কোনো উপদ্রব নাই—নন্দা বিদায় হইয়াছে! এক্ষণে ও-বাড়ীর তিনি কতনা আপন-জন! দিনে দশবার করিয়া তিনি পারুল-বালার কাছে আসেন। নন্দাকে যখন 'তার' করা হয়, তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, তাঁহার বুকের ভিতরটা চম্‌কিয়া উঠিয়াছে—আবার! তাঁহার এখনো আশঙ্কা—নন্দা আসিলে পাছে স্বরূপের সঙ্গে আবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়, দেখা-সাক্ষাৎ হইলে আবার যদি সে স্বরূপকে 'আশ্রয়' করে! এক্ষণে নন্দার প্রত্যুত্তর শুনিয়া তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। সকলকে ডাকিয়া কহিলেন—"দেখ্‌লে তোমরা, দেখো! ডাগর মেয়ে, এখন ঘরবর পেয়েচে—আর কি সে এমুখো হয়? নন্দা বলে কিনা—'আমি বিষ খাবো!'—আহা, থাক্, থাক্—সেই ঘরই জন্মজন্ম করুক্!"

মন্দা শ্বশুরালয়ে ছিল। কাকীমায়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়াই সে চলিয়া আসিয়াছে এবং কাকীমার সেবা-শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। নন্দার বিবাহের পর হইতে স্বরূপ আর এ-গ্রামে ঢোকে নাই। একটি জামাই—চন্দ্রাদেবী তাহাকে আনিবার জন্য অনেকবার অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। এক্ষণে, কাকীমা মৃত্যুমুখী—আর সে থাকিতে পারিল না! সেও আসিয়া পড়িল এবং ঢুকিল বরাবর কাকীমার বাড়ী। তাহার এই আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে যেমন আনন্দিত হইল, বিস্মিতও হইল তদ্রূপ! মন্দা ছুটিয়া গিয়া কাকীমাকে শুনাইয়া দিল—"কাকীমা! ও এসেচে—"

পারুলবালা এক উৎকট আগ্রহে চোখ দুইটি বড় করিয়া তাকাইয়া কহিল—"নন্দা?"

মন্দা চোখে কাপড় উঠাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

চন্দ্রাদেবী ছিলেন বাড়ীতে—ছুটিয়া আসিলেন। স্বরূপ তখন সবে

উঠানের মাঝামাঝি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, চন্দ্রাদেবী যেন নিজেকে তালগোল পাকাইয়া স্বরূপের সাম্‌নে পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, বাবা! আগে বাড়ী ঢুক্‌তে হয়—মুখে-হাতে জল দেওয়া নেই, কাপড়-চোপড় ছাড়া নেই! তোমা বিনে বাড়ীঘর যে অন্ধকার হয়ে আছে, মাণিক!"

মন্দা আধ-ঘোম্‌টা দিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, পট্‌ করিয়া কহিল, "আমার বাপের বাড়ী ও তো আসেনি!"

"বড্‌ডো তোর কথা হয়েচে, মন্দা!"—চন্দ্রাদেবী মেয়ের দিকে ভারি মুখখানা একবার বিকৃত করিয়াই স্বরূপকে ঠেলিয়া লইয়া ও-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

রাত্রে মন্দা স্বামীকে কাকীমার সম্বন্ধে সব কথাই কহিল। কহিল, বিবাহের পর হইতে নন্দার নাম কাকীমার মুখে আসেনি, কিন্তু আজকাল 'নন্দা-নন্দা' করিয়া তিনি প্রাণ ঢালিতেছেন, যেন নন্দারই জন্য এখনো তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয় নাই! অতঃপর স্বামীকে এক অনুরোধ জানাইল, যে-কণ্ঠে জানাইল তাহা যেম্‌নি ব্যাকুল তেম্‌নিই দৃঢ়—তাহাতে দাবীও যতখানি প্রার্থনাও ততখানি, যেন তাহার অন্তরাত্মার এক সবল জেদ্‌ অশ্রুর ন্যায় নির্গত হইতেছে। কহিল, "নন্দাকে কেউ যদি আন্‌তে পারে, সে—তুমি! যাওনা একবার পাটনায়, যাবে? কাকীমার তো শেষ—" কথাটা সমাপ্ত করিতে পারিল না, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের পুরাতন পাতাটি খুলিবার ইচ্ছা, বোধ করি, স্বরূপের ছিল না। সে হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। হয়তো বা এই কথাটিই সে ভাবিতে লাগিল—কেমন করিয়াই বা সে তাহা পারে! পত্র বিনিময়েও যাহার নিষেধ আসিয়াছে তাহারই নিকট বিনা অনুমতিতে সে নিজেকে দাঁড় করাইবে কোন্‌ হিসাবে, কোন্‌

লজ্জায়? ছিল একদিন একখানি প্রতিমা, ছিল তাহার প্রতি একদিন সর্ব্বপ্রকার দুর্লঙ্ঘ্য দাবী—যার বলে সে একদিন সবই করিতে পারিত! একথা খুবই সত্য! কিন্তু, আজ? আজ যে, সে-প্রতিমার অঙ্গে সে মাংস নাই, সে রক্ত নাই, সে রূপ নাই—যে-সমস্ত তাহারই স্তবে, তাহারই ধ্যানে, তাহারই উপাসনায় একদিন অবিশ্রাম মাতিয়া থাকিত! নির্দ্দেশহীন, লক্ষ্যহীন, অতি-চঞ্চল পৃথিবীর এক অনিশ্চিৎ একান্তে এক আগ্নেয় গিরি, তাহারই অগ্নিগর্ভে তাহার সর্ব্ববিধ পরিচয় আজ যে পর্য্যবষিত! সুতরাং, সেই পরিচয়ের ভস্ম মাখিয়া ভণ্ডের ন্যায় সেই জাগ্রত 'বিস্মৃতি'র অতিথ্‌শালায় উপস্থিত হইবে সে কোন্ সাহসে, কোন্ মুখে—মানব-জগতের কোন্ ছাড়্‌পত্র লইয়া? কিন্তু—

হঠাৎ তাহার চোখে পড়িয়া গেল আর এক দৃশ্য!—মৃত্যুর করতালির ভিতর তাহার কাকীমা! কাকীমা—এক অতি শুভ্র-পরিবারের একটি পরিচ্ছন্ন 'বিস্ময়', যাহাকে শতছিন্ন করিতে বসিয়াছে একমাত্র সে—সেই!

স্বামীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মন্দা অধীর হইয়া প্রশ্ন করিল, "যাবে?"

কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোক-রশ্মি মন্দার চোখে আসিয়া পড়িয়াছিল। সুরূপ চাহিয়া দেখিল, মন্দার দুইটি চোখই চকচক্ করিতেছে। স্থির-চক্ষে মন্দার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "যদি যাই, তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে পারবে?"

"আবার?"—মন্দা ধমক্ দিয়া উঠিল।

"আচ্ছা, যাবো—" সুরূপ প্রতিশ্রুতি দিল। দিয়াই সে যেন-একটু দ্বিধায় পড়িল, কহিল, "মা যদি বলেন—না!"

জবাবটা মন্দার ওষ্ঠাগ্রেই ছিল। কহিল, "না'কে 'হ্যাঁ' করবার

বিল্তে নন্দার কাছে তুমি তো শিখে নিয়েচ! সেই বিষ্টুদা'র বিয়ে, সেই বরযাত্তর যাওয়া, সেই—"

"সেই পিঠটান—" স্বরূপ হাসিয়া ফেলিল।

মন্দা গম্ভীর হইয়া কহিল, "নইলে যে নয়!" একটু থামিয়াই আবার সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "তোমার ট্রেণ তো সেই সন্ধ্যায়! এক কাজ করবে—কাল বিকেলে মা যখন জল আন্‌তে যাবে, সেই সময়—বুঝ্‌লে?"

"হাড়ে-হাড়ে!"—স্বরূপ এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিল, হাসিয়াই কহিল, "বোকা হ'লে কি হবে—তোমার বুদ্ধি ঢের!" বলিয়াই আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

তাহাই হইল। চন্দ্রাদেবীর অনুপস্থিতিতে মন্দার ব্যবস্থামত পরদিন বিকালে স্বরূপ পাট্‌না যাত্রা করিল।

কথাটা চন্দ্রাদেবীর কানে উঠিতে অধিকক্ষণ দেরী হইল না। পুকুরের ঘাট হইতে ফিরিয়া তিনি জামায়ের জন্য 'জলখাবার' সাজাইতে বসিবেন, মন্দা নিষেধ করিল, "মা, ও-সব আজ কিছু করো না! তিনি এখানে নেই।"

চন্দ্রাদেবী বিস্ময়ে মন্দার দিকে তাকাইলেন। মন্দা অম্লানবদনে বলিয়া দিল, "তিনি পাট্‌না গেলেন।"

"পাট্‌না?"

"নন্দাকে আন্‌তে।"

দালানের একপাশে চালের একখানা বস্তা ছিল, চন্দ্রাদেবী তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল নিঃশব্দ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমাকে একবারটি বল্‌লে আমি কি বল্‌তাম—যেয়ো না?" হঠাৎ তাঁহার চোখ দুইটি বড় হইয়া উঠিল। পুনশ্চ কহিলেন, "তোরা কি মনে

ভাবিস্—আমি তোদের শত্রু ? সেই বিষ্টুর বিয়ে, সেই বর্ষাকাল, সেই জল থৈ-থৈ—সেদিনও এম্‌নি কোরে উনি বরযাত্তর গিয়েছিলেন! সেদিনও আমি কি ওঁকে ধরে রাখ্‌তাম ?—না। কর্‌তাম কি, কর্‌তাম এই—একখানা পাল্কী কোরে সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়ে দিতাম! আর আজ—আজ দিতাম দু'টি খাইয়ে! বাছা আমার না খেয়ে গেল!"

মন্দা অপ্রতিভ হইবার ভাণ করিয়া নতমুখে চাবির থোলোটা নাড়াচাড়া করিতেছিল, কহিল, "আমিই ওঁকে বলেচি!"

"তা' বল্‌বে বৈকি! বিষ্টুর বিয়ের সময় গুরু হয়েছিলেন নন্দা, আর আজ গুরু হয়েচো—তুমি! দু'টি বোনে নিক্তির ওজনে সমান-সমান!" —মুখখানা ভারি করিয়া চন্দ্রাদেবী হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মন্দাকে আর পায় কে! স্বামীর ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত আনন্দে আপনমনে হাসিয়া লুটোপটি খাইয়া বিদ্যুতের ন্যায় বাহির হইয়া হেমলতার কাছে গেল। গিয়াই তাহার পিঠে এক কিল মারিয়া বলিয়া উঠিল, "কি করচিস্ তুই মুখপুড়ি! কাজ হাসিল!" তাহার চোখমুখ দিয়া হু-হু করিয়া যেন হাসির ছটা বাহির হইতেছে।

হেমলতা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া মন্দার মুখের দিকে মূঢ়ার ন্যায় তাকাইতে লাগিল। মন্দা তেম্‌নি করিয়াই সুরু করিল, "ওঁকে আজ দেশ-ছাড়া করেচি—"

"কাকে ?"

"বরকে, বরকে—"

হেমলতার চোখে যুগপৎ কৌতূহল ও ঘন-বিস্ময়ের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কহিল, "তোর বরকে তুই করেচিস্ দেশ-ছাড়া ? তার দোষ-ঘাট ?"

"নন্দাকে সে আন্‌বে না কেন ?"

"তারপর—"

"দিলাম গলাধাক্কা—"

"তারপর ?"

"অম্‌নি সুর্‌-সুর কোরে—"

হেমলতা প্রচণ্ড উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ওরে আমার তুমি !"

মন্দা একমুখ হাসিয়া কথাটা মিলাইয়া দিল,—"তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি !"

"বারে ! মন্দারাণি ! ভাগ্যি, তুই শ্বশুরঘর কোরতে গিয়েছিলি !" —হেমলতা হাসিয়া মন্দার গাল দুইটা একবার টিপিয়া দিল, তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাণ্ডাজল-মাকে বলেচিস্‌, সুরূপ গেছে ?"

"না।"

"তবে চল্‌, চল্‌—ছোট্‌, ছোট্‌—"

বলিতে-বলিতে উভয়ে মিলিয়া একসঙ্গে যেন ঢেউ তুলিয়া পারুলবালার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল—চন্দ্রাদেবী দাঁড়াইয়া।

উভয়কে ওইরূপভাবে একসঙ্গে দেখিয়া চন্দ্রাদেবী উহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "ও ! সব একগাছেরই তেঁতুল !—বলি, আর দেরি কেন ! ছোটোবউকে একবার শুনিয়ে দাও, তবুও ছুঁড়ি একটু জীবন ধরুক্‌ !"

মন্দা নেহাৎ ভালোমানুষটির মতো মায়ের পাশ কাটাইয়া কাকীমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর তাহার কানের কাছে মুখ নামাইয়া কথাটা শুনাইয়া দিল। শুনিবামাত্র পারুলবালার পাণ্ডুর মুখখানি সহসা আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, চেহারায় এক অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটিল—কী ভয়ঙ্কর সুস্থ, সতেজ, সবল ! তাহার মুখ দিয়া সঙ্গে-সঙ্গে

নির্গত হইল—"আর, আমার অন্নদা?" পরক্ষণেই আবার ঝিমাইয়া পড়িল।

চন্দ্রাদেবী যেন আজ দিন পাইয়াছেন। মুখের একপ্রকার বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া মন্দাকে বলিয়া উঠিলেন, "শোন্, আঁট্‌কুড়ির বেটি, শোন্! শুন্‌লি তো—মেয়ে দিয়ে ছেলে পাওয়ার কত জ্বালা! গাঁথানার মাগীমদ্দ এইবার আসুক্, এসে শুনুক্ একবার—ছোটোবউ কি বলে! বলি, মেয়ের সুখ জামাই, নৈবিদ্যির সন্দেশ—শাশুড়ীর কাছে সে কি আর মদখোর, না, বেশ্যাখোর? জামাই যে সন্তান—পেটেই না-হয় না ধরেচে!" চোখের চাহনি অধিকতর খর করিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "তোর চেয়েও মিষ্টি আমার স্বরূপ!" বলিয়াই সগর্ব্বে মাটি কাঁপাইয়া বাহির হইয়া আসিয়া বিজনবাবুকে বলিয়া উঠিলেন, "বিজন! কথা আমার শোনো—তোমার বৌয়ের অসুখ-বিসুখ, ও-সব কিছুই নয়! আসুক্ আজ বিপিন—ঝ্যাঁটা মারবো। ও বলে কিনা—যক্ষ্মাকাশ! মুখপোড়া, ও-রোগ তোদের সাতগুষ্টির হোক্! আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ভিঠে—চন্দ্রসূর্য্যির ভিঠে! যক্ষ্মাকাশ ঢুক্‌বে এখানে? ঝ্যাঁটা মার্‌বো আজ বিপ্‌নের মুখে—হাড়ির ঝ্যাঁটা!—বিজন, বলি শোনো, ছোটোবৌয়ের ডাক্তার—অন্নদা!"

এক সম্পূর্ণ নূতন কথা—নূতন উৎসাহ! বিজনবাবু চম্‌কিয়া উঠিয়া চন্দ্রাদেবীর মুখের পানে চাহিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

রটনা অলীক নহে।

বিষাক্ত আবহাওয়ায় জীবনযাত্রা, তাহাতে নন্দা অভ্যস্ত নহে, তাই প্রথম-প্রথম তাহার ভারি অস্বস্তি বোধ হইয়াছিল। স্বামীর এই-সব

আচরণে সে একদিন প্রতিবাদ করে, তাহাতে স্বামী-দেবতাটি তাহাকে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দেয়—তাহার যদি অসহ্য হয়, সে পিত্রালয়ে যাইতে পারে। 'স্ত্রী-বস্তুটা' তাহার কাছে প্রয়োজনীয় নহে। তদবধি সে চুপ করিয়াই থাকে। নিঃসঙ্গ জীবন, স্বামীর অবহেলা ক্রমশঃ সবই সে বরদাস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, কেবল একটা ব্যাপার সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না—গৃহে গণিকার আসা-যাওয়া। এ দৃশ্য যেন তাহার দুইটি চক্ষু ঝল্‌সিয়া দেয়। কি করিবে, তাহাই সে ভাবে!

একদা তাহার পিত্রালয়ে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল. সেই সময় গ্রামবাসী প্রত্যহ 'হরিনামের দল' বাহির করিত। তাহাদের বিশ্বাস—'হরিনামে' ওই কুৎসিত ব্যাধির বিষবাষ্প উড়িয়া যায়। নন্দার মনে হইল—সেইরূপ প্রতিদিন যদি 'হরিনাম' করা যায়, তাহা হইলে বাড়ীটা অন্ততঃ পবিত্র থাকিবে। কিন্তু, এই দল তৈরী করিতে কাহাকেই বা সে পায়? এক যোগাযোগ ঘটিল। কয়েকজন লোক তাহাদের বাড়ী নিয়মিত ভিক্ষা করিতে আসিত এবং নন্দা স্বহস্তে তাহাদের ভিক্ষা দিত। তাহারা 'মা' বলিয়া ডাকিত নন্দাকে। সেই লোকগুলার উপর দৃষ্টি পড়িল নন্দার। তাহারা মানবদেহে যেন জন্তু, যেমন অকর্ম্মণ্য তেম্‌নিই কাণ্ডজ্ঞানহীন। নন্দা তাহাদিগকেই হস্তগত করিবে বলিয়া মনে-মনে ঠিক করিল। অতঃপর একদিন সকালবেলা অন্নদা বাড়ী আসিলে তাহাকে কহিল, "একটা কথা বল্‌বো, শুন্‌বে?"

অন্নদার রক্তবর্ণ চোখ দুইটা ধ্বক্‌-ধ্বক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং নন্দার দিকে একবার সক্রোধে তাকাইয়াই আলমারি খুলিয়া একটা মদের বোতল বাহির করিল।

স্বামীর এ-মূর্ত্তি নন্দার অপরিচিত নহে, সে পশ্চাৎপদ হইল না। পুনশ্চ কহিল, "কথাটা ভালোই—"

অন্নদা আর-একবার নন্দার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বোতলের ভিতরকার তরল-পদার্থের সবটাই গলায় ঢালিয়া ফেলিল।

নন্দা একটু সরিয়া গিয়া কহিল, "ভালো কথা—তোমরা যা' করো!"

"তাই না কি?" অন্নদার মুখের উপর এক পৈশাচিক হাসির ছটা ছড়াইয়া পড়িল।

নন্দার মুখ দেখিয়া মনে হইল, তাহার ভিতরে এক উন্মত্ত দুর্য্যোগ, অশান্ত বেদনা নিষ্পেষিত হইয়া এই মাত্র সুস্থির হইয়াছে। অত্যুগ্র আগ্রহের ভাণ করিয়া অবিলম্বেই কহিল, "আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গান—"

"বহুৎ আচ্ছা বাইজি—"

"একটা দল তৈরী করবো। যারা রোজ এসে ভিক্ষে নিয়ে যায় তাদের নিয়ে—"

অন্নদা তাড়াতাড়ি আর-একটা বোতল বাহির করিয়া ভিতরকার বস্তুটা নিঃশেষ করিয়া আসুরিক উল্লাসে বলিয়া উঠিল "আচ্ছা! তারপর—"

"তাদের কেউ হবে—তুমি!"

অন্নদা মুখের একপ্রকার কৌতুক ভঙ্গী করিয়া বুকের উপর আঙুল ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিল, "এই—আমি?"

"হ্যাঁ - শ্রীকৃষ্ণ!"

"চালাও আর এক বোতল—" অন্নদা আনন্দে এক লাফ দিয়া পুনশ্চ আলমারি খুলিয়া ফেলিল।

নন্দা আবার সুরু করিল, "তারপর—কেউ সাজবে রাধা, কেউ সাজবে গোপিনী!"

"তোফা ! চালাও, চালাও—আভি চালাও—" বলিতে-বলিতে আর একটা আলমারি খুলিয়া একমুঠা নোট বাহির করিয়া পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া গেল।

নন্দা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তারপর তেম্‌নি অন্যমনস্কভাবেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

'কৃষ্ণ-রাধিকার দল' তৈরী হইতে আদৌ বিলম্ব হইল না। ভিক্ষুক-গুলার আনন্দ আর ধরে না—পায়ে হাঁটিয়া তাহাদের আর আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইবে না! নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা—বাঃ! নন্দা কোমর বাঁধিয়া তাহাদের শিক্ষয়িত্রীর আসন গ্রহণ করিল—তাহাদের শিথায় বাউল, শিথায় কীর্ত্তন। তাহাদের জন্য আসিল—'খোল,' 'করতাল', 'তানপুরা 'বেহালা', 'খঞ্জনী'। বিচিত্র রঙের সাজ-পোষাক—তাহাও বাদ পড়িল না। উহাদের নামকরণ হইল—'দেবদূত!' 'আশ্রয়স্থান' নির্দ্দিষ্ট হইল বর্হিবাটীতে।

কিন্তু কী দুর্ভোগ! তাহারা কি ছাই মানুষ—জন্তু, জন্তু! তাহাদিগকে কিছুতেই ধাতে আনিতে নন্দা আর পারে না! তাহাদের প্রকাশভঙ্গী দেখিয়া নন্দা কোনোদিন হাসিয়া অস্থির হয়, কোনোদিন রাগিয়া লাল হয়, কোনোদিন বা অকারণ 'বাহবা' দেয়। অতঃপর রাধাকৃষ্ণের টুক্‌রা-টুক্‌রা লীলা-অভিনয় তাহাদের লইয়া চলিতে লাগিল।

এদিকে স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা দিনদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে! নন্দার মনে প্রশ্ন উঠে—'উনি কি চান? যা' চান্, তা' দেবার কি আমার নেই?' এই প্রশ্নই তাহাকে দিনের পর দিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই সে আয়নার মুখে গিয়া দাঁড়ায়, দাঁড়াইয়া নিজের চেহারা দেখে—মাথার চুল আঁচ্‌ড়ায়, টিপ্‌ পরে! পরক্ষণেই চম্‌কিয়া উঠে এবং লজ্জায় ও ঘৃণায় কেশপাশ এলোমেলো করিয়া ফেলে, ফেলিয়া ছিট্‌কাইয়া

সরিয়া আসে! আসিয়া ভাবে—স্বামী হইয়া তিনি কি ইহাই চান? তৎক্ষণাৎ তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া বলিয়া উঠে—'না!'

অপিচ তাহার ভিতরকার প্রকৃতি সুস্থির হয় না। একদিন সে হঠাৎ 'দেবদূতদের' কাছে গিয়া কহিল, "আমি একখানা গান গাই, তোমরা শোনো তো?" বলিয়াই আনমনে বসিয়া একখানা গান গাহিল। গান শেষ হইতেই প্রশ্ন করিল, "আমার কেমন গলা, বলো দিকিনি?"

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওৎকেষ্ট, ওৎকেষ্ট—"

নন্দার মুখখানা সহসা বেদনা-বিকৃত হইয়া উঠিল, যেন বনপথ দিয়া চলিতে গিয়া আচম্‌কায় পায়ে কাঁটা বিঁধিয়াছে! তাড়াতাড়ি মুখের ভাবটা পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "এই গান, একি—জানো তোমরা?"

একজন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তা' আর জানিনে!"

"আমার মুণ্ডু জানো! এ কীর্ত্তনও নয়, বাউলও নয়! এ হচ্ছে টপ্পা—খেম্‌টা!"

"নইলে, এমন মিষ্টি গুড়—"

"চুপ্‌! এ-সব গান তোমাদের শুন্‌তেও নেই, আমাকে গাইতেও নেই!"—নন্দা এক শাসন-কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই অন্যত্র চলিয়া গেল।

আর একদিন তাহার আর-এক খেয়াল চাপিল। 'দেবদূতদের' আখ্‌ড়ায় গিয়া কহিল, "দেখো—শ্রীকৃষ্ণের মন-ভোলানো অমনি কথা নয়! যমুনার কূলে রাধাকে পা তুলে-তুলে নাচ্‌তে হ'তো!"

সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কহিল, "হ'তো বৈ কি!"

"চুপ্‌! আমার কথার ওপর কথা দিয়ো না—"

"এই, খবরদার—" দেবদূতেরা পরস্পর পরস্পরকে সাবধান করিয়া দিল।

নন্দা যেন তন্ময় হইয়া সুরু করিল, "এই ধরো, আমি রাধা—"

"আমি যে!—" একজন হুম্‌ড়ি খাইয়া মুখখানা কাঁদ-কাঁদ করিয়া সরিয়া আসিল। এই লোকটা 'শ্রীরাধার' অভিনয় করে।

নন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তুমি তো বটেই! আমি কেবল আজ একবার শিখিয়ে দিচ্চি—" বলিয়া সে নৃত্যের ভঙ্গী করিয়া পা তুলিতে গিয়াই শিহরিয়া উঠিল, তারপর ঘৃণায় ও লজ্জায় ঠিক্‌রিয়া চলিয়া গেল।

মায়ের এই অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া সকলেই ভীত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িল। এই দলের ভিতর ছিল একজন মুসলমান, তাহার মুখ দিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া পড়িল—"ইয়ে আল্লা!"

সঙ্গে-সঙ্গে বাকী কয়েকজন খাপ্পা হইয়া উঠিল—মারমুখ! কেহ পেট বাজাইয়া, কেহ বুক বাজাইয়া, কেহবা আর-একজনের মাথায় চড় মারিয়া রোষ-রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই মুসলমান! এখানে মুখ-খারাপি? এ হরিনামের যায়গা!"

মুসলমান 'দেবদূতটির' নাম ফৈজু। সে কাঁদিয়া ফেলিয়া ছুট্ দিয়া 'মায়ের' নিকট উপস্থিত হইল। অতঃপর মুখখানা চোখের জলে ভাসাইয়া অভিযোগ করিল, "মা! আমাকে বলেচে—"

নন্দা রন্ধনশালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া অন্যমনস্কভাবে নিঃশব্দে বসিয়াছিল, ফৈজুকে দেখিয়া চমকিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "বলেচে? কে কি বলেচে, বাবা?"

ফৈজু দ্বিরুক্তি করিবার পূর্ব্বেই অন্যান্য মূর্ত্তিমানরাও ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া নন্দাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ফৈজু কিন্তু নির্ভীক্, কেননা, সে 'মায়ের' কাছেই দাঁড়াইয়া! বুক ফুলাইয়া অপরপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই ওরা! ওরা আমাকে বলেচে—মোছলমান!"

"তুই মুখ-খারাপি কর্‌লি কেন? বল্‌লি কেন—ইয়ে আল্লা?"—অপরপক্ষ সাজ-সাজ রব তুলিল।

ফৈজু 'মায়ের' কাছে আর-একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমিও কইবো—তোরা হ্যাদু!"

অপরপক্ষ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। নন্দাকে কহিল, "দেখো, মা! আবার মুখ-খারাপি—"

নন্দা আর হাসি চাপিতে পারে না। এইরূপ কলহ প্রত্যহ হয় এবং প্রত্যহই তাহার প্রাণ বহির্গত হয় তাহা মিটাইতে। বিষম গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমরা কেউ মুসলমানও নও, কেউ হিঁদুও নও!"

"ইয়ে আল্লা—" ফৈজু অপরপক্ষের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল।

অপরপক্ষও তৎক্ষণাৎ ফৈজুর প্রতি তদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "হে হরি!"

নন্দার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিছুই এড়াইল না। নিজেকে অধিকতর গাম্ভীর্য্যের ঘেরাটোপে আবৃত করিয়া দৃঢ়-কঠিন অথচ স্নিগ্ধ-স্নেহ কণ্ঠে কহিল, "তোমরা সবাই দেবদূত!"

মায়ের এরূপ মূর্ত্তি ইহাদের কেহই ইতিপূর্ব্বে আর কোনোদিন দেখে নাই, সকলেই যুগপৎ শ্রদ্ধায় ও আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িল। আর যেন তাহারা মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না! দুই-একবার পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "মা, আমরা তা' হলে—এইবার এক ছুট্টে ও-বাড়ীতে—"

"একটু দাঁড়াও—" সঙ্গে-সঙ্গে নন্দার মুর্ত্তিটির রূপান্তর হইয়া গেল। দেখা গেল—এক অপার্থিব স্নিগ্ধ-শীতল জ্যোতিঃ তাহার সমগ্র অবয়ব রাঙা করিয়া তুলিয়াছে—তাহার চোখে শাসন, মুখে হাসি। কহিল, "তোমরা যে কি, তা' তোমরা বোঝোনা না! তাই, তোমরা করো—ঝগড়া!"

ফৈজু কথার উপর কথা দিয়া দ্রুত বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তা' করি! করিই তো! তুমি যখন বল্‌চো—"

"থামো—" নন্দা ধমক্ দিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ফৈজুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবার সুরু করিল—"তুমি ওদের বলো—'হিঁদু', ওরা তোমাকে বলে—'মুসলমান!'—এই বিবাদ নিয়ে তুমি ধরো ওদের মাথায় লাঠি, ওরাও ধরে তোমার মাথায় মুগুর। কিন্তু, কে বল্‌লে—তোমরা আলাদা-আলাদা? এ কথা আমাকে বল্‌তে পারো, ফৈজু?"

"না মা, তা' তো পারিনে! সবাই বলে—তাই বলি! কি বলিস্ আনন্দ?" ফৈজু মুস্কিলে পড়িয়া ও-পক্ষের আনন্দর প্রতি অসহায়ের ন্যায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

আনন্দও পশ্চাৎপদ হইবার লোক নয়। বিশেষ গবেষণা করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ওরা গোস্ত খায়, আমরা তা' খাইনে। কি বলো মা, তুমি খাও?"

নন্দা হাসি চাপিয়া কহিল, "তোমরা পেঁয়াজ খেতে, আমি তা' বন্ধ করেচি! তা' হলে, তোমরা বল্‌তে পারো—আগে তোমরা কি ছিলে আর এখন কি হয়েচো?"

আনন্দও বিব্রত হইয়া পড়িল, দুই-একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "আমি এখন যাবো মা?"

নন্দা শাসন-কম্পিত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ কহিল, "একশোবার বল্‌চি—না! আগে আমার কথার জবাব দাও—"

"ঠিক হয়েচে!"—আনন্দর দিকে আড়চোখে চাহিতে গিয়া মায়ের রোষতীক্ষ্ণ চোখের সহিত ফৈজুর চোখ মিলিত হইল এবং সভয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ নামাইয়া লইল।

আনন্দর মুখে আর কথা নাই। লজ্জায় তাহার মাথাটা মাটি

নন্দার মনের ভিতর তখন কি কথা উঠিল কে জানে, আর সে দাঁড়াইল না—মুখখানা নীচু করিয়া কি ভাবিতে-ভাবিতে চলিয়া গেল।

স্বরূপ যখন পাট্‌নায় নামিল, তখন ধরিত্রীর উপর সন্ধ্যার কৃষ্ণ-আঁচল পড়িয়াছে! অন্নদার বাড়ীর ঠিকানা তাহার জানাই ছিল, একখানা ট্যাক্সি করিয়া বাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া নামিল। দেখিল—দরজা বন্ধ। ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় দিয়া 'স্যুট্‌কেস্‌টা' হাতে করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, হঠাৎ কাহাকেও ডাকিতে পারিল না—এখনিই যে এক চির-বিস্মৃত মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে! কত কি প্রশ্নোত্তর—কিছুই তো তাহার এখনো রচিত হয় নাই! * * * কিন্তু, এরূপভাবে চোরের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকাও আর চলে না, স্বরূপ সাহস করিয়া দরজায় করাঘাত করিল। মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না—ভিতরে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে আঘাত পড়িল এবং একটু পরেই দ্বারদেশ উন্মুক্ত হইল। স্বরূপের চোখের উপর ঝলসিয়া উঠিল বিচিত্র মূর্ত্তি—'দেবদূত!' অতঃপর তাহারা প্রচণ্ড উৎসাহে বীভৎস ভঙ্গিমায় নৃত্য করিতে-করিতে কণ্ঠ ছাড়িয়া দিল—'শতেক বরষ পরে—'

ভিতর-বাড়ীতে ছিল নন্দা। সে চমকিয়া উঠিল। সন্ধ্যায় তাহার স্বামী তো বাড়ী আসেন না! দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। তারপর, তারপর—

তারপর 'দেবদূতদের' প্রতি হাত তুলিল—চুপ! মায়ের হুকুম—তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল।

নন্দার দৃষ্টিতে আজ ভ্রান্তি নাই! তাহার দুইটি আয়ত নেত্রের অগ্রভাগে আজ সমগ্র জগৎটাই শ্যামরঙে মাখামাখি! সেই রঙে আর্দ্র

হইয়া এক অতি-পরিচিত চির-তরুণ তাহার অন্তর-পটের মিথ্যা-প্রকৃতির ভ্রান্ত-কুহকের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া আজ সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে—ওই !

নন্দা ও স্বরূপ, স্বরূপ ও নন্দা ! উভয়েই স্তব্ধ—উভয়েই বাক্যহারা !

একটু পরে স্বরূপই কথা কহিল। বলিল, "আমি !"

নন্দার মুখে কথা নাই।

স্বরূপ পুনশ্চ কহিল, "চিন্‌তে পারচো না, হয়তো ?"

নন্দা তেম্‌নিই নিঃশব্দ, তেম্‌নিই নির্ব্বাক্। মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির ন্যায় নিষ্পলকনেত্রে স্বরূপের দিকে শুধু চাহিয়াই রহিল।

স্বরূপ মুস্কিলে পড়িল। চাহিয়া দেখিল—গাছপালায় অন্ধকার, মাটির উপর অন্ধকার, চারিদিকে অন্ধকার—তাহারই মাঝে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া সে এবং আর-একটি অনিশ্চিৎ মানুষ ! এই 'বিশ্রী অবস্থাটার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে হাঁপাইয়া উঠিল। আপন-মনে অস্থির কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ট্যাক্সিটাও ছেড়ে দিলাম—ফিরে যাবার ট্রেণ কখন, তাও জানিনে ! এখন দেখ্‌চি, না এলেই হতো !" 'স্যুট্‌কেস্'টা একবার নামাইয়া পরক্ষণে আবার উঠাইয়া লইয়া আর-একটু সরিয়া আসিয়া থাম্‌কা প্রশ্ন করিল, "অন্নদা কোথায় ?"

তত্রাপি কোনো জবাব নাই—তুলসীমঞ্চ নিষ্প্রদীপ !

'আখ্‌ড়ায়' দেবদূতেরা তখন বুঝি পায়ের ঘুঙুর খুলিতেছে। শব্দটা স্বরূপের কানে আসিতেই তাহার মনটা ভেস্তা হইয়া পিছাইয়া গেল প্রথম ধাক্কাটার উপর। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ সে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ওরা কে—ওই সব সাজ-গোজ কোরে—"

"দেবদূত !"

তরল অন্ধকার, তাহার ভিতর দিয়া এক অতি-তরল কণ্ঠস্বর স্বরূপের কানে ঝিম্‌-ঝিম্ করিয়া আসিয়া পড়িল। এইবার যেন সে বুঝিতে

পারিল তাহার চোখেমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—নন্দা! ঈষৎ আগ্রহে কহিল, "আমি আস্‌বো, তুমি জান্‌তে?"

নন্দা একটি ছোট্ট কথায় জবাব দিল, "কথাটা বুঝ্‌লাম না!"

স্বরূপ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কহিল, "ওই-সব গান—তাই বল্‌চি!"

এইবার নন্দার মুখে ঈষৎ হাসির আভা দেখা দিল—দীপ্তিহীন রাঙা রঙ্‌! কহিল, "তাই যদি হয়, আপ্‌নার আপত্তি ছিল?"

স্বরূপ অপ্রতিভ হইয়া গেল। প্রশ্নটার কি জবাব হয় তাহা আর তাহার মনে রচিত হইল না।

নন্দা ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া এদিক-ওদিক একবার অহেতুক দৃষ্টিপাত করিয়া সরিয়া আসিয়া কহিল, "এমন হঠাৎ?"

"অন্যায় হলো নাকি?"

"তা' হবে!"—নন্দার মুখে একটু ম্লান হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে নিমেষমাত্র! পরমুহূর্ত্তেই ব্যস্ত-চঞ্চল হইয়া স্বরূপের হাত হইতে 'স্যুটকেস্‌টা' টানিয়া লইল, তারপর তাহাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অতঃপর বসিতে আসন পাতিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "তারপর—কি ভাগ্যি?" বলিয়া কাছে বসিল।

কক্ষের ভিতর তীব্র আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে স্বরূপ মেয়েটির মুখটি একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া কহিল, "তাই তো ভাব্‌চি—ভাগ্যিটা কার?"

নন্দা মুখ নামাইল। পরক্ষণেই আবার মুখ তুলিয়া কহিল, "সত্যি, বলুন না—কি মনে কোরে?"

"বল্‌চি! কিন্তু তুমি কেমন ছিলে, কেমন আছো—একথা তো বল্‌লে না?"

"আপ্‌নিই বা বল্‌লেন কখন?"—নন্দা পুনশ্চ ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, "বলুন না—হঠাৎ?"

স্বরূপ তাহার আগমনের হেতু কহিল।

দেখা গেল, নন্দা কখন্ কোন্ ফাঁকে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে এবং মুহুর্মুহুঃ তাহার মুখের রঙ্‌ বদ্‌লাইতেছে। নন্দাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া স্বরূপ অধীর হইয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "তা' হলে—"

"উনি আসুন! উনি বলেন—যাবো।"

"অন্নদা এখন নেই বুঝি?"

নন্দা জোর করিয়া এক অকারণ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "এখনো তেম্‌নিটি খোকা!—থাক্‌লে দেখ্‌তে পেতেন না?"

সত্যিই তো!—স্বরূপ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। একটু পরেই আবার নিজেকে সহজ মাত্রায় দাঁড় করাইয়া কহিল, "তোমার নিজের তা' হ'লে অমত্‌ নেই তো?"

"মা মরো-মরো, বাবা আমার জন্যে ঘরবার করচেন, আমাকে নিতে এসেচেন স্বয়ং আপনি! অতএব অমত্‌ আমার থাক্‌তেই পারে না—এই জবাবটাই তো আপনি চান?" নন্দা স্বরূপের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই আবার সুরু করিল, "সত্যি, টেলিগ্রাম পেয়েই আমার যাওয়া উচিৎ ছিল! ছিল না?" নন্দা চোখের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণতর করিল। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়িয়াছে এম্‌নি ভাব দেখাইয়া শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "ওমা! আপনার চা কোরে আনি—চাঁ?" বলিয়াই আর এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিদ্যুতের ন্যায় বাহির হইয়া গেল।

স্বরূপের মনে আর একটি অতি-বড় প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রশ্নটা করিবার অধিকার তাহার আছে কিনা, থাকিলেও নন্দা মনে

পাছে আঘাত পায়, এই আশঙ্কায় সে চুপ করিয়াই রহিল। প্রশ্নটা হইতেছে অন্নদাকে লইয়া! তাহার যে-সব কুকীর্ত্তির কাহিনী তাহার কানে উঠিয়াছে, সে-সব সত্য কি না?

ক্ষণপরেই নন্দা চা লইয়া ফিরিল। অতঃপর স্বরূপকে কাছে ডাকিয়া খাবার তৈরী করিতে বসিল। তারপর তাহাকে পরম যত্নে খাওয়াইয়া শয়নকক্ষে শয্যা রচনা করিয়া দিল।

কিন্তু অন্নদার এখনো দেখা নাই—রাত্রি তো অনেক হইয়াছে! এক পরিচিত সন্দেহ স্বরূপের মনে উঁকি মারিল। নন্দাকে প্রশ্ন করিল, "অন্নদা এখনো যে—"

"আস্‌বেন না। রাত্রে তিনি আসেন না।" বলিয়াই নন্দা আলো নিবাইয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্ধকার ঘর। সঙ্গে-সঙ্গে স্বরূপ যেন দেখিতে পাইল—ওই গৃহখানির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনির্ব্বাণ এক আগুন ধরিয়া আছে, যাহার ভিতর দগ্ধবিকৃত একটি নারীদেহ—সে নন্দার! সে আর থাকিতে পারিল না, অস্থির হইয়া কক্ষ হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া নন্দাকে গিয়া প্রশ্ন করিল, "সত্যি?"

নন্দা তখন ভিন্ন একটি কক্ষে মাদুর পাতিয়া শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এক কোণ হইতে একটা বালিশ আনিয়া মাদুরের উপর মানানসই করিয়া বসাইয়া স্বরূপের দিকে ফিরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীর ও সংযত কণ্ঠে কহিল, "মিথ্যে যাঁর কাছে একদিন বলিনি, তাঁর কাছে সত্যি ছাড়া মিথ্যে বল্‌বার মুখ এ-হতভাগীর নেই!—তুমি ঘরে যাও—"

স্বরূপ চম্‌কিয়া উঠিল—নন্দার চোখমুখের কী এক অস্বাভাবিক চেহারা, গলার কী এক অস্বাভাবিক স্বর! এই এক-মিনিট পূর্ব্বেকার

একটি মেয়ে, সে যেন নয়! স্বরূপ স্তব্ধ হইয়া নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াই রহিল।

নন্দা পুনশ্চ অস্থির-চঞ্চল হইয়া গলা চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়ি রইলে?" বলিয়া বিভ্রান্তার ন্যায় সরিয়া আসিয়া স্বরূপের কাছাকা হইয়া তেম্‌নি করিয়াই আবার কহিতে লাগিল, "বাড়ীতে একবা অন্ধকার—একবাড়ী নিরালা, একবাড়ী—তুমি আর আমি! যা—ও—

স্বরূপের এইবার চমক ভাঙিল। একটু পিছাইয়া আসি অস্পষ্টকণ্ঠে কহিল, "যাচ্চি! কিন্তু, 'আপনি' ছেড়ে হঠ 'তুমি'?"

নন্দা এবার যেন সহসা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। আর-একটু কা আসিয়া মুখোমুখী হইয়া লজ্জাকাতর কণ্ঠে কহিল, "ফেরৎ চাও? হঠাৎ গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কণ্ঠ তীক্ষ্ণ করিয়া পুন বলিয়া উঠিল, "কেন, তোমার এতটুকুও কি আমাকে নিতে নেই? বলিয়াই ফোঁপাইয়া উঠিল।

স্বরূপ আর দ্বিরুক্তি করিল না, আস্তে-আস্তে নির্দ্দিষ্ট শয়নক ফিরিয়া আসিল।

ভোরে বহির্বাটিতে খোল-করতালের আওয়াজে স্বরূপের ঘুম ভাঙি গেল। উঠিয়া গিয়া সে দেখিল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় বিচিত্র সাজ-পোষ পরিয়া দেবদূতেরা বিবিধ ভঙ্গিমায় 'রাধিকার মানভঞ্জন' করিতেছে অ নন্দা তাহাদের দলে মিশিয়া মাষ্টারী করিতেছে—কী তার তন্ময়ত স্বরূপকে দেখিয়াই নন্দা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল তার একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আসুন, আসুন! দেখুন তো—এরা করচে!" যেন 'দেবদূতের' এক অলৌকিক কীর্ত্তি সে ওই দর্শকা চোখে ফেলিতে চায়। উহাতেই তাহার চরম তৃপ্তি।

নন্দা!—আবার তাহার এক অভিনব রূপ-পরিবর্ত্তন! এক বিগত বিস্মৃত দিন—ঠিক সেইদিন, সেইদিনেরই সেই-সে মূর্ত্তিমতী 'প্রকৃতি'!

নন্দা হঠাৎ উৎসব বন্ধ করিয়া দিল—স্বরূপের চা চাই যে! জিব্ কাটিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া আসিল। অতঃপর দ্রুত ষ্টোভ্ জ্বালিয়া, জল গরম করিয়া, কেৎলিতে চায়ের পাতাকয়টি ফেলিয়া দিয়াই রোষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে স্বরূপকে বলিয়া উঠিল, "ঘুমটি যখন ভাঙ্‌লো তখখুনি আমাকে বল্‌তে নেই? বিছানা থেকে উঠে এসে চা আপ্‌নি কোন্‌দিন কবে খেয়েচেন, বল্‌তে পারেন?"

একথার বুঝি জবাব নাই, তাই স্বরূপ চুপ করিয়াই রহিল। নন্দাও আর কথা কহিল না, হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া একমনে চা তৈরী করিতে লাগিল। তারপর, স্বরূপের হাতে একটি 'কাপ' তুলিয়া দিয়া নিজেও যেমন একটি 'কাপ' উঠাইয়াছে, এমন সময় বাহিরে ট্যাক্সির হর্ণ বাজিয়া উঠিল। স্বরূপ উৎকর্ণ হইল, আর নন্দা আস্তে-আস্তে 'কাপটি' নামাইয়া রাখিল।

অন্নদা আসিয়া দেখা দিল, যেন সাক্ষাৎ এক প্রেত! তাহার পায়ে জোর নাই, টলিয়া-টলিয়া পড়িতেছে, সহজ ভাবে চোখ মেলিবার সামর্থ্য নাই—জবাফুলের মত দুইটি চোখই ছোট-ছোট হইয়া আসিতেছে, সারা অঙ্গে সারারাত্রির অত্যাচার পরিস্ফুট! স্বরূপের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ও—ও কে? মাইরি, ও-লোকটা—"

নন্দার মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না, যেন লোহার ছাঁচে তোলা একখানা নারীমুখে রাঙা রঙের তুলি পড়িয়াছে! বিধিমত নিজেকে সহজ সংযত করিবার চেষ্টা করিতে-করিতে কহিল, "ওঁকে আমি চিনি, তুমি চেনো না—আমার জামাইবাবু।"

অন্নদা স্খলিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "জামাইবাবু?—আল্‌বৎ চিনি মদও চিনি, বোতলও চিনি—"

"ঘরে চলো—" নন্দা অগ্রসর হইয়া শয়নকক্ষের দিকে আঙু বাড়াইল।

কিন্তু অন্নদা অভদ্র নয়! এক উৎকট হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল "দাঁড়াও, মাই ডিয়ার! তোমার জামাইবাবুর সঙ্গে একটু প্রেমালা করেই নি—" বলিয়াই স্বরূপের দিকে ফিরিয়া কহিল, "বলি, জামাইবাবু নাম?"

জঘন্য যে-কাহিনী স্বরূপ এতদিন উপকথারই মত শুনিয়া আসিয়াছি এবং এই গতরাত্রেই যাহার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সে পাইয়াছে, তাহার বাস্তবচিত্র এখন তার চোখে পড়িল। সে আর ওই লোকটার দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিল না, মুখ নামাইল। দেখা গেল, তা আগাগোড়া সমস্ত দেহটা ঘৃণায় বিষিয়া উঠিয়াছে!

স্বরূপকে নিরুত্তর দেখিয়া অন্নদা বিকট হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল "বলি, মাথায় পর্দ্দা ফেলে দেবো নাকি বিধুমুখি?"

নন্দার সারা মুখ লজ্জায় ও বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তাড়াতা কক্ষের দ্বারমুখে নিজেই সরিয়া আসিয়া স্বামীকে জোরকণ্ঠে ডাকিল "এসো, ঘরে এসো—"

স্বরূপ চম্‌কিয়া উঠিল। বুঝিবা এই কথাটাই তখন তাহার মনে সজোরে আঘাত করিল যে, সম্মুখের ওই লোকটা লৌকিক ও নৈতি পৃথিবীতে যাহাই হোক্ না কেন, আজ কিন্তু সর্ব্বাংশে উহারই সে অতিথি অতএব তাহার প্রতি-প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে সে বাধ্য। মুখ উঠাইয় কহিল, "আমার নাম—স্বরূপ।"

"ক্যাপিট্যাল! স্থ-রূপ—'স্থ' মানে জুতো, 'রূপ' মানে 'কালার'-

ব্রাউন কাগার বুট পালিস্—” বলিয়াই অন্নদা আবার তেম্নি করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই স্বরূপের কাছে সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া প্রশ্ন করিল, “মশাইও কি আমার তৃতীয়-পক্ষটির 'দেবদূত' ?”

বাপ্! লোকটার মুখে মদের কি গন্ধ! স্বরূপ এক্টু পিছাইয়া আসিল, আসিয়াই তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, “না। আমি আপ্নার স্ত্রীর ভগ্নিপোত —”

“দাঁড়াও, দাঁড়াও! আপ্নি হচ্চেন—আমার স্ত্রীর ভগ্নিপোত? অর্থাৎ আমার স্ত্রী, তার ভগ্নি, তার জাহাজ—” হাতে জোর তালি মারিয়া বলিয়া উঠিল, “তা' হলে ওই জাহাজে—” নন্দার দিকে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, “ওকেও তুলে নাও না কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন বন্ধু—”

“আমি প্রস্তুত আছি, আপ্নি রাজী আছেন?”

“অন্নদা চক্কোত্তি রপ্তানি-কাজে কোনদিনই গররাজি নয়!”

“তবে শুনুন—আমি এইজন্যেই এসেচি! নন্দার মা মৃত্যুশয্যায়—নন্দাকে একবার দেখ্তে চেয়েচেন! আমি ওকে নিয়ে যাবো—মত্ আছে আপনার পাঠাবার?”

অন্নদা তাহার বিপুল দেহটার একপ্রকার বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, “কোরাণ নিয়ে এসো, বাইবেল নিয়ে এসো, মহাভারত নিয়ে এসো, নিয়ে এসে হাতে দাও, দিয়ে তবে জিজ্ঞাসা করো—” বলিয়াই টলিতে-টলিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

নন্দা দেওয়ালে মুখ গুঁজিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মুখখানা আর এদিকে ফিরিল না—স্বামী ভিতরে ঢুকিতেই সেও যেন নিজেকে ভিতর দিকে ঠেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি খিল আঁটিয়া দিল।

স্বরূপ ওই দিকটায় চাহিয়া ছিল, চাহিয়াই রহিল, কেন যে, তাহাও সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। বোধ করি, এই কথাটাই তাহার মনের ভিতর বারবার শব্দ করিয়া উঠিতে লাগিল—'এরা এই স্বামী-স্ত্রী, এই-ই এদের ঘরকন্না!' * * * ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিবার পর, হঠাৎ স্বরূপের মনে এক দুর্দ্দান্ত ঝোঁক চাপিল—উহারা কি বলাবলি করে, তাহা গোপনে শুনিবার। স্বামী-স্ত্রীর গোপন-আলাপ—অপরের শুনিবার নহে, শোনা গর্হিত! এ-কথাটা সে জানে, তত্রাপি তাহার ক্ষণ-দুর্ব্বল মন সে-লোভটা সাম্‌লাইতে পারিল না। একদিককার একটা জানালা খোলা ছিল, স্বরূপ পা টিপিয়া-টিপিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই যে-দৃশ্যটা প্রথম মূহূর্ত্তেই তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে তাহার সমস্ত দেহটা হিম হইয়া গেল। দেখিল, নন্দা উপুর হইয়া পড়িয়া অন্নদার পা দুইটা চাপিয়া ধরিল আর অন্নদা তাহাকে সবলে ঝট্‌কা মারিয়া মেঝের এক কোণে ছুড়িয়া ফেলিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি কোনো কথা শুন্‌তে চাইনে! শীঘ্‌গীর টাকা বার করো—"

নন্দা সঙ্গে-সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সরিয়া আসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দিচ্ছি টাকা! কিন্তু আজ্‌কের দিনটা বাড়ীতে থাকো—জামাইবাবু এসেচেন!" বলিয়াই স্বামীর হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল।

"রাবিশ্‌—" অন্নদা নন্দাকে এক ধাক্কা মারিয়া তেম্‌নি করিয়াই বলিয়া উঠিল, "জল্‌দি করো, জল্‌দি, জল্‌দি—"

নন্দা নিঃশব্দে বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল, যাহা ছিল—সমস্ত। অন্নদা টাকাগুলা পকেটের ভিতর তাড়াতাড়ি পূরিয়াই কহিল, "এতে হবে না—" বলিয়াই নন্দার গাত্রালঙ্কারের দিকে আঙুল বাড়াইল।

সর্ব্বনাশ! নন্দা বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌চো তুমি—"

"বল্‌চি—জল্‌দি করো!" বলিয়াই অন্নদা আল্‌মারি খুলিয়া একটা মদের বোতল বাহির করিয়া খানিক ঢক্‌-ঢক্‌ করিয়া গলায় ঢালিয়া কহিল, "আমি অন্নদা চক্কোত্তি - আমাকে টেক্কা দিতে কেউ পারেনি! দরকার হয়েচে—বউকে বউ খুন করেচি! শোনো—একজন আমার মেয়ে-মানুষকে' আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে আস্‌চে! 'মেয়েমানুষ'—সে 'বিউটিফুল!' আমার—নুরজাহান!" বলিয়াই সুরাভাণ্ডের অবশিষ্ট পদার্থটুকু গলধঃকরণ করিয়া সুরু করিল, "দশটাকার নোট—দশটাকার নোট দিয়ে সে-লোকটা আমার নুরজাহানের ঘরের দেওয়াল ছেয়ে-দেবে!" হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে দেবে, আর আমি পারবো না? আলবৎ পারবো—আলবৎ! নুরজাহান আমার, আমার নুরজাহান—"

লজ্জায় ও ঘৃণায় নন্দা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল—বাড়ীতে জামাইবাবু, তিনি যে টের পাইবেন! আর সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আজ থাক্‌! আর একদিন নিয়ো! জামাইবাবু এসেচেন, উনি চলে যান, তারপর গা থেকে সর্ব্বস্ব খুলে নিয়ো! বাপের বাড়ী আমি যাবো না, মাকে আমি দেখ্‌বো না—মা মরুক্‌—" বলিতে-বলিতে পুনশ্চ অন্নদার পায়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল।

ঠিক এম্‌নি সময়ে বাহিরে দ্বারদেশে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল, উঠিতেই অন্নদা উন্মত্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া নন্দাকে সবলে ঠেলা মারিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "জল্‌দি, জল্‌দি—জল্‌দি করো! নুরজাহান—বাইরে!"

নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল। এখন সে আর প্রকৃতিস্থ নয়—মাথায় কাপড় নাই, চুলের গোছা এলায়িত।

আবার হর্ণ বাজিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে অন্নদা শার্দ্দূলের ন্যায় নন্দার দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল—

সুরূপ আর যেন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না! সে ছটফট্ করিয়া উঠিল, যেন তাহার চক্ষের উপর অন্নদার স্ত্রী-হত্যার ইতিহাসটা সহসা কৃষ্ণনিশান তুলিয়াছে! একবার সে মনে করিল ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পাষণ্ডটাকে একটু শিক্ষা দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই সে দমিয়া গেল—নন্দার মনে যদি আঘাত লাগে! আর সে-দিকে সে চোখ রাখিতে পারিল না; দুঃখে, ক্ষোভে, অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ হেঁট করিয়া একটু সরিয়া আসিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র! পরমুহূর্ত্তেই নন্দার এক চাপা-কান্নার আওয়াজ আসিতেই সে চমকিয়া উঠিল এবং পুনশ্চ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় একেবারে জানালার উপর আসিয়া পড়িল! সাম্‌নেই নন্দা—চোখাচোখী হইয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে নন্দা একবার শিহরিয়া উঠিয়াই কাঠ হইয়া গেল।

নন্দার আর আপত্তি নাই, বাধা নাই, নিষেধ নাই। অন্নদা একখানা একখানা করিয়া নন্দার অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইল। অতঃপর নন্দাকে সবলে এক নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার কাশীর বাড়ীখানা বিক্রী কর্‌বো। শোনো—আজই আমি কাশী যাচ্চি। আবার টাকা—আবার মদ—আবার ফুর্ত্তি!" বলিয়াই অলঙ্কারগুলাকে কোঁচার কাপড়ে বাঁধিয়া খিল খুলিয়া আসুরিক হর্ষে নির্গত হইয়া গেল।

সুরূপও খস্ করিয়া একটু আড়ালে সরিয়া গেল, তারপর আত্মগোপন করিয়া অন্নদার পিছনে-পিছনে গিয়া দেখিল—মোটর হইতে একটি বারাঙ্গনা নামিয়া হাসিতে-হাসিতে অন্নদার কান ধরিয়া মোটরে উঠাইয়া লইল।

নন্দা কক্ষের মাঝামাঝি যায়গায় দাঁড়াইয়া ছিল, আস্তে-আস্তে পিছন

হাঁটিয়া সরিয়া আসিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল, মুখ নামাইয়া—যেন এক নিবিড় চিন্তায় তন্ময়, যেন এই পুরাতন পৃথিবীর অহঙ্কার, এই প্রাচীন প্রকৃতির অহমিকা,—মানুষ, সমাজ, সংসার, ইহাদের বৈচিত্র্যহীন ক্ষণভঙ্গুর গর্ব্ব সমস্তই তাহার নিকট আজ এই মুহূর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—ইহাদিগকে এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িবে সে!

ইত্যবসরে সুরূপ ফিরিয়া আসিল। দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিল—সম্মুখে নিরাভরণা নন্দা, প্রাণহীন এক স্বর্ণমূর্ত্তি! সুরূপকে দেখিয়াই নন্দার চমক ভাঙিল এবং তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড়-চোপড় সাম্‌লাইয়া লইল। কিন্তু মুখময় জলের দাগ রহিল—তেম্‌নিই। সুরূপ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আজই পাট্‌না ত্যাগ কর্‌বো। সব গুছিয়ে নাও!"

নন্দা কিন্তু স্থির, অচঞ্চল, নিরুদ্বেগ। সুরূপের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "হিন্দুস্থানীর দেশ! বলুন—'জল্‌দি!' বলিয়াই থাম্‌কা হাসিয়া উঠিয়া মুখে কাপড় তুলিল। পরক্ষণেই আবার বিষম গম্ভীর হইয়া গেল এবং একদৃষ্টে সুরূপের দিকে মিনিট-খানেক তাকাইয়া থাকিয়া দৃঢ় অথচ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "না।" বলিয়াই আবার কি মনে করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতঃপর এক ভুবনবিজয়ী কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "আর একটি কাপ চা চাই, এই তো?" বলিয়াই শশব্যস্তে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া।

চৌদ্দ

চায়ের কাপ হাতে করিয়া নন্দা যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার কী গম্ভীর মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি স্বরূপের চোখে ইতিপূর্ব্বে আর কোনো দিন পড়ে নাই। কাপটা স্বরূপের হাতে দিয়াই নন্দা কহিল, "আজ নয় —কাল!"

নন্দাকে স্বরূপ বিশেষ করিয়াই চিনিত, কাজেই সে আর প্রতিবাদ করিল না—পাছে আবার বাঁকিয়া বসে!

পরদিন নিরূপিত সময়ে স্বরূপ একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। যাত্রাকালীন 'দেবদূতেরা' নন্দাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের 'মাকে' কিছুতেই তাহারা ছাড়িবে না। স্বরূপ মনে-মনে চটিয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। নন্দার চোখ দুইটি ছল-ছল করিয়া উঠিল—তাহাদের অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিতে গিয়া। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমার মায়ের অসুখ, তাঁকে দেখ্‌তে যাচ্চি, দেখেই আবার একছুটে চলে আস্‌বো!"

ফৈজু কহিল, "যদি না আসো?"

"আস্‌বো বৈকি বাবা! তোমাদের ছেড়ে কি কোথাও থাক্‌তে পারি?"

"তুমি যাও দিকিনি!"—ফোঁস্-ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে আনন্দ সুমুখে আসিয়া হাত ছড়াইয়া দাঁড়াইল।

স্বরূপ অস্থির হইয়া আপনমনেই বলিয়া উঠিল,—"ট্রেণের টাইম!"

নন্দা একবার স্বরূপের দিকে তাকাইয়াই আনন্দর গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল, "ছিঃ! অবাধ্য হয়ো না বাবা!"

আনন্দ হাত গুটাইয়া লইল। কহিল, "তবে তোমার ঠিকানা দাও! চিঠি দেবো—"

কথাটা আনন্দর মুখ দিয়া বাহির হইতে-না-হইতেই স্বরূপ তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া ঠিকানা লিখিয়া দিল। তারপর নন্দা তাহাদের হাতে কিছু টাকা দিয়াই স্বরূপকে ইঙ্গিত করিয়া দ্রুতপদে ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া নন্দাকে একস্থানে দাঁড় করাইয়া স্বরূপ টিকিট কিনিতে যাইবে, নন্দা প্রশ্ন করিল,—"কোথায় যাচ্চেন?"

"টিকিট কিন্‌তে—"

"কোথাকার?"

"কেন, বাড়ীর!"

"না, কাশীর টিকিট কিনুন।"

"কাশীর টিকিট—কেন?"

"বাড়ী আর যাবো না!"—নন্দার স্বর স্বাভাবিক। দেখা গেল, তাহার অন্তরের নিভৃত কোণ হইতে যেন ঈষৎ-একটু হাসির আভা বাহির হইয়া তাহার সারা মুখ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে—সে-মুখে বিষাদ অথবা উদ্বেগের এতটুকুও চিহ্ন নাই।

স্বরূপের বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। কহিল, "বাড়ী যাবে না, কেন?"

নির্মোচকণ্ঠে নন্দা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "যাবো না। আপনি কাশীর টিকিট করুন, করুন না আমি বল্‌চি!"

"কি বল্‌চো নন্দা?"

"বুঝতে পারচেন না?"

"কি বুঝবো?"

"শুনুন—"

বলিয়াই নন্দা স্বরূপকে ইসারা করিয়া ডাকিয়া প্ল্যাটফরমের একপ্রান্তে যে-দিকটায় অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন সেই দিকটায় গেল। অতঃপর একটা নিরিবিলি স্থান বাছিয়া লইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া নন্দা নিমেষে তাহার সমস্ত দেহের সৌন্দর্য্যটুকু যেন তাহার চোখের উপর ছড়াইয়া দিল, দিয়া মুখটি ঈষৎ উঠাইয়া কহিল, "আপ্‌নি ভালোবাসেন তাই! বাসেন না ভালো, ঠিক তেম্‌নিটি?" চুপ করিল। পরক্ষণেই আবার বলিয়া উঠিল, "চোখের সাম্‌নে সবই তো দেখ্‌লেন! জামাইবাবু, এ-সংসার আমি চাইনে। চাই—আর এক সংসার, আর এক আশ্রম, আর এক তীর্থ—যেথানকার মানুষ আপনি আর আমি!"

কি যেন কিসের কথা, অন্তরের কি-যেন ব্যথা জড়িত কতদিনের করুণ কাহিনী, কোন্ অতীত-বসন্তের প্রাণ-মাতানো মৃদুসমীরণ, দীর্ঘদিনের কোন্ মেঘলারাত্রির চন্দ্রমা—একে-একে স্বরূপের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। স্বরূপ নন্দার মুখের দিকে চাহিল, তাহাকে অবলোকন করিল—সেই লাবণ্যময়ী নন্দা! চোখ নামাইল—নীচে ঘোর অন্ধকার! আবার চোখ তুলিল—আবার সেই চটুল, চঞ্চল, উচ্ছ্বাসময়ী কিশোরী! না—নন্দা এখন কিশোরী নয়, দুর্ব্বোধ্য রহস্যময়ীও নয়! এখন যৌবনের প্রবল বন্যায় তাহার সারা সৌন্দর্য্য তরল হইয়া তার দেহের উপর উপ্‌ছিয়া পড়িয়াছে! কি-এক অলস প্রশ্ন স্বরূপের বুকের ভিতর সহসা উঁকি মারিল, কি সে বলিতে চাহিল। কিন্তু পারিল না। অবশকণ্ঠে শুধুই ডাকিল—"নন্দা?"

জবাব আসিল, "কেন জামাইবাবু—"

স্বরূপের আর বাক্য নাই, প্রশ্ন নাই, কাহিনী নাই—চুপ!

নন্দা তাড়া দিয়া উঠিল, "করুন টিকিট—"

"টিকিট ?"

"হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ—কাশীর !"

"আমি পারবো না।"

নন্দার মুখের উপর সহসা এক ঝলক অভিমান উথলিয়া উঠিল। কহিল, "তা' হলে, আমাকে নিজেই টিকিট-ঘরে যেতে হয় !"

টিকিটের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে স্বরূপ যেন দেখিতে পাইল—এক মন্দিরের পর্দ্দা উঠিয়াছে, যাহার ভিতরকার বিগ্রহ—সমাজ ! সে চমকিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইতেই তাহার চোখে পড়িল আর একটি মূর্ত্তি—নন্দা ! তাহার নয়নে নিবেদন, মুখে বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে মিনতি ! না, না—ইহা ঠেলিবার নয় ! না, না—না ! মুহূর্ত্তে সে বাছিয়া লইল—বর্ত্তমান, বাছিয়া লইল—নন্দার তৃপ্তি, বাছিয়া লইল—আপনার মুক্তি ! * * * অতঃপর দুইখানি কাশীর টিকিট কিনিয়া উভয়ে পশ্চিমের গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

উভয়ে রহিল একই কাম্‌রায়, বসিল একই বেঞ্চিতে। অপরাপর যাত্রী ইহাদের পরস্পরের পরিচয় যাহা সহজ হয়তো তাহাই বুঝিয়া লইল—সন্দেহের ছায়ামাত্রও কাহারো মুখে নাই। পার্শ্বের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী—তিনি বসিয়াছিলেন নন্দার অপর পার্শ্বে। উভয়ের ভিতর খুব খানিকটা আলাপ-পরিচয়ের জমাট বাঁধিয়া গেল। একথায়-সেকথায় স্ত্রীলোকটি স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিয়া নন্দাকে থাম্‌কা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "উনি তোমার বর ?"

নন্দা মুখ নীচু করিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল।

একে-একে প্রায় সবাই নামিয়া গেল।

কাশী পৌছিতে আর দুই-একটি ষ্টেশন মাত্র বাকী। তখন গাড়ীতে আদৌ ভীড় নাই ! দূরের একখানা বেঞ্চিতে একজন পশ্চিমাবাসী

নাসিকা গর্জ্জন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। কাশীতে পৌছিয়া কোথায় থাকা হইবে, নন্দাকে লইয়া গিয়া কোথায় রাখিবে—সে-সমস্ত ভাবনা এতক্ষণ স্বরূপের মনেই উঠে নাই। এইবার তাহা তাহার মনে উঠিল। নন্দাকে প্রশ্ন করিল, "কোথায় এখন থাকা হবে?"

নন্দা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, হাসিয়া কহিল, "সে-ভাবনা আগেই আমি ভেবে রেখেচি!"

"কি?"

নন্দা একটু সরিয়া আসিয়া গলা চাপিয়া কহিল, "কাশীতে এলাম কেন, বোধ করি, আপ্‌নি বুঝ্‌তে পারেন নি! পারেন নি, না?"

"না।"

"এখানে আপ্‌নাদের জামাই এসেচেন কাল—"

স্বরূপ চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো—ও-কথাটা সেও গতকল্য স্বকর্ণে শুনিয়াছে! তবে কি নন্দার সমস্তই এ ছল? কৌশলে তাহাকে ফাঁদে ফেলিবে? * * * এক দমকা হাওয়া স্বরূপের বুকটা কাঁপাইয়া দিল।

নন্দা স্বরূপের অবস্থাটা বুঝিতে পারিল। ঈষৎ হাসিয়া কহিল "ভয় খাবেন না! কাশীই আমাদের পক্ষে নিরাপদ। এখানে থাক্‌লে তিনি সন্দেহ করবেন না—কেউই না!"

স্বরূপ কথাটা বুঝিল। যুক্তিটা মনে-মনে বিচার করিয়া দেখিল—সত্যই তো! তারপর প্রশ্ন করিল, "কিন্তু—বাসা?"

"কোথায় নেবো, তাও ঠিক করেচি।"

"কোথায়?"

"ডালকিমণ্ডাই—সেখানে।"

ও-স্থানটা গণিকা-মহল্লা। স্বরূপ বিস্ময়ে নন্দার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুহূর্ত্তও অপব্যয় হইল না। নন্দা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "অবাক্ হবেন না! ওখান ছাড়া আর-কোনো যায়গায় আমাদের থাকা চলে না। ওখানে থাক্‌লে, কেউ আমাদের চিন্‌বে না। পাশের বাড়ীর রূপসীরা, তারাই হবে আমাদের পড়্‌সী, তারা মনে কর্‌বে নতুন একঘর ভাড়াটে এসেচে! এই ভালো নয়?"—নন্দার মুখে হাসি আর হাসি।

স্বরূপের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—এ সমস্তর মূলে উদ্দেশ্য কি? আর-একবার সে ভালো করিয়া নন্দাকে নিরীক্ষণ করিল। দেখিল—পরিষ্কার পবিত্র এক আলেখ্য! না, না—ও-মুখে কলঙ্ক নাই, কলুষ নাই, পাপ নাই! ঝরঝর করিয়া অবিশ্রাম ঝরিয়া পড়িতেছে—এক সঙ্কোচহীন, আবরণহীন, নির্ম্মুক্ত বেদনা!—নিষ্পেষিত অন্তর! ইহার প্রয়োজন শুধুই একটু শান্তি, একটু স্বস্তি, ক্ষণিক নির্ব্বাসন! * * * দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বরূপ বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া জানালায় মুখ রাখিল। কিন্তু সে বেশিক্ষণ নয়, মিনিটকয়েক পরেই পুনশ্চ নন্দার দিকে ফিরিল, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল কি-এক আকস্মিক প্রশ্ন তাহার মনের ভিতর রুখিয়া উঠিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু পাছে নন্দা কিছু মনে করে এই আশঙ্কায় সে মুখ ফুটিয়া সহসা কথাটা বলিতে পারিল না। দুই-একবার অকারণে নন্দার দিকে মুখ তুলিয়া ও মুখ নামাইয়া বলিয়া ফেলিল, "একটা কথা বল্‌বো নন্দা?" যেন কত অপরাধী!

নন্দা একমুখ হাসিয়া কহিল, "আপ্‌নার চাঁদমুখটি আমি আঁচলে বেঁধে রেখেচি?"

"না, এই বল্‌চি কি—মন্দ কথা কিছুই নয়—"

"আঃ কি মুস্কিল! যা-হয় একটা—বলেই ফেলুন না?"

"ওই যে-যায়গাটার কথা তুমি বল্‌লে-"

নন্দা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "কোন যায়গাটার কথা ?"

স্বরূপ দুই-একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "তা' কি আমার মনে আছে ?"

"তবে আর বলেও কাজ নেই—"

"না, না ! বল্‌চি, বল্‌চি—মনে পড়েচে ! ওই—কি মণ্ডাই ?"

নন্দা হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "ডালকিমণ্ডাই—কেন ?"

স্বরূপ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ও-যায়গাটা কি আমাদের মানাবে ?"

নন্দার চোখের দৃষ্টি সহসা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "আগে বলুন দিকিনি—আপ্‌নার কাছে আমাকে মানায় কি না ?"

স্বরূপ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমি কি কোনোদিন বলেচি —না ?"

"তাই যদি হয়—আপ্‌নার কাছে আমাকে মানায়, আর আমার কাছে—" স্বরূপের মাথার চুলগুলা হাওয়ায় ভেস্তা হইয়া গিয়াছিল, নন্দা হাত বাড়াইয়া চুলগুলা ধীরে-ধীরে ঠিক করিয়া দিয়াই কথাটা শেষ করিল, "আপনাকে মানায়, তা' হলে কোন্ যায়গা আমাদের মানাবে আর কোন যায়গা আমাদের মানাবে না—সে-সব অবান্তর প্রশ্ন আমাদের মনেই উঠ্‌বে কেন, বল্‌তে পারেন ?"

"তাই তো—সেইজন্যেই তো—"

"আমিও তো বলেচি জামাইবাবু ! এ সংসার আমি চাইনে—জল-প্লাবনে সমস্ত-সব ডুবে গেছে !" নন্দা স্বরূপের দিকে এক প্রাণ-মাতানে কটাক্ষ করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "কেবল ভেসে আছি আমি

বেঁচে আছি আমি, জেগে আছি আমি, আর আমার চোখের ওপর আপ্‌নি—নারায়ণ!" বলিয়াই হঠাৎ উঠিয়া পড়িল—

"বেনারস্ ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট—" ট্রেণ আসিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইল।

স্বরূপকে কিছুই করিতে হইল না। নন্দা নিজেই জিনিষপত্র গুছাইল, নিজেই কুলি ডাকিল, অগ্রে নিজেই নামিল, তারপর নিজেই গাড়ী ঠিক করিয়া স্বরূপকে ইঙ্গিত করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

পনেরো

স্বরূপের পাটনা-যাত্রার কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইতে দেরি হইল না! দারোগাপিসির দলের আর যেন অবসর নাই—চন্দ্রাদেবীর গৃহে তাহাদের আনাগোনা সুরু হইল ঘন-ঘন। স্বরূপ ও নন্দা—উহাদের এইবার অবাধ মিলন হইবে, এই আশঙ্কায় সবচেয়ে তাঁহাদেরই হইল আহার-নিদ্রা রহিত। মন্দার অদৃষ্ট ভাঙিল বলিয়া! কিন্তু চন্দ্রাদেবীকে পূর্ব্বেকার মতো আর চিন্তিত বা চঞ্চল হইতে দেখা গেল না। 'হিতার্থিনীদের' কাছে বসেন-দাঁড়ান বটে, কিন্তু থাকেন গম্ভীর হইয়া। তাঁহার ও-ভাবটা অপরপক্ষের কিন্তু ভালো লাগিত না—তাহারা মন্দাকে বিষয়-বস্তু করিয়া নানাবিধ অমঙ্গলের চিত্র আঁকিয়া তাঁহার চোখে ধরিতে লাগিল, যাহাতে তিনি উত্তেজিতা হন!

একদিন এইরূপ খোঁচাখুঁচির পর চন্দ্রাদেবী কহিলেন, "কি করবো বলো! মন্দা এখন ঘর-বর চিনেচে, বেশী কিছু বলা চলে না!"

দারোগাপিসি হাতমুখ. নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও-কথা বোলো না, একপ্রাণ! পেটের মেয়েকে বলা চলেনা—বোলো না ও-কথা!"

চন্দ্রাদেবী অনাসক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, "পেটের মেয়ে এখন বড় হয়েচে—এখন কিছু বল্‌তে গেলে হয়তো হবে হিতে বিপরীত!" একটু থামিয়াই আবার কহিলেন "মন্দা তো মুখের ওপরই বল্‌লে—আমিই ওঁকে পাঠিয়েচি! ওর মানুষ—যা' ভালো বুঝেচে, তাই করেচে!"

পাঁচীর-মা ফুঁড়িয়া আসিয়া কহিল, "কাজটা কি ভালো করেচে ও? আমার পাঁচী হ'লে ঠাস্ কোরে গালে এক চড় বসিয়ে দিতাম!"

চন্দ্রাদেবী এবার আর কোনো জবাব দিলেন না।

পাঁচীর-মা কিন্তু রেহাই দিবার পাত্রী নয়! মন্দাকে উদ্দেশ করিয়া আপনমনে বলিয়া উঠিল, "তুই নিজে হাতে কোরে বিষ খেলি, তুই-ই মরবি!"

"পাঁচীর-মা—" চন্দ্রাদেবী চোখ দুইটা বড়ো করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কথাগুলো একটু বুঝে-শুঝে বোলো—আমার একটি মেয়ে!"

ঠিক এমনই সময়ে মন্দা ও-বাড়ী হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিয়া উঠিল, "মা! কাকীমা কেমন-কেমন করচে—"

চন্দ্রাদেবী বসিয়া ছিলেন, চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার মুখখানা শাকমূর্ত্তি হইয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল—'হে মধুসূদন, হে নারায়ণ! করলে কি!" তারপর মন্দার দিকে ফিরিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল অথচ দ্রুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "চল্, চল—" বলিয়াই অন্যান্য সকলকে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা সব বেরিয়ে এসো, দালানে আমি কপাট দেবো—"

পাঁচীর-মা দারোগাপিসির দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, "ও হরি! সবই তা' হ'লে ফাঁকা আওয়াজ! আমেদুধে এক হলো, আঁটি আঁস্তাকুড়ে গেল—"

"বেরিয়ে এসো পাঁচীর-মা—" চন্দ্রাদেবী অস্থির হইয়া উঠিলেন।

"আমরা কেউ থাক্‌তে আসিনি, দিদি!" বলিতে-বলিতে পাঁচীর-মা দলবলকে ডাক দিয়া বাহির হইয়াই মন্দাকে এক খোঁচা মারিল। কহিল, "এইবার থেকে মন্দার একটু মন যুগিয়ে চলিস্ লো!"

মন্দা কথাটা যেন বুঝিতেই পারে নাই এমনিভাবে তাকাইতেই পাঁচীর-মা চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "বল্‌চি ভালোই!—বাইরের সতীন সহ্য হয়, কিন্তু ঘরের সতীন—"

"কাকীমা! তোমরা না ভদ্রলোকের মেয়ে?"—মন্দার চোখ দিয়া

এইবার যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। সেই জ্বলন্ত চোখ দুইটা পাঁচীর-মায়ের দিকে মিনিটখানেক ধরিয়া রাখিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "কার কাছে কার কথা বল্‌চো তুমি, জানো?—আমার স্বামী, আমার বোন!"

কথাটায় যে বিষ ছিল তাহা সবচেয়ে বেশি করিয়া গায়ে পড়িল দারোগাপিসির। তিনি ফোঁস্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের ওপর বিষ ঢালচো কেন, বাছা! আমরা কি তোমার বরকে 'নয়' কোরে নিয়েছি?"

মন্দা আজ আর সে মন্দা নয়! তাহার মুখ ছুটিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "পার্‌লে, হয়তো অনেকেই ছাড়তো না!"

এবার দারোগাপিসিকে আর যেন রাখা যায় না! ক্রোধে ও অপমানে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিয়া উঠিলেন, "বড্‌ডো যে দেমাক হয়েচে তোর লো! ও দেমাক্—"

"একপ্রাণ—" চন্দ্রাদেবী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

দারোগাপিসিও দমিয়া যাইবার পাত্রী নন। অধিকতর দুর্দ্দান্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মার্‌বে নাকি?"

"বাড়ীতে এলে কেউ কাউকে মারে না একপ্রাণ! কিন্তু বাড়ী বয়ে এসে কেউ যদি বাপ-মায়ের ছেলেমেয়েকে শাপ-শাপান্ত করে, বাপ-মা ফুল-বিল্বিপত্তর দিয়ে তাকে পূজোও করে না!" বলিয়াই চন্দ্রাদেবী সদর দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

এক সুউচ্চ পর্ব্বত বাতাসে নড়িয়া উঠিয়াছে, কখন কোন্ মুহূর্ত্তে কাহার ঘাড়ে চাপিয়া না পড়ে! কাহারো মুখ দিয়া আর কথাটি বাহির হইল না, সকলেই ভয়ে-ভয়ে মুখ গোঁজ করিয়া একে-একে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পুঁটির-মা ও আরো কয়েকজন আপ্‌না-

আপ্‌নি বলিয়া গেল—"আমরা কিন্তু কোনো দোষেরই দোষী নই। দারোগাপিসি আর পাঁচীর-মা—ওরাই তো এই কাণ্ডটা কর্‌লে! ভদ্দরলোকের মেয়ের নামে বদনাম, বাড়ীতে পাঁচিল-তোলাতুলি, একটা শান্তির সংসারে আগুন ধরানো—বলি, ধর্ম্ম আর গেছে কোথা!" কিন্তু তখনো চন্দ্রাদেবীর আঙুল নামে নাই।

অতঃপর চন্দ্রাদেবী বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া দালানে তালা দিতে-দিতে মন্দাকে প্রশ্ন করিলেন, "ক'দিন হলো স্বরূপ এসেচে গিয়ে মন্দা?"

"আজ নিয়ে চার দিন।"

"তাই তো! আজও ফিরলো না যে!"—চন্দ্রাদেবী অন্যমনস্কভাবে তালাটা বন্ধ করিলেন, তারপর ফিরিয়া উঠানে নামিতে গিয়া প্রাচীরটাকে দেখিয়াই অকস্মাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—"আঃ! সাত কোশ ঘুরে যেতে হবে!—মন্দা, কাল সকালে উঠেই দুলেদের ডাক্‌বি—একে ঘুচিয়ে তবে আর কাজ!" বলিয়াই হন্‌-হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ও-বাড়ীতে পারুলবালার ঘর লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার অবস্থাটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বিপিনডাক্তার ব্যাগ খুলিয়া ইন্‌জেক্‌শনের 'সিরিঞ্জ' বাহির করিয়াছে। বিজনবাবু ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বসিয়া। এমন সময়ে চন্দ্রাদেবী উঠি-পড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বিজনবাবু ফোঁপাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "নন্দার সঙ্গে আর বুঝি দেখা হলো না, বড়বউ!"

চন্দ্রাদেবী যেন বজ্র! পৃথিবীর সমস্ত বিপর্য্যয়কে যেন তিনি দুই হাতে টান মারিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয় হবে। কিচ্ছু ভয় নেই—" বলিতে-বলিতে পর্ব্বতমূর্ত্তির ন্যায় ভিতরে প্রবেশ করিয়া পারুলবালার শিথরে আসিয়া বসিলেন, তারপর তাহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়াই মন্দাকে কহিলেন, "গরম দুধ! শীগ্‌গীর—"

বিপিনডাক্তারের 'সিরিঞ্জ' প্রস্তুত। সে ইন্‌জেক্‌শনের উদ্যোগ করিতেই চন্দ্রাদেবী নিষেধ করিলেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "তোরা মুখ্যু—বাঁদর!"

বিপিনডাক্তার গ্রামেরই লোক, চন্দ্রাদেবীকে ভালোরূপেই চিনিত। একটু ভয়ে-ভয়ে কহিল, "কি বল্‌চেন জ্যাঠাইমা? এখ্‌খুনি যে 'হার্টফেল' হবে।"

"হয় হোক্। হার্ট পাশ' করেই বা কি করলে, বাবা, এতদিন?"

"জ্ঞান নেই, দেখচেন না?" বলিয়াই বিপিনডাক্তার পুনশ্চ 'সিরিঞ্জ' হাতে করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইল।

চন্দ্রাদেবীর মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল। কক্ষ কম্পিত করিয়া ধমক্ দিলেন, "বিপিন—"

বিপিনডাক্তার থতমত খাইয়া একটু পিছাইয়া গেল।

ইত্যবসরে মন্দা গরম দুধ লইয়া আসিল। অতঃপর শিশুকে যেমন করিয়া জননী দুগ্ধ পান করান, তদ্রূপ চন্দ্রাদেবী পারুলবালার গলদেশে দুগ্ধ ঢালিতে লাগিলেন। তারপর বিজনবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "এইবার আমার নাম দিয়ে 'তার' করো স্বরূপকে, নন্দাকে, অন্নদাকে—একখানা দুইখানা, তিনখানা!" বিজনবাবু বাহির হইয়া যাইতেই চন্দ্রাদেবী পুনশ্চ তাঁহাকে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন, "শোনো! এই বোলে 'তার' করো—শুধু নন্দা নয়, অন্নদাও যেন আসে—আসা চাই-ই অন্নদার!"

সহসা পারুলবালার ঠোঁট দুইটি নড়িয়া উঠিল, উঠিতেই চন্দ্রাদেবী যেন বিজয়গর্ব্বে পারুলবালার কানের উপর মুখ নামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'অন্নদা এলে বোলে—টেলিগ্রাম যাচ্চে—"

পারুলবালা এইবার একবার তাকাইল, তারপর চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে একবার চাহিয়াই তাহার শীর্ণ হস্তদ্বয় কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

চন্দ্রাদেবী বুঝিতে পারিয়া নিজের পা-দুইটি তাহার হাতের কাছে আগাইয়া দিতেই পারুলবালা তাঁহার পদতল স্পর্শ করিয়া ললাটে হাতটা ঠেকাইল এবং সঙ্গে-সঙ্গে চন্দ্রাদেবীও পারুলবালার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বিপিনডাক্তারকে কহিলেন, "ওরা আগে আসুক্ তারপর তোকে 'কল' দেবো—এখন যা !"

বিপিনডাক্তার এই দৃশ্যে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। একবার চন্দ্রাদেবীর দিকে আর একবার 'পেষেন্টের' দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে আপনমনে বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য !" বলিয়াই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নতমুখে বাহির হইয়া গেল।

শুধু বিপিনডাক্তার নয়, কক্ষের সকলেই এই দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রাদেবীর এইরূপ অস্বাভাবিক কাণ্ড ইতিপূর্ব্বে কেহ কোনো দিন আর দেখে নাই।

ডাল্‌কিমণ্ডায় পৌঁছিয়া বাড়ী খুঁজিয়া লইতে স্বরূপদের বেশি দেরি হইল না। পাড়ায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রবেশী একটি বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নতুন আসচেন বুঝি ?"

নন্দা স্বরূপের পাশে দাঁড়াইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া স্বরূপকে কহিল, "বলুন—হ্যাঁ।"

মন্ত্রপড়ার মতো স্বরূপও কহিল, "হ্যাঁ।"

বাবুটি পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কার বাড়ী যাবেন ?"

নন্দার কথামত স্বরূপ জবাব দিল, "কারুর বাড়ী যাবো না—একখানি বাড়ী আমাদের চাই !"

"বাড়ী ?—আচ্ছা দাঁড়ান, আমি দেখে দিচ্চি—" বলিয়াই বাবুটি তৎক্ষণাৎ ছুট্ দিল এবং ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "অনেক কষ্টে, বাবু, একখানা ভালো বাড়ী পেয়েচি ! ভাড়া চল্লিশ টাকা। কিন্তু আমার চাই দশ টাকা—এর কমে হবে না বাবু !"

তথাস্তু ! নন্দা তৎক্ষণাৎ স্বরূপকে বলিতে বলিল—"আচ্ছা, চলুন—"

স্বরূপও কহিল, "আচ্ছা, চলুন—"

বাবুটি সেই পল্লীর মাঝখানে ছোট একটি দ্বিতল বাড়ী দেখাইয়া দিল। দ্বারদেশে স্থূলকায়া একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া। বাবুটি দশটি টাকা লইয়া বিদায় গ্রহণ করিল এবং স্ত্রীলোকটিও সব দেখাইয়া-শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

এতক্ষণকার যাত্রাটা এলোমেলোভাবেই স্বরূপের চলিয়াছিল যেন, এক্ষণে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মনে হইল—বেশ সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। যেন তাহার নবজীবনের এক অতিবড় দায়িত্ব কাটিয়া গিয়াছে, যেনবা একনিষ্ঠ এক ব্রতের আজ সমাপ্তি হইয়াছে। স্বরূপের মনে আর গ্লানি নাই, প্রতি মুহূর্তেই তাহার মনে হইতে লাগিল—জীবনব্যাপী এক দুর্যোগ, এক অনর্থ, এক অশান্তি—সমস্তর আজ সুনিশ্চিত অবসান হইয়াছে !

নন্দা ঘরকন্না পাতিতে বসিল।

নূতন সংসার !—অনেক কিছুরই প্রয়োজন, অনেক কিছুই কেনাকাটা হইল। একটি ঝি রাখা হইল—অবিলম্বেই।

স্বরূপের মনে তৃপ্তির আর অবধি ছিল না, তাই সন্ধ্যায় সহরের মুক্ত হাওয়ায় সে বেড়াইতে বাহির হইল। এদিক-ওদিক ঘুরিল, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়—পারিল না। নন্দাকে একলাটি সে যে রাখিয়া আসিয়াছে ! বাসায় ফিরিল। তখন পাড়ায় পরীর বাজার বসিয়া গিয়াছে।

বাসায় ঢুকিল—তাহাদের রচিত নব-নিকেতন! ঝি চলিয়া গিয়াছে। উপরে উঠিয়া দেখিল, বারান্দার আলো জ্বলিতেছে। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে যাইবে—খিল দেওয়া। স্বরূপ ডাকিল, "নন্দা—"

জবাব নাই।

পুনশ্চ ডাকিল, "নন্দা—"

এবারেও সাড়া নাই, শব্দ নাই। স্বরূপ মনে করিল, হয়তো সারাদিনের পরিশ্রান্তির পর নন্দা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাশে আর একখানা ছোটো ঘর ছিল, শয়ন করিবার জন্য সেই দিকেই পা বাড়াইল, কিন্তু মন বুঝিল না—কেমন করিয়াই বা সাড়া না লইয়া সে নিশ্চিন্ত হয়? আবার ফিরিল, আবার ডাকিল, কপাটে ধাক্কা মারিল, কিন্তু তেম্‌নিই নিঃশব্দ সব! এক বিরাট মূর্ত্ত নিস্তব্ধতা যেন তাহাকে ধাক্কা মারিয়া গেল। স্বরূপের মনে অকস্মাৎ ক্রোধ ও অভিমানের উদ্রেক হইল, কিন্তু সে অত্যল্পক্ষণ—নন্দা কি আর স্বেচ্ছায় চুপ করিয়া আছে? নিশ্চয়ই গাঢ় নিদ্রায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে! সঠিক এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে পাশের ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল, দেখিল—একটি বিছানা পাতা। এই দৃশ্যে তাহার মনে একটু খট্‌কা বাধিল—এ কেন? পরমুহূর্ত্তেই তাহার অর্থ করিয়া লইল—'এ তো হবেই! এক ঘরে দুটো বিছানা, এ কি হয়? হয় না—কখ্‌খনো না!'

শুইয়া-শুইয়া স্বরূপ মনে-মনে সংকল্প আঁটিয়া রাখিল—কাল নন্দাকে একটু জব্দ করিতে হইবে! অতঃপর অবিশ্বাস-অনিশ্চিতের ভিতর দিয়া যেমন করিয়াই হোক্‌, ভোরের আলো জানালা ঠেলিয়া দেখা দিল। স্বরূপ শুনিতে পাইল—নন্দার কাজকর্ম্মের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে।

উঠিয়া পড়িল! কপাট খুলিয়াই দেখে, সুমুখেই—নন্দা! একরাত্রির

অদর্শনে সে যেন অধিকতর সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে। মুখ নামাইল—নন্দা। স্বরূপও চাহিল না—নিজের সম্ভ্রমটুকু ষোলোআনা বজায় রাখিয়া বারান্দায় মুখে-হাতে জল দিতে লাগিল। তারপর ঝিকে বাজার করিতে দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, নন্দা ডাকিল—"কোথায় যাচ্ছেন ?

"পেছু ডাক্‌লে—"

"রাগ করলেন ?"

স্বরূপ কোনো জবাব না দিয়া ফিরিয়া একবার ঘরে ঢুকিল, তারপর বারকয়েক এদিক-ওদিক করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া সিঁড়িতে পা দিয়াছে, নন্দা আবার ডাকিল, "একটু জল খেয়ে গেলে হতো না ?"

"না।"

"আনি খাবার—"

"ছাই খাবো—" বলিয়াই স্বরূপ রোষের ভাণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় চলিতে লাগিল, কিন্তু কোথায় যাইতেছে তার ঠিকানা নাই।

বেলা হইয়া উঠিল, রাস্তায় লোক-চলাচল বাড়িয়া উঠিল, কোলাহলে সারা-সহরটি মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলেই ছুটাছুটি করিতেছে, সকলেই এক-একটা অন্তর-ভরা আশা লইয়া কোন্ মহা-পুরস্কারের উপাসনা-মন্দিরে যত্নভরা পুষ্পপাত্র লইয়া চলিয়াছে, যেন দিবসের অবসান-অন্তরালে তাহাদের জন্য কোনো-এক নবীন-প্রদেশ পাথেয় বক্ষে করিয়া আদরে সরিয়া আসিবে ! আর—সে ? লক্ষ্যহীন, নির্দ্দেশহীন ! এই যে এতবড় পৃথিবী, ইহার ভিতর সে যেন একা—কোনোও আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবার কেহই নাই। সেও মানুষ—তাহারও আশা আছে, আকাঙ্খা আছে, অথবা থাকিবার কথা !

কিন্তু তাহার কামনার সমাধিক্ষেত্রে একটি অতি-পরিচিত পল্লীর ছবিও সরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হইতেছে না, যেন কোন্ পরিমাণ-বিহীন অন্তহীন শূন্যতার মাঝে সে মিশিয়া চলিয়াছে !

ভালো লাগিল না। স্বরূপ বাসায় ফিরিল। ভাবিল, হয়তো বা সেই ঘৃণিত পল্লীর ক্ষুদ্র-নিকেতনেই তাহার সমস্ত তৃপ্তির রহস্যভাণ্ডার নিহিত আছে, তাহা ছাড়া ইহলোকের আর কোথাও তাহার সুখ নাই, শান্তি নাই !

উপরে উঠিয়াই দেখে—নন্দা চুল খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছে, তাহার রূপের আভায় ঘরখানি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। জানালা খোলা ছিল, আলো ঢুকিবার পথ বন্ধ ছিল না, কিন্তু নন্দার ওই রূপের কাছে তাহাকে যেন হার মানিয়া লাঞ্ছনায় অনাদরে বাহিরেই পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে ! স্বরূপকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলেন—ভাব্‌ছিলাম !"

"ভাব্‌ছিলে ! কেন ?"

জবাবটা স্বরূপের কাছে হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু, নন্দার কাছে ? নন্দা কহিল, "খাবেন না ?" তাহার কণ্ঠস্বর যেন ভক্তি-ভালোবাসার মাঝখানে অবরুদ্ধ ছিল, এইমাত্র উপ্‌ছিয়া পড়িয়াছে !

স্বরূপ অনাসক্তকণ্ঠে জবাব দিল, "না। শরীরটা ভালো নেই। একটা মিষ্টি খেয়ে জল খাবো'খন।"

"তবে, তাই আন্‌তে দিই—"

"আমি দিচ্চি—" বলিয়া স্বরূপ ঝিকে ডাকিয়া কিছু মিষ্টান্ন কিনিতে দিয়াই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সেই ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। তারপর খাবার আসিলে খাইয়া ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

শুইয়া-শুইয়া সে আকাশ-পাতাল ছাইভস্ম কত-কি ভাবিতে লাগিল—একটা ভাবনা গড়িয়া তোলে আবার তাহা ভাঙিয়া চুরমার হয়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে একটা কৌতুক মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়—তাহার পায়ে সে কুঠারাঘাত করিতে যায়, অস্তিত্ব পায় না—আঘাত নিজের পায়েই লাগে! এইরূপ মনের ভিতর আকাশ-পাতাল জোড়া এক-একটা ব্রহ্মাণ্ড সে খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, এখন সময় দুয়ারে নন্দার করশব্দ হইল—

"ঘুমুলেন ?"

স্বরূপ জবাব দিল না।

"কি অসুখ—বলুন না ?"

স্বরূপ আর থাকিতে পারিল না। নিমেষের ভিতর তাহার কত যত্নের রাগ-অভিমান, সংযমের অসীম পরিমান কোথায় ভাসিয়া গেল! বিরক্তির ভাণ করিয়া কহিল, "কেন ?"

"খুলুন! দরকার আছে—"

"কি দরকার—" বলিয়াই স্বরূপ ঘরময় বিরক্তির পদশব্দ করিয়া ঝনাৎ করিয়া খিল খুলিয়াই আবার শুইয়া পড়িল।

নন্দা আস্তে-আস্তে স্বরূপের পাশে আসিয়া বিছানার একধারে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল, তারপর তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "রাগ করেচেন, নয় ?"

"রাগ ? রাগটা অত সস্তা নয়! এর দাম আছে!"

"সে-দাম দিতে জানিনে আমি ?"

"তুমি ?"

"হ্যাঁ—"

"তুমি কি দেবে নন্দা ? তুমি আমার কে ?"

নন্দা হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। ক্ষণপরে মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "ক্ষমা করুন!" বলিয়াই স্বরূপের পদস্পর্শ করিল।

স্বরূপ চমকাইয়া পা সরাইয়া লইল। ভাবিল—আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে! দালানের দিকে চাহিয়া দেখিল—ঝি নাই, নীচে কাজ করিতেছে। কেহই নাই—মাত্র দুইটি নরনারী। স্বরূপ আর নন্দা।

স্বরূপ ডাকিল,—"নন্দা—"

"বলুন!"

"সত্যি, আমাকে—"

"ভালোবাসি কি না? সে-পরিচয় আজ নতুন কোরে দিতে হবে—হ্যাঁ, জামাইবাবু?"

স্বরূপ বেশ-একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সত্যই তো! যে তাহার উপর এতটা নির্ভর করিয়াছে, তাহাকে আর এ প্রশ্ন কেন? অতঃপর দারুণ অভিমানের খোঁচা খাইয়াও গতরাত্রির কোনো কথাই আর সে পাড়িল না।

স্বরূপ চুপ করিয়া আছে, নন্দা কহিল, "জামাইবাবু, একটা কথা বল্‌বো—রাখ্‌বেন? না, না—আপ্‌নার আবার অসুখ করেচে!"

স্বরূপ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ও মিছে কথা—তুমি বলো!"

নন্দা একটিবার স্বরূপের দিকে তাকাইয়াই মুখ নীচু করিয়া কহিল, "একটা যদি হারমোনিয়ম—ইচ্ছে হয়!"

স্বরূপ আগ্রহে জবাব দিল, "এই কথা! এখনিই তো বেড়াতে যাবো—আন্‌বো কিনে!"

নন্দা যেন কৃতার্থ হইয়া কহিল, "আচ্ছা! কিন্তু কিছু খেয়ে যান—ও-বেলা কিচ্ছুটি পেটে পড়েনি!"

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নন্দা উঠিয়া গেল এবং অবিলম্বেই একটি পাত্র ভরিয়া নানাবিধ খাবার সাজাইয়া আনিয়া স্বরূপের সম্মুখে ধরিয়া দিল। স্বরূপও সাগ্রহে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বেড়াইতে যাওয়া ভাণমাত্র। পকেটে টাকা ছিল। স্বরূপ সটান একটা দোকানে গিয়া একটি হারমোনিয়ম কিনিয়া অবিলম্বেই বাসায় ফিরিল।

নন্দা হাসিতে-হাসিতে হারমোনিয়মটি স্বরূপের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহার ঘরের জানালায় রাখিয়া দিল। তারপর দুই-চারিটি কথাবার্ত্তার পর স্বরূপ আহারের ব্যাপারটা সারিয়া ফেলিল এবং নন্দাকেও তৎপর হইতে বলিল, কেন না, উভয়ে বসিয়া তাহাদিগকে আজই তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার একটা ছক কাটিতে হইবে! নন্দা বিনা বাক্যব্যয়ে নীচে নামিয়া গেল, আর স্বরূপ সেইখানে—নন্দার ঘরেই আপাততঃ শুইয়া পড়িল। সারাদিনের মানসিক শ্রান্তির পর সেই একান্তে তাহাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের এক সম্ভব-সঙ্গীত রচনা করিতে-করিতে তাহার তন্দ্রার উদ্রেক হইল, শত চেষ্টাতেও সে তাহা রোধ করিতে পারিল না। * * * কিয়ৎক্ষণ পরে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল,—সে একাই! উঠিয়া পড়িল। বরাবর পাশের ঘরের কাছে আসিল, দেখিল—খিল দেওয়া! অপমান, গ্লানি, ঘৃণা ও লজ্জায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিষিয়া উঠিল। আর সেখানে সে দাঁড়াইল না—টলিতে-টলিতে ও-ঘরে ফিরিয়া গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। ভাবিল—এ চাতুরীর তাৎপর্য্য কি? ঘর-সংসার ত্যাগ করিল, সমাজ বিসর্জ্জন দিল, স্বামীকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া আসিতে পারিল, তারপর—এই ছল? কেন? এই ঘৃণিত-পল্লীর মাঝখানে দারুণ প্রলোভনের মধ্যে আসিয়া এরূপ লুকোচুরির অভিনয় কেন? হইতে পারে, সে নারী, কিন্তু আর-একজনেরও পরিচয়ের মূল্য তাহার কাছে কি এতটুকুও নাই? নারীর

কাছে পুরুষের অপর নাম কি পশু ? তবে তাহাই হোক্! উভয়ের ভিতর ছাড়াছাড়ির শপথ পড়ুক্—বিস্মৃতির হোমানলে! প্রভাতেই সমস্তর সমাপ্তি হইবে, উভয়ের প্রাপ্য উভয়ে কড়ায়-গড়ায় বুঝিয়া লইবে!

সুরূপ উঠিয়া পড়িল। তখন ঘামে তাহার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া উঠিয়াছে। জানালা খুলিয়া দিল। তখন বহির্জগতে ভীষণ কাণ্ড—ঝম্‌ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘের প্রচণ্ড প্রতাপ দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে, সমস্ত চরাচর যেন এক মহা-প্রলয়ের আসন্ন আহ্বান শুনিয়া আতঙ্কে জড়সড় হইয়া নিস্তেজ, নিরূপায়, সম্বলহীন অবস্থায় অতি কষ্টে নিস্তব্ধে বুক পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সজোরে একটা ঝাপ্‌টা আসিতেই সুরূপ জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

সকাল হইল। এইবার নন্দার সঙ্গে চোখোচোখী করিতে হইবে! এতবড় একটা দায়িত্বের ভার—এম্‌নিধারা এক কুৎসিত কর্ত্তব্যের বোঝা বহিয়া বেড়ানো আর ভালো নয়। উঠিয়া সুরূপ সশব্দে কপাট খুলিল। নন্দা দালানে দাঁড়াইয়া—চম্‌কিয়া উঠিল এবং সুরূপের মুখের দিকে একবার চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। সঙ্গে-সঙ্গে সুরূপেরও সর্ব্বদেহ যেন জ্বলিয়া উঠিল—কথা কহিবার প্রবৃত্তি হইল না।

সুরূপ মুখ ধুইতে যাইতেছে, নন্দা জল লইয়া আসিল। রাগে সুরূপের চেতনা লুপ্ত হইল—জলের ঘটিটা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঝি অদূরে কাজ করিতেছিল, মুচকিয়া হাসিয়া সরিয়া গেল।

এই কাণ্ড দেখিয়া নন্দা সুরূপের দিকে মুখ করিয়া এম্‌নিই এক মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই! মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আবার রাগ কেন ?"

"জানো না তুমি ?"

নন্দা প্রত্যুত্তর করিল না। একটিবার মাত্র স্বরূপের দিকে তাকাইয়াই মুখ নামাইল।

স্বরূপ বলিয়া উঠিল, "ও চাউনি আমি চিনেছি। এতখানি বাড়াবাড়ি করা তোমায় সাজে না!" বলিয়াই মুখ ধুইতে নীচে নামিয়া গেল।

নিজেই জল আনিয়া রোয়াকের একধারে স্বরূপ মুখ ধুইতে বসিয়াছে, নন্দা কাছে গিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "কি করলাম?"

"কি করেচ? বাকী কি রেখেচ নন্দা? সমাজের কাছে আমার মুখ দেখাবার পথ রাখোনি, বাপ-মায়ের কাছে দাঁড়াবার উপায় রাখ্‌তে দাওনি! মন্দার কাছেও—তাই! কি আর করোনি, বল্‌তে পার?" স্বরূপ এক তীক্ষ্ণকটাক্ষ করিয়া পুনশ্চ সুরু করিল, "তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের যা' প্রয়োজন, তা' তোমার কাছে অপরের আশার অতিরিক্তই আছে—তোমার পথ চারিদিকেই খোলা! কিন্তু আমার?— —আমি সমাজকে মুখ দেখাবো কেমন কোরে, আত্মীয়কে বোঝাবো কেমন কোরে—নিজেকে বোঝাবো কেমন কোরে? মন্দার কাছেই বা—" হঠাৎ থামিয়া স্বরূপ উপরের ঘরে উঠিয়া গেল। নন্দাও পিছনে-পিছনে গিয়া কাছে দাঁড়াইল।

স্বরূপের চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছিল! সেই চোখে নন্দার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিল পুনশ্চ সুরু করিল, "কি করেচ, কল্পনা করতে পারো নন্দা? কতখানি বিশ্বাস দিয়ে তুমি ভুলিয়ে এনেছিলে, স্মরণ হয়? আর কতটা দিয়েচ, তাও ভাব্‌তে পারো?" মিনিটখানেক নন্দার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "যা' দিয়েচ, খুব দিয়েচ—এই-ই আমার প্রাপ্য!"

ইত্যবসরে ঝি একটা কাচের গ্লাসে করিয়া চা আনিয়া স্বরূপের কাছে

নামাইয়া দিয়া কহিল, "ন্যাও বাবু, চা টুকুন্ খেয়ে ন্যাও দিকিন্! মা চা কোরে দেবেক্, তা' তুমি তো খাবেক্ না—যে তোমাদের বিচ্ছাদ!" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়াই কি মনে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আমার হাতে চা খাচ্চো, মিষ্টান্ন খাচ্চো—তবে কথাটা বলেই রাখি, বাবু! আমি বাউরির ঘরের মেয়ে বটেক্, কিন্তুন্ রোজ গঙ্গাচ্চান করি!" বলিয়াই নীচে নামিয়া গেল।

অন্য সময় হইলে হয়তো বা ইহারা হাসিয়া খুন হইত, কিন্তু আজ কাহারো মুখের ভাব-পরিবর্ত্তন হইল না, যেন উভয়কারই অন্তর্কুসুম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বরূপ দেখিল—নন্দার চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছে। কিন্তু এই নির্লজ্জ রোদন—সখের অভিনয় স্বরূপের ভালো লাগিল না। আবার তাহার মুখ ছুটিল। বলিয়া উঠিল, "কি ঠিক করেচি, জানো?—আজ একটা হেস্তনেস্ত কর্‌বো! ইচ্ছে হয়, এখানে তুমি থাক্‌তে পারো—আপত্তি নেই! পাটনা যেতে চাও—চলো। বাপ-মায়ের কাছে যেতে চাও—তাও পৌঁছে দিতে রাজী আছি। কিন্তু আমি আর এখানে থাক্‌তে প্রস্তুত নই! অবশ্য, তোমার পাওনা আমি দেবোই, তোমার ইচ্ছার মান—আমি রাখবো! আজই যা-হয় একটা ঠিক করো। কাল সকালের ট্রেণে আমি কাশী ত্যাগ করবো—ঠিক জেনো!"

নন্দা এইবার কথা কহিল। একবার আড়চোখে চাহিয়াই মুখ নামাইয়া বলিল, "কেন, আপ্‌নি কি মনে করেন, আপ্‌নাকে আমি ভালোবাসিনে?"

এখনও পর্য্যন্ত তাহার সেই অযাচিত ভাণ পূরামাত্রায় বজায় থাকিতে দেখিয়া স্বরূপের সহ্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাসো, না বাসো—তা' দেখ্‌বার আমার প্রয়োজন নেই! তোমার

ভালোবাসায় আমার বড়-একটা এসে যায় না! আসল কথা—তোমার কাছে আমার সত্যিকার সম্পর্ক বিশ্লেষ কর্‌তে চাই! মনেও করোনা নন্দা, এক কুলটার কুহকে আর—" থামিল।

নন্দার মুখচোখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলুন, বলুন! থাম্‌লেন কেন? এই কথাই আমি আপ্‌নার কাছে শুন্‌তে চাই—আপনার কাছে আমারও এই প্রাপ্য!"

কথাটা শুনিয়া স্বরূপের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "দেখো, তোমার মুখে ও-সব কথা সাজে না! তুমি কুলবধূ নও! প্রথমতঃ, স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে একজন যুবকের সঙ্গে চলে এলে, একটা মেয়েলোকও সঙ্গে নেবার কথা বল্‌লে না—কোন্‌ সাহসে এসেছিলে, বল্‌তে পারো? তারপর স্ব-ইচ্ছায় এখানে এসে এম্‌নিই এক নরককুণ্ডে বাড়ী ভাড়া কোরলে—কেন কোরলে, জবাব দিতে পারো? বেশী কি, এই রূপ-যৌবন কেনা-বেচার হাটে, এই জনহীন বাড়ীতে—এই ভয়ঙ্কর ঘরটার ভেতর, আমার সাম্‌নে অতবড় একটা ভরা-যৌবনের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচ—কেমন কোরে, কার জোরে, বল্‌তে পারো?"—নন্দার মুখের দিকে এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই কহিল,—"পার না।" একটু থামিয়াই পুনশ্চ সুরু করিল, "যাক্‌, যা-হয় একটা জবাব দাও! কাল আমি কাশী ছাড়বোই ছাড়বো! যতক্ষণ আছি, আমাকে বিশ্বাস কর্‌তে পারো, কেলেঙ্কারী কর্‌বার প্রয়োজন নেই! শেষ এই কথাটি জেনে রেখো নন্দা! আমি মানুষ—রাক্ষস নই! রাক্ষস যদি হতাম, সে-পরিচয় অনেকদিন আগেই পেতে—স্মরণ করো, তোমার বিয়ের পূর্ব্বেকার সেই সব কথা, সেই বাইরেকার ঘর!" একটু থামিল। পরক্ষণেই আবার সুরু করিল, "অবশ্য বল্‌তে পারো,—তোমার সঙ্গে কেন এলাম? জানো, কেন?—তোমার দৌড়টা দেখ্‌তে, আর তোমার চোখের

ওপর ধোরে দিতে—আমার আসল পরিচয়, আমার ভেতরকার মানুষ!"

নন্দার চোখ ফাটিয়া তখন হু-হু করিয়া জল পড়িতেছে! আর সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—বসিয়া পড়িল। তাহার আকাশ-ভরা মেঘের মতো আকুল চুলের গোছাও যেন ফোঁপাইয়া উঠিল! দুই হাত বাড়াইয়া স্বরূপের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "যথেষ্ট হয়েচে, আমাকে ক্ষমা করুন!"

"ক্ষমা?—" স্বরূপ সক্রোধে পা ছাড়াইয়া লইয়া পিছাইয়া আসিল, রোষকম্পিতকণ্ঠে সুরু করিল, "ক্ষমা চেয়ো স্বামীর কাছে—আমার কাছে নয়!" বলিয়াই সেই সহায়হীন, আশ্রয়হীন, ঘৃণিত পল্লীর সেই জনশূন্য গৃহে সেই উপেক্ষিতাকে চারিদিকে অন্ধকার দেখিবার জন্য একাকী ফেলিয়া রাখিয়া হাউয়ের ন্যায় বাহির হইয়া গেল!

সেদিন আর সে বাড়ী ঢুকিল না—সারাদিন। আজ তাহার বিশ্বনাথ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা হইল। মন্দিরে আসিল। আসিয়া দেখিল—শত-শত নরনারী যেন সংসারের সমস্ত ক্লেদ বিশ্বনাথের পদতলে নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছে। তাহাদের সেই আনন্দ স্বরূপের সহ্য হইল না। দারুণ হিংসা যেন তাহাকে সেখানে আর তিষ্ঠিতে দিল না। পুণ্যক্ষেত্র বারানসী—এই তো সেই দেবাদিদেবের স্থান, এই তো সেই শান্তিধাম! বিশ্বনাথ স্বার্থপর নন্ তো, তবে কেন এই প্রাণীটিকে এতটুকুও তৃপ্তি দিতে এমন কুণ্ঠিত? ভাবিতে-ভাবিতে সে গঙ্গার ধারে আসিল। ভাগীরথীর জলে হাতমুখ ধুইয়া তীরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—এই কি প্রেম, এই কি তার পরিনতি? এই কি ভালোবাসা, এই কি তার সমাপ্তি? যে-কিরণ এক মহাব্রতের সমাধিক্ষেত্র হইতে উঠিয়া অন্তরকে আলোকিত করিয়া দিগন্তবিহীন পুলকে সমস্ত চরাচরের চির-অপরিচিত নিত্য-নূতন

স্থানেও দিশেহারা করিবে না বলিয়া আশ্বাস দেয়, সেই-সে এতো চেনাশোনার, এতো পরিচয়ের মাঝে নিত্য-পদাঙ্কিত স্থানেও এই অভিসম্পাত-অন্ধকারের অন্তরালে বিক্ষিপ্ত করিয়া মর্ম্মভেদী অট্টহাসি হাসিয়া চলিয়া যাইতে পারে? ইহাই কি সংসারের রীতিনীতি? ইহাই কি মানব-জীবনের পরম ধর্ম্মের চরম বিশ্লেষণ?

বসিয়া-বসিয়া স্বরূপ মনে-মনে অনেক কিছুই ভাঙাগড়া করিতে লাগিল, কিন্তু যে-বিষ তাহার মনকে দ্রুতচঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে আর সে রুখিতে পারিল না। * * * উঠিয়া পড়িয়া বাসার দিকে ফিরিল। তখন রাত্রি হইয়াছে।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াই স্বরূপ থমকিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল—বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা গান ভাসিয়া আসিতেছে। স্পষ্ট করিয়াই সে বুঝিতে পারিল—নন্দার গলা। বলিয়া রাখি, এ পর্য্যন্ত সে কোনোদিন নন্দার মুখে গান শোনে নাই। আস্তে-আস্তে আর-একটু সরিয়া আসিয়া সেই নোংরা অন্ধকার গলির একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দা হারমোনিয়মের সঙ্গে গলা মিশাইয়া গান ধরিয়াছে—

যুগ যুগ ধ'রে চেয়েছি তোমারে
তুমি দূরে চলে গিয়েছ,
আসিবে না যদি, বাসিবে না ভালো
মন কেন তবে নিয়েছ!
আমি বারে বারে প্রাণ সঁপিবারে
প্রাণপণ সখা করিনি আমারে
তুমি অহরহঃ ওগো প্রিয়তম,
মুখপানে চেয়ে হেসেছ!

অতীত বসন্ত অনন্তে লীন
চাঁদিনী যামিনী আজি জ্যোতিঃহীন
পড়িয়া আছে গো, হৃদয়-দুয়ারে
দয়া করে যাহা দিয়েছ !

সাবাস্ !—স্বরূপের সর্ব্বাঙ্গে যেন এক অগ্নিবিদ্যুৎ খেলিয়া গেল ! একবার ভাবিল,—সবচেয়ে সকালবেলাকার সেই কান্নাকাটির ভাণ ! ভাবিল—উভয়ের অন্তরের মাঝে ব্যবধান কতখানি ! এতবড় এক কাণ্ডের পরও নন্দার এম্‌নিভাবে গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে রুচি হইতেছে ? 'নারী' বলিয়া যে-ছবি গৃহস্থের ঘরে-ঘরে সাজানো থাকে, তাহার আসল ইতিহাস কি এই ? এক দুর্জ্জয় ঘৃণায় স্বরূপের সারাদিনের ম্লান শান্তিটুকু পুনশ্চ লোপ পাইল।

মনের ভিতর কত-কি সে গড়িয়া তুলিতেছে, এম্‌নি সময়ে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। স্বরূপের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল—এ আবার কি ? অতঃপর চাহিয়া দেখিল, একটি 'বাবু' ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বাসার ভিতর ঢুকিতেছে,—তাহাদেরই বাসায়, যে-বাসা সে-ই স্বহস্তে রচনা করিয়াছে !

লজ্জায়, ঘৃণায়, আকস্মিক যন্ত্রণায় স্বরূপের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল—তাহার মনে হইল, সেই গলির ভিতরকার প্রত্যেক বাড়ীর ইঁটপাথর যেন সজীব হইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে ! নিজেরই বাসার সম্মুখে সে যে দাঁড়াইয়া আছে, সে-কথা বলিবার অধিকার তাহার নাই ! তাহার মনে এক জোর আঘাত পড়িল—'তাহাকে পুতুল সাজাইয়া নন্দার ইহাই কি ছিল তবে উদ্দেশ্য ? এতবড় অভিনয়ের মূলে শুধুই এক জঘন্য ছি-ছি ?'

স্বরূপ !—হঠাৎ সে সতেজ হইয়া উঠিল এবং নিজেকে যেন এক জোর

ধাক্কায় চালিত করিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া 'বাবুটির' পশ্চাদনুসরণ করিল। বুঝিবা, তাহার মনে এই কথাটাই তখন প্রবল হইয়া উঠিল যে, যখন সে এতদুর অগ্রসর হইয়াছে, শেষটা তাহাকে দেখিতেই হইবে! 'বাবুটি' উপরে উঠিয়া গেল, স্বরূপও তাহার পিছনে-পিছনে আত্মগোপন করিয়া উঠিতে লাগিল।

বারান্দার মুখেই ঘর, ঘরে একটি বিস্তৃত বিছানা—পরিষ্কার ধব্ধবে। সেই বিছানায় বসিয়া নন্দা—যেন একটি সতেজ গোলাপ-কুঁড়ি সন্ধ্যায় ফুটিয়া মস্ত বড় হইয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে! তাহার মাথায় রাশিকৃত ঢেউ-খেলানো চুল এলানো, পরিধানে ফিরোজা-রঙের সাড়ী, মাথায় কাপড় নাই, গাত্রাবরণও অসংযত, বিশৃঙ্খল—সরমের লেশমাত্রও নাই! সে যেন বিচিত্র এক অপরূপ—কালসর্পী!

'বাবুটিকে' দেখিবামাত্র, নন্দা ছুটিয়া আসিয়া হাসিতে-হাসিতে তাহার হাত ধরিল, ধরিয়াই ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া কপাট ঠেসাইয়া দিল।

বাতাসে দুয়ারটা একটু খুলিয়া গেল—সেই ফাঁক দিয়া কোনোরূপে তাহাদের গতিবিধিটা লক্ষ্য করা যায়। স্বরূপ ভিতরদিকে চোখ পাতিয়া নিঃশব্দে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দা মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইতেই, বাবুটি চম্‌কিয়া উঠিল এবং ঘন-ঘন নন্দার মুখের পানে চাহিতে লাগিল। বেশিক্ষণ দৃষ্টি আর রাখিতে পারে না—পলকে-পলকে পিছ্‌লিয়া পড়ে! তারপর মুখ খুলিয়া কি বলিতে যাইবে, গলা কাঁপিয়া উঠিল। একটু সাম্‌লাইয়া লইয়াই বলিয়া উঠিল—"তোমারই নাম—"

"সরলা।"

"তুমিই এই পাড়ায় নতুন এসেচ?"

"হ্যাঁ।"

'বাবুটি' পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া প্রশ্ন করিল, "ঝিয়ের হাত দিয়ে এই চিঠি পাঠিয়েছিলে—তুমি ?"

"হ্যাঁ—বসুন !"

নন্দা 'বাবুটির' হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইতে গেল।

'বাবুটি' একটু পিছাইয়া গেল, গিয়া স্থিরচক্ষে ক্ষণকাল নন্দার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল—এবার আর তার দৃষ্টি নামে না ! তারপর বলিয়া উঠিল, "আজ অতিরিক্ত মদ খেয়েচি, ভালো কোরে তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে ! একবার মুখটি তোলো দিকিনি ?"

নন্দা মুখ তুলিল। অতঃপর বিনা অনুরোধেই 'বাবুটি' বিছানায় বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "একটু মদ দিতে পারো ?"

নন্দা ঘরের এক কোণ হইতে একটা মদের বোতল বাহির করিল, করিয়া গ্লাসে ঢালিয়া নিজেই 'বাবুটির' মুখে ধরিল—

"দাও ! ও এক গ্লাসে হবে না—একটা গোটা বোতল চাই ! দাও—" বলিয়াই 'বাবুটি' নন্দার হাত হইতে বোতলটা ছিনাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর কম্পিতপদে জানালার কাছে সরিয়া গিয়া বোতলটার পানে তাকাইয়া অকস্মাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অনেক দিন থেকে তোমার পূজো করে আস্‌চি, এতদিনে তুমি সু-ফল দিয়েচ ! আজ তোমার বিজয়ার দিন—যাও !" বলিয়াই জানালা দিয়া বোতল ও গ্লাস বাহিরে ফেলিয়া দিল। তারপর ধীর পদক্ষেপে নন্দার কাছে সরিয়া আসিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ন-ন্দা—" যেন জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত সামগ্রীর সঙ্গে তাহার আজ এই প্রথম সাক্ষাৎ, এই প্রথম পরিচয়, যেন তাহার কত ত্রুটি কত অবহেলার সূক্ষ্ম বিচারের জন্য নিজেকেই সাক্ষী মানিয়া সে ওই মেয়েটির হাতে বিচার-দণ্ড তুলিয়া দিতেছে !

নন্দা অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, কথা কহিল না।

'বাবুটি' আর থাকিতে পারিল না, উন্মত্তের ন্যায় নন্দার কৃশাঙ্গ দুই হাতে বেষ্টন করিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নন্দা! নেশা আমার কেটে গেছে! আমি আজ সত্যি-সত্যি মানুষ! আমাকে তুমি বিশ্বাস করো—"

"কাকে কি বল্‌ছেন? আমি যে সরলা!"

"হ্যাঁ। এই রকম একটি সরলা আমারও ছিল! এতদিন তাকে দেখ্‌তে পাইনি, আজ দুইচোখ মেলে দেখ্‌তে পেয়েচি! সে—তুমি!"

নন্দা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "আ—মি?"

"নন্দা—" 'বাবুটির' মুখখানা নন্দার মুখের উপর লটকিয়া পড়িল, যেন কি-একটা আঘাত কোথা হইতে আসিল, তাহা আর সে সহ্য করিতে পারিল না।

নন্দারও ভিতরকার অবস্থার রূপান্তর হইয়া আসিতেছিল, সেও সহসা চোখে কাপড় তুলিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল। যতটুকু সংযম, যতটুকু দৃঢ়তা তাহার বুকের ভিতর এতক্ষণ শৃঙ্খলিত ছিল তাহা উপ্‌ছিয়া বুক ঠেলিয়া চোখ দিয়া হু-হু করিয়া নির্গত হইতে লাগিল। ঘন-ঘন চোখ মুছিতে-মুছিতে কহিল, "তোমাকে আর ফিরে পাবো, এ-আশা আমি করিনি! যাদের তুমি এতদিন চেয়ে এসেচ, ভাব্‌লাম তাদের মতো ফাঁদ পেতে একবার শেষ চেষ্টা করি—তাই আজ এখানে!" বলিয়াই স্বামীর বুকের ভিতর মুখ রাখিল। একটু পরেই অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার মুখ তুমিই রেখেচ!"

অন্নদা সস্নেহে নন্দার অশ্রুসিক্ত মুখটি দুই হাতে একটু তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "নারায়ণকে ধন্যবাদ!"

নন্দা স্বামীর হাত ডুইটি ধরিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "না। তার আগে আর একজনকে—"

"কে তিনি ?"—অন্নদা বিস্ময়ে তাকাইল।

সহসা নন্দার সারা মুখখানি আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যেনবা তাহার চক্ষু'দ্বয়ের অন্তরালে এই মাত্র ঢেউ তুলিয়া রাশি-রাশি জ্যোৎস্না উঠিয়াছে! দৃঢ়, নিশ্চিন্ত অথচ স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তিনি ? তিনি—মূর্তিমান প্রেম! তোমার আদরে যে আদর সে তাঁরই আদর, তোমার মুখে যে মুখ সে তাঁরই মুখ, তোমার অঙ্গে যে জ্যোতিঃ সে তাঁরই জ্যোতিঃ!" একটু থামিল। পরক্ষণেই সগর্ব্বে কথাটা শেষ করিল, "আর, এ তাঁরই নির্ভয় যে-নির্ভয়ে আমি এপথে পা বাড়াতে পেরেচি! তিনি—জামাইবাবু!"

দমকা বাতাসে ঘরের ডুয়ারটা সহসা খুলিয়া গেল। ভিতরে দাঁড়াইয়া অভিশাপমুক্ত আলিঙ্গনাবদ্ধ ডুইটি নরনারী, সম্মুখে—উহাদেরই চোখের উপর স্বরূপ, যেন এক নিবাসহীন পান্থ! স্বরূপকে দেখিয়াই নন্দা তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া মাথায় কাপড় উঠাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "আসুন—" কতই না সে সপ্রতিভ! তারপর স্বরূপের হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া স্বামীকে সহাস্যে প্রশ্ন করিল, "বলো দিকিনি—ইনি কে ?"

অন্নদা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের এই মিলন-বাসর, তাহারই ভিতর এই 'নবাগত' নারায়ণ—এঁকে কোন্ স্তোত্র দিয়া অভ্যর্থনা করিবে তাহা যেন সে ঠিক করিতে পারে না। কৃতার্থ ও অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অগ্রজ, দাদা—গুরুদেব!"

"—চাই বেলফুল—"

"এই বেলফুল—দাঁড়া, দাঁড়া—"

গলি-পথে ফুলওয়ালার ডাক উঠিতেই অন্নদা যেন লাফাইয়া উঠিল এবং

আনন্দে নৃত্য করিতে-করিতে নামিয়া গিয়া গাছি কতক মালা কিনিয়া আনিয়া নন্দাকে দিয়া কহিল, "দাও, দাও—আমাদের সব পরিয়ে দাও—"

নন্দার মুখে কি-রঙের ছোপ্ পড়িল, তাহা হয়তো স্বরূপের চোখে পড়িল না। এইটুকুই সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল যে, নন্দা এক-একটি করিয়া গণিয়া অর্দ্ধেক মালাগুলি যে-লোকটি হাতে করিয়া আনিয়াছে, প্রথমে তাহারই গলদেশে পরাইয়া দিল, তারপর অপরার্দ্ধ হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তাহার দিকে সরিয়া আসিতেছে। স্বরূপের হাতে রুমাল ছিল, হঠাৎ তাহা হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সে তাড়াতাড়ি রুমালটাকে ধরিতে সরিয়া যাইতেই নন্দা ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—

অন্নদা কিন্তু কালক্ষেপের পক্ষাপাতী নয়। সে যেন অস্থির হইয়া নন্দাকে মৃদু ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কোনো কর্ম্মের নও—'হোপ্‌লেস্'! ছুট্টে গিয়ে গলায় পরিয়ে দিতে পার্‌লে না?—দাও আমাকে—" বলিয়াই নন্দার হাত হইতে মালার গোছাটা তুলিয়া লইয়া স্বরূপের গলায় পরাইয়া দিল।

প্রভাত হইতেই অন্নদা নন্দাকে কহিল, "মায়ের খুব অসুখ, না?"

নন্দার মুখখানা রক্তহীন হইয়া গেল। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"তবে আর দেরি কেন? চলো—"

নন্দা বিস্ময়ে স্বামীর দিকে তাকাইল।

বুঝিতে পারিয়া অন্নদা তৎক্ষণাৎ কহিল, "আমিও যাবো তো!"

"যাবে?"

"বেশ তো লোক তুমি! না গেলে কি হয়—আমি জামাই!"

স্বরূপ অদূরে মুখ ধুইতেছিল, একবার এদিকে তাকাইল, যেনবা ওই দুইটি নরনারী ছায়াছবির ন্যায় তাহার চোখের উপর নব-নব রূপ দেখাইয়া ঘন-ঘন অদৃশ্য হইতেছে—তাহাদের আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান, কোনোটারই যেন আর বিরাম হইবে না!

অতঃপর সর্ব্বপ্রথমেই যে ট্রেণ, সেই ট্রেণেই তিনজনে কাশী পরিত্যাগ করিল।



ষোলো

পারুলবালার মুখের উপর মৃত্যুর কালোছায়া ক্রমশঃই ঘন হইয়া আসিতেছে।

চন্দ্রাদেবী সেই যে তাহার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছেন, আর উঠেন নাই। সর্ব্বদাই তিনি উৎকর্ণ, উদ্বিগ্ন, চঞ্চল—কখন্ নন্দা আর অন্নদা আসিয়া পড়িবে!

সন্ধ্যায় 'তারগুলা' অ-বিলি হইয়া ফিরিয়া আসিল। পারুলবালার ঘরে একঘর লোক—কথাটা লইয়া এক জোর আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ বলিল— 'নিশ্চয়ই ওরা ওখানে নেই।' কেহ কহিল—'আছে ঠিক, তবে ইচ্ছে কোরেই 'তার' নেয়নি!' স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইল ইহাই যে, 'তার' পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে হতাশ হইয়া সোজা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে—এখানে আর ফিরিবে না! কথাগুলা পারুলবালার কানে গেল। একবার সে চন্দ্রাদেবীর পানে চাহিয়াই চোখ বুজিল। চন্দ্রাদেবী শঙ্কিত হইয়া পারুলবালার মুখের উপর দৃষ্টি নামাইলেন—ইস্! এইবার বুঝি সব শেষ হইয়া যায়! সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন বিজনবাবু অ-বিলি 'তার' তিনখানা হাতে লইয়া। চন্দ্রাদেবী অকারণ তাঁহাকে ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা সব গণৎকার হয়ে পড়েচো! 'তার' কি কোরে পাবে ওরা, শুনি? এখন তো সকলে রাস্তায়! কাল সকালবেলা ইষ্টিশানে গাড়ি পাঠাও—"

তাহাই হইল। কিন্তু যথাসময়ে শূন্যগাড়ি ফিরিয়া আসিল।

বিদ্যুৎগতিতে সংবাদটা বাড়ীর সকলেরই নিকট পৌঁছিয়া গেল।

পারুলবালার মুখখানা কাঁপিয়া উঠিল, গা দিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল।

চন্দ্রাদেবী মন্দার দিকে ফিরিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মকরধ্বজ—"

মন্দা চীৎকার করিয়া উঠিল।

চন্দ্রাদেবী ধমক্ দিয়া কহিলেন—"শীগ্‌গীর—"

মন্দা কাঁদিতে-কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল। বিজনবাবুর দিকেও আর চাওয়া যায় না! তিনি ফোঁপাইয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর উপর মুখ গুঁজিলেন। বাড়ীতে কান্না উঠিয়াছে—গ্রামের লোকজন সব ছুটিয়া আসিল। বিপিনডাক্তারও আর 'কলের' অপেক্ষা করিল না, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া ভীড় ঠেলিয়া 'পেষেণ্টের' কাছে আসিয়াই 'সিরিঞ্জ' বাহির করিল—

"খবরদার—" চন্দ্রাদেবী ধমক্ দিয়া উঠিলেন।

বিপিনডাক্তার আজ কিন্তু কোনো নিষেধই গ্রাহ্য করিবে না, তাড়াতাড়ি 'পেষেণ্টের' কাজে বসিয়া সিরিঞ্জ উঠাইতেই চন্দ্রাদেবী পুনশ্চ বজ্রকঠিন কণ্ঠে ধমক্ দিয়া উঠিলেন, "বিপিন—"

বিপিনডাক্তার চন্দ্রাদেবীর দিকে সভয়ে চাহিতেই চন্দ্রাদেবী তেম্‌নি করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "রুগী তোমার, কিন্তু মানুষ আমার!"

বিপিনডাক্তার 'ব্যাগ' বন্ধ করিয়া উঠিয়া গুম্ হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

ইতিমধ্যে মন্দা 'মকরধ্বজ' লইয়া আসিল এবং চন্দ্রাদেবী তাহা খাওয়াইয়া দিয়াই আঁচল হইতে একটি টাকা খুলিয়া পারুলবালার কপালে ছোঁয়াইয়া দিয়া হাত দুইটা জড়ো করিয়া উপরের দিকে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তুমিই আমার মুখ রেখো, ঠাকুর!" তারপর পারুলবালার

মুখটি নাড়িয়া সচেতন করিবার একবার বৃথা চেষ্টা করিয়া জোর-গলায় বলিয়া উঠিলেন, "তা' হয় না, ছোটোবউ! আমি আগে যাবো, তারপর —তুই!"

বিজনবাবু এইবার সশব্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। চন্দ্রাদেবী যেন আজ এতটুকুও অনিয়ম সহ্য করিবেন না। রোষরক্ত চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া নির্দ্দেশ দিলেন—"বেরিয়ে যাও বিজন!"

বিজনবাবু বাহির হইয়া গেলেন। নন্দাও আর ও-দৃশ্যটা দেখিতে পারিল না।

এম্‌নিই সময়ে অকস্মাৎ বহির্দেশে গাড়ীর শব্দ হইল। সকলে একবার উৎকর্ণ হইয়াই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া নিবারণের গলার আওয়াজ উঠিল—"জয় মা তারা!" চন্দ্রাদেবী আস্তে-আস্তে হাত দুইটি জড়ো করিয়া উপরের দিকে মুখ তুলিলেন।

সহসা কক্ষদ্বারে রোদন-কম্পিত কণ্ঠের ডাক উঠিল, "মা, মা—"

সঙ্গে-সঙ্গে ওই মৃত্যুমুখী রোগিণীর কাছে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় আসিয়া দাঁড়াইল—নন্দা ও অন্নদা, আর তাহাদের পশ্চাতে—একটু দূরে স্বরূপ!

নন্দা মায়ের বিছানায় ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়াই ফোঁপাইয়া উঠিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ঘাড়টা মায়ের বুকের উপর লট্‌কিয়া পড়িল। অন্নদারও তখন মাটির উপর যেন আর পা দাঁড়াইতেছিল না, কোনোও রূপে পা বাড়াইয়া একটু অগ্রসর হইয়া শয্যার অপর পার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া অশ্রুনিরোধকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"মা, মাগো! আমি অন্নদা—"

পারুলবালা চমকিয়া উঠিল, যেন একদেহ সতেজ প্রাণ অকস্মাৎ তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে! চোখ খুলিয়া অন্নদাকে দেখিতে পাইয়াই মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিতে গেল—

অদূরেই ছিল বিপিনডাক্তার দাঁড়াইয়া, সে ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপাইয়া আসিয়া চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল—"আহা-হা! করেন কি—করেন কি! এখ্‌খুনি হার্টফেল হবে—" কিন্তু কে তাহার কথায় কর্ণপাত করে! আজ যে পারুলবালার জামাই আসিয়াছে—কত না আরাধনার ধন! মেয়ে-জামাই একসঙ্গে—ভগবান্! * * * পারুল-বালা উঠিয়া বসিল, বসিয়াই চন্দ্রাদেবীকে ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি, মিষ্টি আন্‌তে দাও—"

চন্দ্রাদেবী এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, আর চোখের জল চোখে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। ঘন-ঘন চোখ মুছিতে-মুছিতে কহিলেন, "তা' দিচ্ছি! কিন্তু তোর জামাই—তুই না উঠ্‌লে, কে হাতে কোরে খেতে দেবে ছোটোবউ?"

"এই যে আমি উঠ্‌চি দিদি—"

বলিয়াই পারুলবালা যেমন উঠিতে যাইবে, চন্দ্রাদেবী তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বিপিনডাক্তারকে কহিলেন, "বিপিন! এইবার কি পাশ-ফেল করবে, বল্‌তে পারিস্?"

বিপিনডাক্তার আস্তে-আস্তে সরিয়া আসিয়া চন্দ্রাদেবীর পদস্পর্শ করিল।

এম্‌নিই সময়ে বহির্বাটীতে খোল-করতালে ঘা পড়িল এবং সঙ্গে-সঙ্গে যেন চল্লিশ কোটি ভারতবাসী উচ্চ নিনাদ করিয়া উঠিল—"মা, মা—মা!"

নন্দা চমকিয়া উঠিল।

আবার সেই চীৎকার—"মা, মা! তোমার—'তার'!"

"সর্ব্বনাশ! আমার দেবদূত—" কথা কয়টি ভীতি-অস্ফুটকণ্ঠে নন্দা আপনমনে উচ্চারণ করিয়াই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, পশ্চাতের পৃথিবীর

সঙ্গে যেন তাহার আর কোনো সম্পর্কই নাই! গিয়া যাহা শুনিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাই যে, উহারা বিষম বিপদে পড়িয়াই এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে! 'তার-পিওন' একসঙ্গে তিন-তিনখানা 'তার' আনিয়া হাজির! সর্ব্বনেশে কাণ্ড! তাহাদের কি আর দিনরাত কাটে?

নন্দা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই আর-সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—'দেবদূত! সে আবার কি?'

স্বরূপ এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, সে তৎক্ষণাৎ 'দেবদূতের' পরিচয় দিয়া কহিল—"ওরা হচ্চে নন্দার 'ছেলে'—হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে! মা হয়েচে কাছছাড়া—আর রক্ষে আছে?" মুখ টিপিয়া একবার হাসিয়াই পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নারা বাইরে আসুন, মজা দেখ্‌বেন—" বলিয়াই সকলকে ডাক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া মূর্ত্তিমানদের আকৃতি-প্রকৃতি, ভাবভঙ্গী, সাজ-পোষাক দেখিয়া সবাই হাসিয়া খুন! দেবদূত, তাহাদের ওষ্ঠাগ্রে কেবলমাত্র ওই একটিই রব—'তার, তার—তার!'

বিজনবাবু দুয়ারের একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন—নির্ব্বাপিত প্রদীপের ন্যায়। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া তিনিও হাসিয়া ফেলিলেন। তারপর নন্দার কাছে উঠিয়া গিয়া তাহাকে 'তারের' ইতিহাসটা খুলিয়া বলিলেন।

স্বরূপ হাসিতে-হাসিতে 'দেবদূতের' কাছে সরিয়া গিয়া কহিল, "এইবার তোমাদের সেই সব 'ঠাকুর-দেব্‌তার' নাম একটি হোক্, দেবদূত!"

দেবদূতেরাও প্রস্তুত! মায়ের দিকে তাকাইল—অনুমতির অপেক্ষায়

নন্দা সুরূপের দিকে একবার আড়চোখে তাকাইয়াই চোখ ফিরাইয়া ইহাদিগকে কহিল, "না—ও-সব নামের আর প্রয়োজন নেই! প্রয়োজন হয়েছিল ততদিন, যতদিন তোমাদের ভেতর কিছুই ছিল না! আজ তোমাদের বুকজুড়ে স্বর্গমর্ত্ত্যের শক্তি জন্মেচে—সংসারের দারিদ্র্য, তাকে তোমরা বন্দী করতে শিখেচ!"

দুর্দ্দান্ত আত্ম-প্রত্যয়ে দেবদূতদের চোখমুখ বড় হইয়া উঠিল। আগ্রহ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তা' হলে এইবার থেকে কার নাম আমরা করবো, মা?"

নন্দার নেত্রদ্বয় সহসা দপ্‌দপ্‌ করিয়া উঠিল, যেন দ্যুলোক-ভূলোকের মাতৃগর্ব্ব তাহার বুক ছাপাইয়া আচম্‌কায় চোখে আসিয়া পড়িয়াছে! দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "যাঁর মাটিতে মৃত্যু হবার জন্যেই তোমাদের জন্ম হয়েচে—তাঁরই নাম! তিনি—তোমাদের হিন্দুস্থান!" অতঃপর ফৈজুর ও আনন্দর হাত ধরিয়া এক করিয়া নির্দ্দেশ-কঠিনকণ্ঠে কহিল, "বলো—জয় হিন্দ্‌!"

সমাপ্ত

